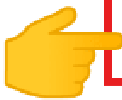
দরসে কুরআন ১

# ফী মানাকিবিল কুরআন




মুহাম্মাদ আতীক উল্লাহ



https://t.me/islaMic_fdf




মাকতাবাতুল আযহার

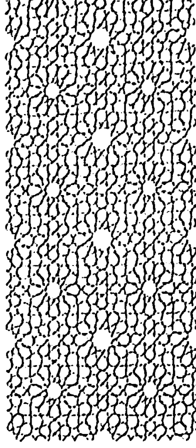
www.maktabatulazhar.com

# ফী মানাকিবিল কুরআন

## (কুরআনের দিক-দিগন্তে)

মুহাম্মাদ আতীক উল্লাহ
শিক্ষক
তারজামাতু মা'আনিল কুরআনিল কারীম, সীরাত, ইতিহাস
মাদরাসাতুল কুরআনিল কারীম

মাকতাবাতুল আযহার




- প্রথম প্রকাশ
  বাইতুল মোকাররমের ইসলামি বইমেলা ২০২২ উপলক্ষে প্রকাশিত

- গ্রন্থস্বত্ব
  *সংরক্ষিত*
  *মাকতাবাতুল আযহারের পক্ষে ১২৮ আদর্শনগর, মধ্যবাড্ডা, ঢাকা থেকে প্রকাশক মুহাম্মদ ওবায়দুল্লাহ কর্তৃক প্রকাশিত। দোকান নং : ১ আন্ডারগ্রাউন্ড, ইসলামি টাওয়ার, বাংলাবাজার, ঢাকা কর্তৃক পরিবেশিত। প্রগতি প্রিন্টিংপ্যালেস, কাঁঠালবাগান, ঢাকা থেকে মুদ্রিত।*

- ই-মেইল
  maktabatul azhar2@gmail.com

- প্রধান বিক্রয়কেন্দ্র
  ১২৮ আদর্শনগর, মধ্যবাড্ডা, ঢাকা : 019 24 07 63 65

- শাখা বিক্রয়কেন্দ্র
  ১ আন্ডারগ্রাউন্ড, ইসলামি টাওয়ার বাংলাবাজার, ঢাকা : 01715 02 31 18

- প্রচ্ছদ
  আবুল ফাতাহ মুন্না

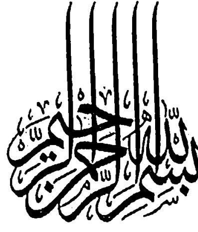
- বর্ণবিন্যাস
  মুরশিদুল হাসান শামীম, আব্দুল্লাহ আল মামুন

- বাইতুল মোকাররমের বইমেলায় পরিবেশক
  রেনেসাঁ প্রকাশনী ও চেতনা প্রকাশনী

- মূল্য
  ২০০ [দুইশো] টাকা মাত্র

---

**FI MANAQIBIL QURAN**
**Published by : MAKTABATUL AZHAR,** Dhaka, Bangladesh
**Price :** Tk. 200.00 US $ 10.00 only.



# ইহদা

আসাতিজায়ে কেরাম ও শিক্ষক মহোদয়গণ

১. মা-বাবার মতো শিক্ষকের হক আদায় করাও কোনো ছাত্রের পক্ষে সম্ভব নয়। জীবনে অসংখ্য ওস্তাদের দরসে বসার সৌভাগ্য হয়েছে। কোনও উস্তাদেরই ন্যূনতম হক আদায় করতে পারিনি। খেদমত করতে পরিনি। তাদের কাছে এই বই পৌঁছবে না জানি, তবুও সব ধরনের বেয়াদবি, অসৌজন্যমূলক আচরণের জন্য শ্রদ্ধেয় আসাতিযায়ে কেরাম ও শিক্ষক মহোদয়গণের কাছে করজোড়ে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। রাব্বে কারীম ক্ষমা করে দিন। প্রিয় উস্তাদগণকেও মাফ করে দিন।

২. যারা ইন্তেকাল করেছেন, রাব্বে কারীম তাদের কবরকে জান্নাতের বাগিচা বানিয়ে দিন। তাদের সন্তান-সন্ততিকে নেককার বানিয়ে দিন। সম্মানজনক রিযিক দান করুন। তাদের বংশে দীন ও ঈমানের ধারা কেয়ামত পর্যন্ত জারি রাখুন। আমিন।

৩. রাব্বে কারীম আসাতিজায়ে কেরামের ইলম ও আমলে ভরপুর বরকত দান করুন। তাদের রুজি-রোজগারে বরকত দান করুন। তাদের সম্মানজনক রিযিকের বন্দোবস্ত করে দিন।

৪. রাব্বে কারীম আসাতিজায়ে কেরামকে হজ্জে বাইতুল্লাহ নসিব করুন। স্বপ্নে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যিয়ারত নসিব করুন। দুনিয়ার বাকি জীবন ঈমান ও আমলে কাটানোর তাওফিক দান করুন। আমিন।

৫. রাব্বে কারীম আসাতিজায়ে কেরামকে দুনিয়াবি সমস্ত

পেরেশানি থেকে মুক্ত রাখুন। সবাইকে নেক সন্তান দান করুন। তাদের বংশে কেয়ামত পর্যন্ত ইলম ও ঈমানের ধারা জারি রাখুন।

৬. রাব্বে কারীম মুহতারাম আসাতিজায়ে কেরামকে আমৃত্যু দীনি খেদমতে নিয়োজিত রাখুন। তাদের যাবতীয় দুনিয়াবি তাকাজা গায়েবি খাজানা থেকে ব্যবস্থা করে দিন।

৭. রাব্বে কারীম মুহতারাম আসাতিজায়ে কেরামকে নবীওয়ালা ফিকির ও আখলাক দান করুন। সাহাবাওয়ালা সিফাত দান করুন। তাবেয়ীওয়ালা ইলম দান করুন। কুরআন ও সুন্নাহর মেহনতে মশগুল রাখুন।

৮. রাব্বে কারীম আসাতিজায়ে কেরামকে দীনের মশাল বানিয়ে দিন। রাব্বে কারীম আমাদের কুরআনি হালাকায় শরীক প্রতিটি 'মুমিন'-কেও এই দোয়ায় শামিল করে নিন। আমীন।





# ভূমিকা

আলহামদুলিল্লাহ,

১. এখানে যেসব মূলনীতির কথা বলা হয়েছে, সেগুলো জাওয়াহেরুল কুরআন থেকে নেয়া। উস্তাদে মুহতারাম মুফতি আহমাদুল্লাহ (দামাত বারাকাতুহুম)-এর কাছে এই তাফসির পড়ার সৌভাগ্য হয়েছে। এখনো পড়ি। বাকি জীবন পড়ে যাবো, ইনশাআল্লাহ। এক মুহূর্তের উস্তাদ মানে আজীবনের ওস্তাদ। রাব্বে কারীম হযরাতুল ওস্তাদের ছায়াকে আমাদের ওপর দীর্ঘায়িত করুন। আমীন।

২. এটা আসলে চূড়ান্ত প্রকাশ নয়; খসড়া প্রকাশ। আমাদের কুরআনি হালকাগুলোতে প্রতি সপ্তাহে প্রয়োজন হবে। ছাপা না হলে ফটোকপি করতে হবে। তাই ছাপার ব্যবস্থা। এই কিতাবের পূর্ণাঙ্গ সংস্করণ আরো 'কাওয়ায়েদুত তাফসির' বা তাফসিরের মূলনীতি সংযোজিত হবে। ইনশাআল্লাহ।

৩. আমরা জাওয়াহেরুল কুরআনের বক্তব্য হুবহু তুলে দিয়েছি। সামান্য কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া। আমরা ধীরে ধীরে কাওয়ায়েদগুলো আরো গুছিয়ে তুলব, ইনশাআল্লাহ। এই কাওয়ায়েদগুলো গোছাতে, ফেনী জামেয়া মাদানিয়া সিলোনিয়ার উস্তাদ, মুহতারাম মাওলানা আশরাফ সাহেবের 'ক্লাসনোট' খুবই কাজে লেগেছে। রাব্বে কারীম তাকে উত্তম বিনিময় দান করুন।

৪. আমরা কিছুটা দ্বিধায় আছি, সাধারণ পাঠক এসব মূলনীতি কতটা ধরতে পারবেন। এটা পাঠকের দুর্বলতা নয়, আমাদের বলতে না পারার সীমাবদ্ধতা। দোয়ার দরখাস্ত, আমরা যেন আরও সহজ করে, আরও সহজ ভাষায়, আরও সহজ ভঙ্গিতে কুরআনের কথা বলতে পারি। কুরআনের বাণী প্রচার করতে পারি। কুরআনের হেদায়াত ও নূর সবার কাছে পৌঁছে দিতে পারি। রাব্বে কারীম কবুল করুন। আমীন।

৫. বইয়ের নামে ব্যবহৃত 'মানাকিব' শব্দটি মানকাব (مَنْكَبْ) শব্দের বহুবচন। অর্থ : কাঁধ। আমরা দিক-দিগন্ত অর্থে গ্রহণ করেছি। সূরা মুলকে শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। এসব মূলনীতি আমাদের সাপ্তাহিক কুরআনি হালকায় নিয়মিত মুযাকারা হবে, ইনশাআল্লাহ।

৬. রাব্বে কারীম আমাদের সাপ্তাহিক কুরআনি হালকা কবুল করে নিন। রব্বে কারীম কুরআনি হালকার জন্য স্থায়ী জায়গার বন্দোবস্ত করে দিন। আমাদের মাদরাসাতুল কুরআনিল কারীমের জন্য বরকতময় জায়গার ব্যবস্থা করে দিন। আমাদের যাবতীয় কুরআনি মেহনতে শরীকদের দুনিয়া-আখেরাতে খাইর ও হাসানা দান করুন। আমীন।



# ফী মানাকিবিল কুরআন

## মাসায়েলে ইলাহ

কুরআনি শিক্ষার প্রধান দিক হলো, আকিদা। আরও নির্দিষ্ট করে বলতে গেলে, কুরআন কারীম হলো তাওহিদ চেনা, জানা ও বোঝার কিতাব। কিতাবুত তাওহিদ। কুরআনে আল্লাহ তাআলার পরিচয়কে বিশদরূপে তুলে ধরা হয়েছে। আল্লাহ সম্পর্কিত কুরআনি আকিদাগুলো বুঝতে সহজ হওয়ার জন্যে, মোট ১১টি কানুন বা নিয়ম তৈরি করা হয়েছে। এই কানুন বা মাসায়েলগুলো জানলে,

১. কুরআন কারীম প্রথমে যাদের ওপর নাযিল হয়েছিল, তাদের অবস্থা জানা যাবে। তাদের আকিদা সম্পর্কে জানা যাবে। কুরআন কারীম নাযিল হওয়ার কারণ ও কুরআনের বর্ণনাভঙ্গি (তরযে বায়াঁ) জানাটা সহজ হবে।

২. তখনকার মুশরিকদের আল্লাহ সম্পর্কিত (ইলাহনীতি) আকিদাগুলোর আলোকে বর্তমানের মুসলমানদের আকিদাকে যাচাই করা যাবে। এমনকি বর্তমানে বাস করা মুশরিক ও অন্য ধর্মাবলম্বীদের আকিদাও যাচাই করা যাবে।

৩. এটাও জানা যাবে, কুরআন কারীমের খেতাব বা সম্বোধন 'আম'। ব্যাপক। কোনও নির্দিষ্ট স্থান-কাল-পাত্রের সাথে 'খাস' (সীমাবদ্ধ) নয়। কেয়ামত পর্যন্ত যাদের মাঝেই সে যুগের মুশরিকদের ভ্রান্ত আকিদা পাওয়া যাবে, কুরআন দিয়েই তার সংশোধন করার চেষ্টা করার উপায় জানা যাবে।

৪. বর্তমানে যেসব মুশরিক বলবে, আমাদের অবস্থা আগেকার মুশরিকদের মতো নয়, কুরআনের আয়াত দিয়ে তাদের বক্তব্যের অসারতা প্রমাণ করে দেয়া যাবে।

## মাসায়েলে ইলাহ : ১

মক্কার মুশরিকরা আল্লাহ্ তাআলার অস্তিত্ব স্বীকার করত। আল্লাহর অস্তিত্বকে অস্বীকার করত না।

## মাসায়েলে ইলাহ : ২

মক্কার মুশরিকরা আল্লাহর বড় বড় সিফাতগুলোর ক্ষেত্রে আল্লাহকেই একক লা শরিক (وَحْدَه لاَ شَرِيْكَ لَه) বলে বিশ্বাস করত। তারা বিশ্বাস করত, আসমান ও জমিনের স্রষ্টা আল্লাহ্। বৃষ্টি বর্ষণকারীও আল্লাহ্। মাটি থেকে উদ্ভিদ উৎপন্নকারীও আল্লাহ। চন্দ্র-সূর্য-গ্রহ-নক্ষত্রের স্রষ্টাও আল্লাহ। পুরো বিশ্বের নিয়ন্তাও আল্লাহ।

وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ.

'আপনি যদি তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন, কে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন এবং সূর্য ও চন্দ্রকে কাজে নিয়োজিত করেছেন, তবে তারা অবশ্যই বলবে, আল্লাহ।' (আনকাবূত : ৬১)

## মাসায়েলে ইলাহ : ৩

মক্কার মুশরিকরা এক ইলাহে বিশ্বাস করত। দুই বা ততোধিক 'ইলাহে' বিশ্বাস করত না। ইমাম রাযি রহ. বলেছেন,

ক্ষমতা ও মর্যাদায় আল্লাহর সমকক্ষ আর কেউ আছে, এমন আকিদা আসলে বিশ্বের কেউই লালন করে না। (মাফাতীহুল গাইব)

فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ.

'তারা যখন নৌকায় চড়ে, তখন তারা আল্লাহকে ডাকে তাঁর আনুগত্যে একনিষ্ঠ হয়ে।' (আনকাবূত : ৬৫)

## মাসায়েলে ইলাহ : ৪

মক্কার মুশরিকরা বড় বড় বিষয়ে আল্লাহকে একক ক্ষমতার অধিকারী মনে করলেও, কিছু গুণাবলি (صفات ألوهية)-এর ক্ষেত্রে তাদের ভ্রান্ত উপাস্যদেরকে আল্লাহর শরিক মনে করত।

قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا.

'(যারা আল্লাহ ছাড়া অন্য মাবুদ মানে, তাদেরকে) বলে দাও, তোমরা আল্লাহ ছাড়া যাদেরকে মাবুদ মনে করছ, তাদেরকে ডাক দিয়ে দেখ। তারা তোমাদের কোনও কষ্ট দূর করতে পারবে না এবং তা পরিবর্তনও করতে পারবে না।' (ইসরা : ৫৬)

## মাসায়েলে ইলাহ : ৫

মক্কার মুশরিকরা নবীজি সা.-এর বিরুদ্ধে ঘোরতর শত্রুতায় লিপ্ত হওয়ার কারণ ছিল 'তাওহিদের দাওয়াত'। নবীজির সাথে তাদের শত্রুতা কোনও ব্যক্তিগত কারণে ছিল না। দাওয়াতে তাওহিদ শুরু করার সাথে সাথেই মুশরিকরা ক্ষেপে উঠেছিল।

أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَٰهًا وَاحِدًا، إِنَّ هَٰذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ.

'সে কি সমস্ত মাবুদকে এক মাবুদে পরিণত করেছে? এটা তো বড় আজব কথা!' (সোয়াদ : ৫)

## মাসায়েলে ইলাহ : ৬

তাওহিদের দাওয়াতের কারণে, মুশরিকরা নবীজি সা.-কে জাদুকর (ساحر), পাগল (مجنون), কবি (شاعر), মিথ্যাবাদী (كذاب) আখ্যা দিয়েছিল।

وَعَجِبُوا أَن جَاءَهُم مُّنذِرٌ مِّنْهُمْ، وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَٰذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ.

'তারা (কুরাইশ কাফেররা) এ কারণে বিস্ময়বোধ করছে যে, তাদের কাছে একজন সতর্ককারী এসেছে তাদেরই মধ্য হতে! এবং কাফেরগণ বলে, সে মিথ্যাচারী যাদুকর।' (সোয়াদ : ৪)

### মাসায়েলে ইলাহ : ৭

শুধু আমাদের নবী নয়, বাকি সমস্ত নবী আ.-এর দাওয়াতের প্রধান বিষয় ছিল 'তাওহিদ'। তারা স্ব-স্ব কওমকে তাওহিদের দাওয়াত দিয়ে গেছেন।

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ.

'আমি নূহকে তার সম্প্রদায়ের কাছে পাঠিয়েছিলাম। সুতরাং সে (তার সম্প্রদায়কে) বলেছিল, হে আমার সম্প্রদায়! আল্লাহর ইবাদত কর। তিনি ছাড়া তোমাদের কোনও মাবুদ নেই।' (মুমিনুন : ২৩)

### মাসায়েলে ইলাহ : ৮

মক্কার মুশরিকরা শুধু মূর্তিপূজা করেই ক্ষান্ত হয়নি, তারা বিগত আম্বিয়া ও আউলিয়া, ফেরেশতা ও মৃত বড় বড় ব্যক্তিত্বদেরও পূজা করত। তাদের কাছে নিজেদের প্রয়োজনে প্রার্থনা করত। এমনকি তারা জিনদেরও পূজা করত। তাদের কাছে প্রার্থনা করত।

وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا.

'এবং তারা (নিজেদের লোকদেরকে) বলেছে, তোমরা তোমাদের উপাস্যদেরকে কিছুতেই পরিত্যাগ করো না। কিছুতেই পরিত্যাগ করো না 'ওয়াদ্দ' ও 'সুওয়া'-কে এবং না 'ইয়াগূস' 'ইয়াউক' ও 'নাসর'-কে।' (নূহ : ২৩)

### মাসায়েলে ইলাহ : ৯

ইলাহ (إِلٰه) শব্দের অর্থ মাবূদ (معبود)। উপাস্য। যার ইবাদত করা হয়। ইবাদত কাকে বলে? আল্লামা ইবনুল কাইয়্যিম রহ.-এর ভাষায়,

العِبادَةُ عِبارَةٌ عنِ الاِعْتِقادِ والشُّعُورِ بِأَنَّ لِلْمَعْبُودِ سَلْطَةً غَيْبِيَّةً (أَيْ فِي العِلْمِ والتَّصَرُّف) فَوْقَ الأسبابِ يَقْدِرُ بها على النفعِ والضررِ فكُلُّ دعاءٍ ونداءٍ وثناءٍ وتعظيمٍ يَنشَأُ من هذا الاعتِقاد فهي عبادة.

'জাগতিক কোনও মাধ্যম ছাড়া, (জ্ঞান ও কার্যত) উপকার ও ক্ষতি করার অদৃশ্য ক্ষমতার অধিকারী, এমন দৃঢ় বিশ্বাসের বহিঃপ্রকাশকেই ইবাদত বলা হয়। এমন বিশ্বাস থেকে উদ্ভূত দোয়া, আহ্বান, প্রশংসা, সম্মান এবং বিশ্বাসকেই ইবাদত বলা হয়।'

উপরোক্ত দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে কৃত সুনির্দিষ্ট আচরণ/উচ্চারণ আল্লাহর জন্যে হলে, তাকে ইবাদত বলা হবে, গাইরুল্লাহর জন্যে হলে, শিরক বলা হবে। গাইরুল্লাহ মানে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনও সত্তা।

## মাসায়েলে ইলাহ : ১০

'ইলাহ (قانون إله) । 'ইলাহ' শব্দটির একটা অনন্য বৈশিষ্ট্য হলো,

কুরআন কারীমে যত জায়গায় আল্লাহ তাআলা নিজের জন্যে 'ইলাহ' শব্দটি ব্যবহার করেছেন, প্রায় প্রতিটি স্থানেই, আশেপাশে 'ইলাহ'-এর বৈশিষ্ট্য,ক্ষমতা, কার্যক্রমের কথাও আলোচনা করেছেন।

أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ ۗ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ ۚ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ.

'তবে কে তিনি, যিনি কোনও আর্ত যখন তাকে ডাকে, তার ডাকে সাড়া দেন ও তার কষ্ট দূর করে দেন এবং যিনি তোমাদেরকে পৃথিবীর খলিফা বানান? (তবুও কি তোমরা বলছ) আল্লাহর সঙ্গে অন্য প্রভু আছেন? তোমরা অতি অল্পই উপদেশ গ্রহণ কর।' (নামল : ৬২)

এটাই কানুনে ইলাহ। ইলাহ শব্দের 'নিয়ম'। এই আয়াতেও ইলাহ-এর কিছু বৈশিষ্ট্য তুলে ধরা হয়েছে। কানুনে ইলাহ দ্বারা, বিদআতি, মাজারপূজারি, শিআদের ভ্রান্ত মতবাদ রদ করা হয়। কারণ তারা দাবি করে,

● আমরাও 'গাইরুল্লাহ'-কে 'ইলাহ' মানি না। সুতরাং আমরা মুশরিক নই।

আমরা তাদের অসার দাবির উত্তরে বলবো,

● মুশরিক হওয়ার জন্যে শুধু মৌখিকভাবে গাইরুল্লাহকে 'ইলাহ' বলে ডাকা জরুরি নয়। গাইরুল্লাহর মধ্যে 'ইলাহের' কোনও সিফাত বা বৈশিষ্ট্য আরোপ করাও শিরক। গাইরুল্লাহর মধ্যে ইলাহের গুণাবলি আছে, এই

বিশ্বাসপোষণকারীও মুশরিক। মক্কার মুশরিকরা আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখত কিন্তু পাশাপাশি তাদের বিভিন্ন মূর্তির জন্য আল্লাহর বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য সাব্যস্ত করত।

কুরআন কারীমে কোথাও 'ইলাহ' শব্দ দেখলেই বোঝার চেষ্টা করব, এখানে আল্লাহ তাআলা 'ইলাহ'-এর কোনও বৈশিষ্ট্য তুলে ধরেছেন।

## মাসায়েলে ইলাহ : ১১

শিরকের প্রকার!

শিরকের প্রকার বলা হলেও, ফাঁকে ফাঁকে শিরকের বিপরীতে 'তাওহিদের প্রকারও এসে যাবে। বিপরীতটা বললে, বুঝতে সুবিধা হয়। যেমন আলোর মাহাত্ম্য বুঝতে হলে, আঁধার সম্পর্কে জানা থাকা জরুরি।

শিরক দুই প্রকার,

১. আকিদাগত শিরক (شِرْكِ اعتقادي)

আল্লাহর বৈশিষ্ট্য ও ক্ষমতা গাইরুল্লাহর জন্যও সাব্যস্ত করা।

আকিদাগত শিরক তিন প্রকার,

ক. জ্ঞানগত শিরক (شرك في العلم)

গাইরুল্লাহকে উপায়-উপকরণ ছাড়া (ما فوق الأسباب) খবরাখবর সম্পর্কে পূর্ণ অবগত মনে করা। তবে যদি উপায়-উপকরণ (مع الأسباب)-এর মাধ্যমে খবরাখবর অবগত থাকার বিশ্বাস করে, তাহলে শিরক হবে না।

খ. কর্মক্ষমতাগত শিরক (شرك في التصرف)

উপায়-উপকরণ ছাড়া (ما فوق الأسباب) গাইরুল্লাহকে কর্মক্ষমতার অধিকারী বিশ্বাস করা। উপায়-উপকরণ (مع الأسباب)-এর মাধ্যমে কর্মক্ষমতার অধিকারী বিশ্বাস করলে, শিরক হবে না। ঈসা আ. বলেছিলেন,

مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللَّهِ.

'কে কে আছে, যারা আল্লাহর পথে আমার সাহায্যকারী হবে?' (আলে ইমরান : ৫২)

তিনি আল্লাহর প্রতি পরিপূর্ণ ঈমান রেখে, বান্দার দুর্বলতা স্মরণে রেখেই, হাওয়ারী (সহচর)-দের সাহায্য প্রার্থনা করেছিলেন। এটা শিরক নয়।

গ. প্রার্থনাগত শিরক (شرك في الدعاء)

প্রথমোক্ত দুটি ক্ষমতার অধিকারী বিশ্বাস করে গাইরুল্লাহর কাছে গায়েবিভাবে (উপস্থিত না থেকে) কোনও কিছুর প্রার্থনা করা। উক্ত আকিদা পোষণ করে, উপস্থিত থেকে কোনও কিছু প্রার্থনা করলেও শিরক হবে।

২. কর্মগত শিরক (شرك فِعْلِي)

প্রথমোক্ত দুটি বিশ্বাস পোষণ করে, গাইরুল্লাহর জন্যে 'নযর-মানত' করা। গাইরুল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যে নিজের জন্যে কোনও হালাল বস্তুকে হারাম করে নেয়া।

কর্মগত শিরক চার প্রকার

ক. আল্লাহর জন্যে নযর (نِيَازَاتُ الله)

আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যে নযর-মানত করা। যেমন আকিকা, কুরবানি ইত্যাদি।

আল্লাহ তাআলা নবীজি সা.-কে হুকুম করেছেন,

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ.

'সুতরাং আপনি নিজ প্রতিপালকের (সন্তুষ্টি অর্জনের) জন্যে নামায পড়ুন ও কুরবানি দিন।' (কাওসার : ২)

আল্লাহ তাআলা স্বয়ং তার জন্যে পশু কুরবানি করার আদেশ করেছেন।

হুকুম (বিধান) :

এটা তাওহিদের অন্তর্ভুক্ত। শতভাগ হালাল।

প্রশ্ন উঠতে পারে, তাহলে শিরকের প্রকারের মধ্যে এর আলোচনা এলো কি করে?

● বাহ্যিক সাদৃশ্যের (مُشَاكَلَة) কারণে এমনটা করা হয়েছে। নযর মানতের সাথে সাদৃশ্য।

খ. গাইরুল্লাহর জন্যে নযর-নিয়ায করা (نيازات غير الله)

গাইরুল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যে নযর-নিয়ায করা।

وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ.

'এবং (আল্লাহ সেই সব পশু হারাম করেছেন) যাতে (যবেহ করার সময়) আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও নাম নেয়া হয়েছে।' (নাহল : ১১৫)

وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ.

'এবং সেই সব জন্তুও (হারাম), যাকে (প্রতিমার জন্যে) নিবেদনস্থলে (বেদীতে) বলি দেয়া হয়।' (মায়েদা : ৩)

হুকুম (বিধান) : এমন করা সুস্পষ্ট শিরক। হারাম।

গ. আল্লাহর জন্যে হারাম করে নেয়া (تَحْرِيمَاتُ اللهِ)

আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যে, আল্লাহ তাআলা কর্তৃক হারামকৃত কোনও বস্তুকে নিজের জন্যে হারাম সাব্যস্ত করে নেয়া।

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ.

'তোমাদের প্রতি হারাম করা হয়েছে মৃত জন্তু, রক্ত, শূকরের গোশত।' (মায়েদা : ৩)

হুকুম (বিধান) : এটাও তাওহিদ। হারামকৃত বস্তুগুলো তার জন্যে হারাম।

ঘ. গাইরুল্লাহর জন্য হারাম করা (تَحْرِيْمَاتِ غير الله)

গাইরুল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যে হালাল বস্তুকে নিজের ওপর হারাম সাব্যস্ত করে নেয়া।

أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ.

'তোমাদের জন্যে হালাল করা হয়েছে চতুষ্পদ গবাদি পশু (ও তদ্‌সদৃশ জন্তু)।' (মায়িদা : ১)

আল্লাহ তাআলা এসব জন্তুকে হালাল করেছেন। গাইরুল্লাহকে খুশি করার জন্যে এসবকে হারাম সাব্যস্ত করা যাবে না।

مَا جَعَلَ اللّٰهُ مِن بَحِيرَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍ ۙ وَلٰكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ ۖ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ.

'আল্লাহ কোনও প্রাণীকে না বাহীরা সাব্যস্ত করেছেন, না সাইবা, না ওয়াসীলা ও না হামী, কিন্তু যারা কুফর অবলম্বন করেছে, তারা আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করেছে, তারা আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করে এবং তাদের অধিকাংশেই সঠিক বোঝে না।' (মায়িদা : ১০৩)

১. বাহীরা, কান চিরে দেবদেবীর নামে উৎসর্গকৃত প্রাণী।

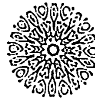
২. সাইবা, দেবদেবীর নামে স্বাধীনভাবে ছেড়ে দেয়া প্রাণী।

৩. ওয়াসীলা, পরপর কয়েকটি মাদি বাচ্চা জন্ম দেয়ার কারণে, অতি মূল্যবান মনে করে, দেবদেবীর নামে ছেড়ে দেয়া উটনী।

৪. হামী, নির্দিষ্ট পরিমাণে পাল নেয়ার পর প্রতিমার নামে ছেড়ে দেয়া উট।

হুকুম (বিধান) : এমনটা করা শিরক। তবে বস্তুগুলো হালাল।

কুরআন করীমের হালাল, হারাম ও শিরক বিষয়ক প্রায় সমস্ত আয়াত এই 'কানুনের' আওতায় চলে আসবে।



বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম

# পরিভাষা
# কুরআন বোঝার মূলনীতি

## কুরআন বোঝার মূলনীতি

যে কোনও শাস্ত্র বোঝার জন্যে কিছু পরিভাষা জানা প্রয়োজন। কোনও বই পড়ার আগে, লেখকের উদ্দেশ্য ও রীতিনীতি সম্পর্কে ধারণা থাকা জরুরি। তাহলে শাস্ত্র অধ্যয়ন বা বইপাঠ ফলপ্রসূ হয়। কুরআন কারীম বোঝার জন্যও কিছু পরিভাষা জানা থাকা ভালো। কুরআন বোঝার ১৬টি পরিভাষা (اصطلاح) আছে।

دعوى دليل، تنوير دعوى، تخويف، تبشير، شكوى، زجر، تسلية/تسلي، أمور مصلحة، اندماج/ إدماج، إدخال إلهي، إعادة بسبب بُعد عهد، مهر جبارية، ربط القلب، إنابة، إنشاء بصورة إخبار.

## ১. দাওয়া (دعوى)

প্রতিটি সূরার এক বা একাধিক মূল আলোচ্য বিষয় থাকে। এটাকে 'দাওয়া' বা সূরার মাওদু (موضوع) মানে সূরার মারকাযী মাযমুন (مركزي مضمون) বলা হয়। এই মারকাযী মাযমুন (মূল আলোচ্য বিষয়)-ই সূরার কেন্দ্রবিন্দু (محور)। সূরার সমস্ত আলোচ্যবিষয় 'মারকাযী মাযমুন'কে ঘিরে আবর্তিত হয়।

এর উদাহরণ বীজের মতো। গাছের প্রতিটি শাখা প্রশাখা, পত্র-পল্লবের বীজের প্রভাব বিদ্যমান থাকে। এ কারণে এক জাতের গাছ আরেক জাতের গাছ থেকে ভিন্ন হয়ে থাকে। প্রতিটি সূরার 'দাওয়া' বা মারকাযী মাযমুনও বীজের মতো। সূরার প্রতিটি আয়াতে, 'দাওয়ার' প্রভাব বিদ্যমান থাকে।

সূরা বাকারার মূল দাওয়া বা মারকাযী মাযমুন হলো 'তাওহিদের আহ্বান'। সেটা এই আয়াতের মাধ্যমে তুলে ধরা হয়েছে,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ.

'হে মানুষ! তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের ইবাদত কর।' (বাকারা : ২১)

আল্লাহর ইবাদত করতে বলা হয়েছে। তাওহিদের দাওয়াত দেয়া হয়েছে। সূরা বাকারার প্রতিটি আয়াতই কোনও না কোনওভাবে এই দাওয়া বা মারকাযী মাযমূনের সাথে সম্পৃক্ত। প্রতিটি আয়াতই কোনও না কোনওভাবে তাওহিদের দাওয়াতের সাথে জড়িত।

২. 'দলিল' (دليل)

আল্লাহ তাআলা কুরআন কারীমে, তাওহিদ বোঝানোর জন্যে প্রতিটি সূরায় এক বা একাধিক দাবি উপস্থাপন করেছেন। শুধু দাবিই করেননি, সাথে সাথে দলিলও পেশ করেছেন। আমাদের দ্বিতীয় পরিভাষার নাম 'দলিল'। যে বক্তব্য দ্বারা উত্থাপিত দাবির সত্যতা প্রমাণ করা হয়, তাকে দলিল বলা হয়। দাওয়া বা দাবিকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য, আল্লাহ তাআলা কুরআন কারীমে তিন প্রকারের দলিল পেশ করেছেন।

১. আকলী (عقلي)। বুদ্ধিবৃত্তিক।

২. নকলী (نقلي)। উদ্ধৃতি বা বর্ণনামূলক।

৩. ওহী (وحي)। আল্লাহর পক্ষ থেকে।

আকলী দলিল দুই প্রকার :

ক. নিখাদ বুদ্ধিবৃত্তিক (عقلي محضة) দলিল।

সুস্থ যুক্তিবোধ দলিলটা শুনেই মেনে নেয়। বাড়তি মৌখিক স্বীকৃতির প্রয়োজন হয় না। দাবি ছিল,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ.

'হে মানুষ! তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের ইবাদত করো, যিনি সৃষ্টি করেছেন তোমাদেরকে এবং তোমাদের পূর্বে যারা গত হয়েছে তাদেরকে, যাতে তোমরা মুত্তাকি হয়ে যাও।' (বাকারা : ২১)

কেন ইবাদত করবে? তার স্বপক্ষে বুদ্ধিবৃত্তিক দলিল দেয়া হয়েছে। তিনি

তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন আরও অনেক কিছু করেছেন, তার এবাদত কেন করবে না?

এই দলিলে প্রতিপক্ষ থেকে স্বীকারোক্তি আদায় করা হয়নি। জানা কথা, স্বীকারোক্তি আদায় করার দরকার নেই। প্রতিপক্ষ এই দলিলকে মেনে নেবেই।

খ. প্রতিপক্ষের স্বীকারোক্তিমূলক বুদ্ধিবৃত্তিক (عقلي مع اعتراف الخصم) দলিল।

সুস্থ যুক্তিবোধ দলিলটা শুনেই মেনে নেয়, পাশাপাশি (প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ) স্বীকারোক্তিও দেয়।

দলিলটা অবিশ্বাসী প্রতিপক্ষের সামনে প্রশ্নাকারে পেশ করা হয়। দলিল শোনার পর বিপক্ষের মেনে নেয়ার ভঙ্গি দেখে, প্রশ্নের উত্তরও সাথে সাথে বলে দেয়া হয়।

قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ.

'হে নবী! মুশরিকদেরকে বলে দিন, কে তোমাদেরকে আসমান ও জমিন থেকে রিযিক সরবরাহ করেন? অথবা কে শ্রবণ ও দৃষ্টিশক্তির মালিক? এবং কে মৃত হতে জীবিতকে এবং জীবিত থেকে মৃতকে বের করেন? এবং কে যাবতীয় বিষয় নিয়ন্ত্রণ করেন? এবং কে যাবতীয় বিষয় নিয়ন্ত্রণ করেন?'

প্রশ্নের আঙ্গিকে বুদ্ধিবৃত্তিক দলিল পেশ করা হয়েছে। তারা উত্তর না দিয়ে থাকতে পারেনি। স্বীকার করে বসেছে।

فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ.

'তারা বলবে, আল্লাহ! বলুন, তবুও কি তোমরা আল্লাহকে ভয় করবে না?' (ইউনুস : ৩১)

## নকলী দলিল ৭ প্রকার :

### ১. নবীগণ থেকে নকল

তাওহিদের দাওয়াত পেশ করার পর, দাবিকে সুদৃঢ় করার জন্যে, কোনও উদ্ধৃতি বা ঘটনা বর্ণনা করা। বোঝানোর জন্যে, তাওহিদের এমন দাবি আমিই প্রথম তুলিনি, আমার আগে আরও জাতি ও ব্যক্তিও এই তাওহিদে বিশ্বাস স্থাপন করে গেছেন। তাওহিদের দাওয়াত দিয়ে গেছেন।

এটা দুই প্রকার

ক. সংক্ষিপ্ত (إجمالي)

দলিলে সুনির্দিষ্ট কোনও নবীর নাম উল্লেখ না করে, তাদের কথা বা অবস্থা বর্ণনা করা।

وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ.

'আমি আপনার পূর্বে এমন কোনও রাসূল পাঠাইনি, যার প্রতি আমি এই ওহী নাযিল করিনি যে, 'আমি ছাড়া অন্য কোনও মাবুদ নেই। সুতরাং আমারই ইবাদত করুন।' (আম্বিয়া : ২৫)

প্রতিটি নবীই একথার দাওয়াত দিয়ে গেছেন।

খ. বিস্তারিত (تفصيلي)

নবী বা নবীগণের নাম উল্লেখ করে উক্তি বা অবস্থা বর্ণনা করা হবে।

وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ.

'আর আদ জাতির কাছে আমি তাদের ভাই হুদকে (পাঠাই)। সে বলল, হে আমার কওম! আল্লাহর ইবাদত কর। তিনি ছাড়া তোমাদের কোনও মাবুদ নেই। তবুও কি তোমরা (আল্লাহকে) ভয় করবে না?' (আরাফ : ৬৫)

সুনির্দিষ্ট একজন নবীর বক্তব্য তুলে ধরা হয়েছে। তার দাওয়াতে তাওহিদের 'বাক্য' তুলে ধরা হয়েছে।

২. পূর্ববর্তী কিতাব থেকে নকল

وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ أَلَّا تَتَّخِذُوا مِن دُونِي وَكِيلًا.

'এবং আমি মুসাকে কিতাব দিয়েছিলাম, এবং তাকে বনী ইসরাইলের জন্যে হেদায়াতের মাধ্যম বানিয়েছিলাম। আদেশ করেছিলাম, তোমরা আমার পরিবর্তে অন্য কাউকে কর্মবিধায়করূপে গ্রহণ করো না।' (ইসরা : ২)

তাওরাত থেকে উদ্ধৃতি পেশ করা হয়েছে।

### ৩. পূর্ববর্তী কিতাবের অনুসারীদের থেকে নকল

الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ أُولَٰئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ.

'যাদেরকে আমি কিতাব দিয়েছি তারা যখন তা তিলাওয়াত করে, যেভাবে তিলাওয়াত করা উচিত, তখন তারাই তার প্রতি (প্রকৃত) ঈমান রাখে। আর যারা তা অস্বীকার করে, তারাই ক্ষতিগ্রস্ত লোক।' (বাকারা : ১২১)

আগে যত জাতিকে কিতাব দেয়া হয়েছিল, তাদের অনেকেই তার তিলাওয়াত করত। এবং কিতাবে বর্ণিত 'তাওহিদে' বিশ্বাস করত।

### ৪. ফেরেশতা থেকে নকল

فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ.

'সুতরাং (হে মানুষ!) তোমরা আল্লাহকে ডাক তার জন্যে আনুগত্যে একনিষ্ঠ হয়ে।' (গাফের : ১৪)

এটা ছিল তাওহিদের স্বপক্ষে 'দাওয়া'। ফেরেশতারাও আল্লাহর তাওহিদে বিশ্বাস স্থাপন করে, তার ইবাদত করে। তার কাছে দোয়া করে।

الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ.

'যারা (অর্থাৎ যে ফেরেশতাগণ) আরশ ধারণ করে আছে এবং যারা তার চারপাশে আছে, তারা তাদের প্রতিপালকের প্রশংসার সাথে তাঁর তাসবীহ পাঠ করে ও তাঁর প্রতি ঈমান রাখে এবং যারা ঈমান এনেছে তাদের জন্যে মাগফিরাতের দোয়া করে (যে,) হে আমাদের প্রতিপালক! আপনার রহমত ও জ্ঞান সমস্ত কিছু জুড়ে ব্যাপ্ত। সুতরাং যারা তাওবা করেছে ও আপনার পথের অনুসারী হয়েছে, তাদেরকে ক্ষমা করে দিন এবং তাদেরকে জাহান্নামের আজাব থেকে রক্ষা করুন।' (গাফের : ৭)

ফেরেশতাদের এই দোয়া দিকে লক্ষ করলেই বোঝা যায়, তারাও আকিদায়ে তাওহিদে বিশ্বাস করে। না হলে, তারা আল্লাহর কাছে দোয়া করবে কেন?

হে মুশরিকরা! দেখেছ, ফেরেশতারাও তাওহিদে বিশ্বাস করে? আর তোমরা তাদেরকে আল্লাহর 'কন্যা' ঠাউরে বসে আছো?

৫. জিন থেকে নকল

قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوْا. إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِيْ إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ.

'(হে রাসূল!) বলে দিন, আমার কাছে ওহী এসেছে যে, জিনদের একটি দল মনোযোগসহ (কুরআন) শুনেছে অতঃপর (নিজ সম্প্রদায়ের কাছে গিয়ে) বলেছে, আমরা এক বিস্ময়কর কুরআন শুনেছি। যা সঠিক পথ প্রদর্শন করে। সুতরাং আমরা তার প্রতি ঈমান এনেছি।'

কুরআন শুনেই তারা তাওহিদের দাওয়াত পেয়ে গেছে। সাথে সাথে তাওহিদে বিশ্বাস স্থাপন করে ফেলেছে। দৃঢ়ভাবে ঘোষণা দিয়েছে,

وَلَن نُّشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا.

'এখন আর আমরা আমাদের প্রতিপালকের সাথে (ইবাদতে) কখনও কাউকে শরিক করব না।' (জিন : ১-২)

৬. পাখি থেকে নকল

وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِن سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ إِنِّي وَجَدتُّ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ.

'এবং সে (সুলাইমান একবার) পাখিদের সন্ধান নিলেন। বললেন, কী ব্যাপার! হুদহুদকে দেখছি না যে? সে কি অনুপস্থিত না কি? আমি তাকে কঠিন শাস্তি দেব অথবা তাকে জবাই করে ফেলব—যদি না সে আমার কাছে স্পষ্ট কোনও কারণ দর্শায়। তারপর হুদহুদ বেশি দেরি করল না এবং (এসে) বলল, আমি এমন বিষয় জেনেছি, যা আপনার জানা নেই। আমি আপনার কাছে 'সাবা' দেশ থেকে নিশ্চিত সংবাদ দিয়ে এসেছি। আমি সেখানে এক নারীকে সেখানকার

লোকদের ওপর রাজত্ব করতে দেখেছি। তাকে সর্বপ্রকার আসবাব-উপকরণ দেয়া হয়েছে। আর তার একটি বিরাট সিংহাসনও আছে।'

তাদের শিরকের ব্যাপারটাও হুদহুদ বিশেষভাবে লক্ষ করেছে,

وَجَدتُّهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِن دُونِ اللَّهِ.

'আমি সেই নারী ও তার সম্প্রদায়কে দেখেছি আল্লাহর পরিবর্তে সূর্যের সেজদা করছে।'

হুদহুদ তাদের শিরকে লিপ্ত হওয়ার কারণটাও ধরে ফেলেছে,

وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ.

'শয়তান তাদের কাছে, তাদের কার্যকলাপকে শোভনীয় করে দেখিয়েছে। এভাবে সে তাদেরকে সঠিক পথ থেকে নিবৃত্ত রেখেছে, ফলে তারা হেদায়াত পাচ্ছে না।'

শুধু আল্লাহকেই কেন সেজদা করব? তার স্বপক্ষে হুদহুদ চমৎকার কারণ উল্লেখ করেছে!

أَلَّا يَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبْءَ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ.

'(সে তাদেরকে নিবৃত্ত রেখেছে), যাতে তারা সেজদা না করে আল্লাহকে, যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর গুপ্ত বিষয়াবলি প্রকাশ করেন এবং তোমরা যা গোপন কর ও যা প্রকাশ কর সবই জানেন।' (নামল : ২০-২৫)

যিনি সবকিছু জানেন, একমাত্র তাঁর ইবাদত করবে না-ই-বা কেন?

৭. কীটপতঙ্গ থেকে নকল

وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ حَتَّىٰ إِذَا أَتَوْا عَلَىٰ وَادِ النَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ.

'সুলাইমানের জন্যে তার সৈন্য সমবেত করা হয়েছিল যা ছিল জিন, মানুষ ও পাখি-সংবলিত। তাদেরকে রাখা হত নিয়ন্ত্রণে। একদিন যখন তারা পিঁপড়ের

উপত্যকায় পৌঁছল, তখন এক পিঁপড়ে বলল, ওহে পিঁপড়েরা! নিজ ঘরে ঢুকে পড়, পাছে সুলাইমান ও তার সৈন্যরা তাদের অজ্ঞাতসারে তোমাদেরকে পিষে ফেলে।' (নামল : ১৭-১৮)

এখানে পিঁপড়া কোথায় তাওহিদের স্বপক্ষে দলিল দিল? আয়াতের একেবারে শেষে আছে,

وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. 'তারা টেরও পাবে না।'

পিঁপড়া বোঝাতে চেয়েছে, গায়েবের জ্ঞান একমাত্র আল্লাহ্ তাআলাই জানেন। সুলাইমান নবী হলেও, গায়েবের জ্ঞান রাখে না। শুধু সুলাইমান কেন, গায়েবের জ্ঞান আল্লাহ ছাড়া আর কারো কাছেই নেই। এটাই 'আকিদায়ে তাওহিদ'।

### ৩. ওহীর দলিল (دليل وحي)

দাওয়া ও দাওয়ার স্বপক্ষে দলিল পেশ করার সাথে সাথে নবীজি সা. এও বলে দেন, আমি যা বলছি, নিজের থেকে বলছি না। আল্লাহর পক্ষ থেকে ওহীর মাধ্যমে এটা বলার আদেশ করা হয়েছে বলেই বলছি।

قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِن دُوْنِ اللهِ لَمَّا جَاءَنِيَ الْبَيِّنَاتُ مِن رَّبِّي وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِيْنَ.

'(হে রাসূল! কাফেরদেরকে) বলে দিন, তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যাদেরকে ডাক তাদের ইবাদত করতে নিষেধ করে দেয়া হয়েছে যখন আমার কাছে আমার প্রতিপালকের পক্ষ হতে সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলি এসে গেছে। আর আমাকে আদেশ করা হয়েছে, আমি যেন জগতসমূহের প্রতিপালকের সামনে আনুগত্য স্বীকার করি।' (গাফের : ৬৬)

আল্লাহর রাসূল বলছেন, আমি একমাত্র আল্লাহরই ইবাদত করতে বাধ্য। কারণ, আল্লাহ তাআলা ওহীর মাধ্যমে, আমাকে এর ব্যতিক্রম করতে নিষেধ করেছেন।

কুরআন কারীমে তাওহিদের দাবিকে তিন প্রকার দলিল দ্বারাই প্রমাণ করা হয়েছে। তাওহিদকে অস্বীকার করার কোনও উপায়ই খোলা রাখা হয়নি। শিরকের যাবতীয় সম্ভবনাকে সমূলে উৎপাটন করা হয়েছে। তিন প্রকার দলিল পেশ করার উদ্দেশ্য ভিন্ন,

১. আকলী দলিল পেশ করা হয় যাতে, সুস্থ চিন্তা ও সুস্থ যুক্তিবোধ সহজেই তাওহিদ বুঝতে সক্ষম হয়। কুরআন কারীমের 'আকলী দলিলগুলো' সাধারণত অত্যন্ত সহজবোধ্য হয়ে থাকে। যেই শুনবে, সাথে সাথে, মেনে নিতে বাধ্য হবে, তাই তো! তিনি রব না হয়ে আর কে হবেন?

২. দলিলে নকলী পেশ করা হয় যাতে বোঝা যায়, তাওহিদের দাওয়াত শুধু আমাদের নবীজি সা.-ই দেননি, পূর্বেকার সমস্ত নবী-রাসূলও তাওহিদের দাওয়াত দিয়েছেন।

৩. দলিলে ওহী পেশ করা হয় একটা প্রশ্নের উত্তর দেয়ার জন্যে। তাওহিদের দাওয়াত অস্বীকারকারীরা আপত্তি তোলে,

- দুনিয়াতে আরও কত বিষয় আছে, কত কিছু আছে, সেসব ফেলে তুমি শুধু এই 'তাওহিদ' নিয়ে পড়ে আছ কেন? চলো, আমাদেরকে অন্য কিছু শোনাও!

এর জবাবেই বলা হয়,

- আমি তাওহিদের দাওয়াত নিজ থেকে দিচ্ছি না। আমাকে ওহীর মাধ্যমে নির্দেশ দেয়া হয়েছে বলেই তাওহিদের দাওয়াতে নিজেকে নিয়োজিত করেছি।

আমাদের দ্বিতীয় পরিভাষা (এস্তেলাহটি) অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই পরিভাষাটি বুঝতে পারলে, কুরআন কারীমের অসংখ্য আয়াত পরিষ্কার হয়ে যাবে। ইনশাআল্লাহ।

## ৩. দাবিকে আলোকিতকরণ (تَنوِيرِ دَعْوَى)

'যারা তাওহিদের দাওয়াকে অস্বীকার করে, তাদের সামনে 'দাওয়ার' কিছু অংশ উপস্থাপন করা হয়। ওটুকু মেনে নিলে, দাওয়ার বাকি অংশ উল্লেখ করা হয়। ভাবটা এমন, আগেরটা যেহেতু মেনেছ, এটুকুও মেনে নাও! উভয়টা এক কথাই তো!'

وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ.

'আপনি যদি তাদেরকে (মুশরিকদেরকে) জিজ্ঞেস করেন, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী কে সৃষ্টি করেছে?'

তারা একবাক্যে উত্তর দিয়েছে,

لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ

'তবে তারা অবশ্যই বলবে, এগুলো সৃষ্টি করেছেন সেই পরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞ (আল্লাহ)।'

স্বীকারোক্তি আদায় করার পর, সামনে বাড়া হচ্ছে! একমাত্র আল্লাহরই ইবাদত করতে হবে। তোমরা তাকে পরাক্রমশালী সর্বজ্ঞ বলে বিশ্বাস করছ! তিনি তো এমন,

الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَنشَرْنَا بِهِ بَلْدَةً مَّيْتًا كَذَٰلِكَ تُخْرَجُونَ وَالَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ.

'যিনি তোমাদের জন্যে ভূমিকে বানিয়েছেন বিছানা এবং তোমাদের জন্যে তাতে বিভিন্ন পথ সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা গন্তব্যস্থলে পৌঁছতে পার। যিনি আসমান থেকে বারি বর্ষণ করেন পরিমিতভাবে। তারপর আমি তার মাধ্যমে এক মৃত অঞ্চলকে নতুন জীবন দান করি। এভাবেই তোমাদেরকে (কবর থেকে) বের করে নতুন জীবন দান করা হবে।' (যুখরুফ : ৯-১১)

তিনি আসমান ও জমিনের স্রষ্টা, এটা যখন মানো বাকিটুকুও তাহলে মেনে নাও!

কখনো এমন হয়, একটা মাসআলা বর্ণনা করার পর, সে মাসআলার কোনও অংশকে আরেকটু বেশি স্পষ্ট করার জন্যে বাড়তি আলোচনার অবতারণা করা হয়। অথবা সে মাসআলা থেকে উদ্ভূত সন্দেহকে দূর করার জন্যেও পরে নতুন করে আলোচনা করা হয়। এটাও একপ্রকার 'তানভীর'।

সূরা নিসার ১২৭ তম আয়াতে তানভীর করা হয়েছে তৃতীয় আয়াতের।

### ৪. ভীতি প্রদর্শন (تَخْوِيْف)

দাওয়ায়ে তাওহিদ মানানোর জন্যে, অথবা কেউ তাওহিদ মানতে না চাইলে, আল্লাহ তাআলা আজাবের ভয় দেখান। এটাই 'তাখভীফ'।

তাখভীফ দুই প্রকার :

১. দুনিয়াবি ভীতি প্রদর্শন (تخويف دُنْيُوِي)

ভীতি প্রদর্শনটা দুনিয়া সম্পর্কিত হবে।

وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُم مِّنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا

'তাদের আগে আমি কত মানবগোষ্ঠীকেই ধ্বংস করেছি। আপনি কি হাতড়িয়েও তাদের কারও সন্ধান পান কিংবা আপনি কি তাদের কোনও সাড়া শব্দ শুনতে পান?' (মারইয়াম : ৯৮)

২. আখেরাতের ভীতি প্রদর্শন (تَخْوِيف أُخْرَوِيّ)

ভীতি প্রদর্শনটা আখেরাত সম্পর্কিত হবে।

وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وِرْدًا

'আর অপরাধীদেরকে পিপাসার্ত অবস্থায় হাঁকিয়ে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাব।' (মারইয়াম : ৮৬)

শাহ ওয়ালিউল্লাহ রহ. প্রথমটিকে বলেছেন, (تَذْكِيْر بِأَيَّامِ الله) আল্লাহর দিনগুলো সম্পর্কে সতর্কীকরণ।

দ্বিতীয়টিকে বলেছেন, (تَذْكِيْر بِما بَعْدَ المَوْت) মৃত্যু পরবর্তী আজাব সম্পর্কে সতর্কীকরণ। -আল ফাওযুল কাবীর

কুরআন কারীমের আখেরাতের আজাব ও পূর্বের জাতিসমূহের ধ্বংস সম্পর্কিত যত আয়াত আছে, সবগুলোকে আমরা এই পরিভাষার আওতায় নিয়ে আসতে পারি।

একটা পরিভাষা আরেকটার সাথে সম্পর্কিত। আগের পরিভাষা ছিল, তানভীরে দাওয়া। দলিলের মাধ্যমে দাবিকে দৃঢ়ভাবে প্রমাণ করার পরও যদি তোমরা 'তাওহিদ' মানতে রাজি না হও, তাহলে তোমাদের জন্যে 'আজাব' (তাখভীফ) দেয়া হবে।

৫. সুসংবাদদান (تبشير)

তাখভীফের বিপরীতে 'তাবশীর'। তাওহিদের দাওয়াত যারা মানে, তাদের জন্যে পুরস্কারের সুসংবাদ প্রদান করা হয়।

তাবশীর দুই প্রকার :

১. দুনিয়াবি

إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللهِ وَالْفَتْحُ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ
رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا

'যখন আল্লাহর সাহায্য ও বিজয় আসবে, এবং আপনি মানুষকে দেখবেন দলে দলে আল্লাহর দীনে প্রবেশ করছে, তখন আপনি আপনার প্রতিপালকের প্রশংসাসহ তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা করবেন এবং তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবেন। নিশ্চয়ই তিনি অতি ক্ষমাশীল।' (নাসর)

দুনিয়াবি সুসংবাদ দেয়া হয়েছে।

২. উখরভী (أُخْرُوِي)

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا

'(অপর দিকে) যারা ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম করেছে তাদের আপ্যায়নের জন্যে অবশ্যই ফিরদাউসের উদ্যান রয়েছে।' (মারইয়াম : ১০৭)

আকিদায়ে তাওহিদ গ্রহণ করার পরিণতি হিসেবে, আখেরাতের সুসংবাদ দেয়া হয়েছে।

উল্লেখ্য, কুরআন কারীমে দুনিয়াবি সুসংবাদ (تَبْشِير) খুবই কম। দুনিয়া মুমিনের আসল ঠিকানা নয়। মুমিনের আসল ঠিকানা আখেরাত। তাই কুরআন কারীমের বেশির ভাগ জায়গায় প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষভাবে আখেরাতের আলোচনা। আখেরাতের সুসংবাদ দেয়া হয়েছে। দুনিয়ার প্রাপ্তিকে খুব একটা গুরুত্ব দেয়া হয়নি।

দুনিয়ার রাজা-বাদশাহরা তাদের অনুগত প্রজাকে পুরস্কৃত করে। বিদ্রোহী প্রজাকে তিরস্কৃত করে। আল্লাহ তাআলাও তার অনুগত বান্দাদেরকে পুরস্কৃত করেন। অবাধ্য বান্দাদেরকে তিরস্কৃত করেন।

**৬. শাকওয়া। (شَكْوى) অভিযোগ**

দলিল অকাট্য যুক্তি দ্বারা প্রমাণিত হয়ে যাওয়ার পরও, কাফেররা হক মেনে নিতে চায় না। বরং উল্টাপাল্টা কথা বলতে শুরু করে। এ কথাগুলোকেই শাকওয়া বলা হয়।

শাকওয়া সাধারণত শুরু হয় (قَالَ) বা (قَالُوا) দিয়ে।

শাকওয়া দুই প্রকার :

ক. শাকওয়ার সাথে শাকওয়ার জবাবও থাকবে,

وَقَالُوا لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّن نَّخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْأَنْهَارَ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْ تَأْتِيَ بِاللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ قَبِيلًا أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِّن زُخْرُفٍ أَوْ تَرْقَىٰ فِي السَّمَاءِ وَلَن نُّؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّىٰ تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَّقْرَؤُهُ

'তারা বলে, আমরা ততক্ষণ পর্যন্ত তোমার প্রতি ঈমান আনব না, যতক্ষণ না তুমি ভূমি থেকে আমাদের জন্যে এক প্রস্রবণ বের করে দেবে। অথবা তোমার জন্যে খেজুর ও আঙুরের একটি বাগান হয়ে যাবে এবং তুমি তার ফাঁকে ফাঁকে মাটি ফেড়ে নদী-নালা প্রবাহিত করে দেবে। অথবা তুমি যেমন দাবি করে থাক, আকাশকে খন্ডবিখণ্ড করে আমাদের ওপর ফেলে দেবে কিংবা আল্লাহ ও ফেরেশতাদেরকে আমাদের সামনাসামনি দিয়ে আসবে। অথবা তোমার জন্যে একটি সোনার ঘর হয়ে যাবে অথবা তুমি আকাশে আরোহণ করবে, কিন্তু আমরা তোমার আকাশে আরোহণকেও ততক্ষণ পর্যন্ত বিশ্বাস করব না, যতক্ষণ না তুমি আমাদের প্রতি এমন এক কিতাব অবতীর্ণ করবে, যা আমরা পড়তে পারব।'

এটা ছিল দুষ্ট মুশরিকদের 'শাকওয়া' বা অভিযোগমূলক চাহিদার ফিরিস্তি। ছোট্ট একটা বাক্যে তার জবাব দেয়া হয়েছে,

قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنتُ إِلَّا بَشَرًا رَّسُولًا.

'(হে নবী!) বলে দিন, আমার প্রতিপালক পবিত্র। আমি তো একজন মানুষ মাত্র, যাকে রাসূল করে পাঠানো হয়েছে।' (ইসরা : ৯০-৯৩)

নবীর কাজ দাওয়াত দেয়া। তোমরা যেসব দাবি তুলেছ, সেসব আঞ্জাম দেয়ার ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহর।

খ. শাকওয়ার সাথে জবাব উল্লেখ থাকবে না।

وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ وَفِي آذَانِنَا وَقْرٌ وَمِن بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ فَاعْمَلْ إِنَّنَا عَامِلُونَ.

'(রাসূলকে) তারা বলে, তুমি আমাদেরকে যার দিকে ডাকছ, সে বিষয়ে আমাদের অন্তর গিলাফে ঢাকা, আমাদের কান বধির এবং আমাদের ও তোমার মাঝখানে আছে এক অন্তরাল। সুতরাং তুমি আপন কাজ করতে থাক আমরা আমাদের কাজ করছি।' (ফুসসিলাত : ৫)

আরেকটি উদাহরণ দেখি,

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَا تَسْمَعُوْا لِهٰذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيْهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُوْنَ.

'এবং কাফেররা (একে অন্যকে) বলে, এই কুরআন শুনো না এবং এর (পাঠের) মাঝে হট্টগোল কর, যাতে তোমরা জয়ী থাক।' (ফুসসিলাত : ২৬)

দুই আয়াতেই কাফেরদের অভিযোগ বর্ণনা করা হয়েছে। তবে অভিযোগের জবাব দেয়া হয়নি।

৭. ধমক (زَجْر)

ধমক দুই প্রকার :

১. অবিশ্বাসীদেরকে ধমক।

তাওহিদের দাওয়ার অবিশ্বাসীরা অনেক সময় অযৌক্তিক দাবি করে বসে, তারা নানাবিধ গুনাহের কাজে লিপ্ত হয়ে পড়ে। আল্লাহ তখন তাদেরকে ধমক দেন।

فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُوْا بِمَا عِنْدَهُمْ مِّنَ الْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِمْ مَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِئُوْنَ.

'সুতরাং তাদের রাসূলগণ যখন তাদের কাছে সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলি নিয়ে আসল, তখনও তারা তাদের কাছে যে জ্ঞান ছিল তারই বড়াই করতে লাগল। ফলে তারা যা নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করত তাই তাদেরকে পরিবেষ্টন করে ফেলল।' (গাফের : ৮৩)

২. নবীগণ কখনো, অনুত্তম (خلاف أولي) কাজ করেন। মানে কাজটা গুনাহ নয়, আবার উত্তমতরও নয়। নবীগণ এমন কোনও আচরণ/উচ্চারণ করে ফেললে, আল্লাহর পক্ষ থেকে সতর্কবার্তা আসে। এটাকে তাম্বীহ (تَنْبِيْه) বলা হয়।

قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فَلَا تَسْأَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّي أَعِظُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ.

'আল্লাহ বললেন, হে নূহ! জেনে রেখ, সে তোমার পরিবারবর্গের অন্তর্ভুক্ত নয়। সে তো অসৎকর্মে কলুষিত। সুতরাং তুমি আমার কাছে এমন কিছু চেয়ো না, যে সম্পর্কে তোমার কোনও জ্ঞান নেই। আমি তোমাকে উপদেশ দিচ্ছি তুমি অজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না।' (হুদ : ৪৬)

নূহ আ. স্বীয় মুশরিক সন্তানের জন্যে আল্লাহর কাছে আবেদন করেছিলেন। এরই প্রেক্ষিতে বলা হয়েছে, মুশরিক সন্তান নবীর পরিবারভুক্ত হয়ে পারে না।

عَفَا اللَّهُ عَنكَ لِمَ أَذِنتَ لَهُمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَتَعْلَمَ الْكَاذِبِينَ.

'(হে নবী!) আল্লাহ আপনাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। কারা সত্যবাদী আপনার কাছে স্পষ্ট হওয়া এবং কারা মিথ্যাবাদী তা না জানা পর্যন্ত আপনি তাদেরকে (জিহাদে শরিক না হওয়ার) অনুমতি কেন দিলেন?' (তাওবা ৪৩)

মুনাফিকরা যুদ্ধে যাওয়া থেকে বাঁচার জন্যে, মিথ্যা অজুহাত নিয়ে নবীজি সা.-এর কাছে এলো। নবীজি তাদের অজুহাত গ্রহণ করে যুদ্ধযাত্রা থেকে তাদেরকে অব্যাহতি দিয়ে দিলেন। এজন্য আল্লাহ তাআলা নবীজিকে সতর্ক করেছেন।

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ.

'হে নবী! আল্লাহ যে জিনিস আপনার জন্যে হালাল করেছেন, আপনি নিজ স্ত্রীদেরকে খুশি করার জন্যে তা হারাম করছেন কেন? আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।' (তাহরীম : ১)

স্ত্রীদের কারণে, হালাল মধুকে নিজের ওপর হারাম করে নিয়েছিলেন নবীজি। আল্লাহ তাআলা এজন্য সতর্ক করে দিয়েছেন।

### ৮. সান্ত্বনা (تَسْلِيَة)

তাওহিদের দাওয়াত দিতে গিয়ে, কাফেরদের গালিগালাজ, ঠাট্টা-বিদ্রুপ, নির্যাতন, হয়রনির শিকার হতে হয়েছিল। আল্লাহ তাআলা বিভিন্ন আয়াতে এর প্রেক্ষিতে সান্ত্বনা দিয়েছেন।

সান্ত্বনার ধরনটা স্বাভাবিক হবে।

وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ ۚ

'এবং (হে রাসূল!) তারা যদি আপনাকে মিথ্যাবাদী বলে, তবে আপনার পূর্বেও রাসূলগণকে মিথ্যাবাদী বলা হয়েছিল।' (ফাতির : ৪)

নবীজিকে মুশরিকরা মিথ্যাবাদী বলতো। আল্লাহ তাআলা এই আয়াতে নবীজি সা.-কে সান্ত্বনা দিয়েছেন। আবার কখনো সান্ত্বনা দেয়ার আগে, একটু সতর্কও করে দিয়েছেন,

لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ

'আমি তাদের (অর্থাৎ কাফেরদের) বিভিন্ন লোককে মজা লোটার যে উপকরণ দিয়েছি, আপনি তার দিকে চোখ তুলে তাকাবেন না এবং তাদের প্রতি মনোক্ষুণ্ন হবেন না। আর যারা ঈমান এনেছে তাদের জন্যে আপনার (বাৎসল্যের) ডানা নামিয়ে দিন।' (হিজর : ৮৮)

প্রথমে একটু সতর্ক করেছেন। তারপর সান্ত্বনাবাক্য শুরু করেছেন।

৯. أمور مصلحة

ক. সংশোধনমূলক বিষয় (أُمُور مُصْلِحَة)।
খ. শৃঙ্খলামূলক বিষয় (أُمُوْر مُنْتَظِمَة)।

সংশোধনমূলক বিষয় তিনটি।

ক. সালাত।
খ. সিয়াম।
খ. হজ।

শৃঙ্খলামূলক বিষয়,
ক. কিসাস।
খ. নিকাহ।
গ. তালাক।
ঘ. ওসিয়ত।
ঙ. মীরাস। ইত্যাদি।

তাওহিদের দাওয়াত গ্রহণ করলে, তাওহিদের ওপর অটল থাকা এবং তাওহিদের চাহিদাগুলো পূরণ করাও জরুরি। তাওহিদের দাবি হলো, কুরআনে বর্ণিত বিধানগুলো (أحكام)-র ওপর আমল করা জরুরি। তাহলে পরস্পারে ইত্তেফাক (ঐক্য) কায়েম থাকবে। সমাজে শৃঙ্খলা বজায় থাকবে।

পাশাপাশি কুরআনে কিছু সংশোধমূলক (أُمُور مصلحة) বিষয় বর্ণনা করা হয়েছে। এগুলোর ওপর আমল করার মাধ্যমে, আত্মিক পরিশুদ্ধি অর্জিত হয়। নেকআমল চালিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে অবিচলতা (استِقامة) তৈরি হয়। পাশাপাশি শৃঙ্খলামূলক বিষয় (أمور منتظمة) মানার মানসিকতাও তৈরি হয়ে যায়।

কুরআন কারীমে আহকাম (বিধিবিধান) ও শৃঙ্খলামূলক বিষয়ের পাশাপাশি উমূরে মুসলিহা (সংশোধনীমূলক বিষয়)-ও বর্ণনা করা হয়েছে।

উমূরে মুসলিহা (সালাত, সিয়াম, হজ) এমনভাবে বর্ণনা করা হয়, অনেক সময় চট করে, আগে পরের সাথে যোগসূত্র মেলানো যায় না। প্রথমত, সংশোধনমূলক বিষয় দ্বারা বাতেন (অন্তর) পরিশুদ্ধ করা হয়। তাই এটার সাথে আগে পরের যোগসূত্র থাকা জরুরি নয়। যে কোনও পরিস্থিতিতেও তাওহিদে বিশ্বাসীদের আত্মিক পরিশুদ্ধি আবশ্যক।

কিন্তু গভীরভাবে খেয়াল করলেই আগেপরের যোগসূত্র বের করা কঠিন নয়। উদাহরণত দেখা যেতে পারে,

حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ.

'তোমরা নামাযসমূহের প্রতি পুরোপুরি যত্নবান থেকো এবং (বিশেষভাবে) মধ্যবর্তী নামাযের প্রতি।' (বাকারা : ২৩৮)

আগের আয়াতগুলোতে, আলোচনা চলে আসছিল শৃঙ্খলামূলক বিষয় (أُمُور منتظمة) তালাক, ইদ্দত, রিদায়াত ইত্যাদির বিধান (أحكام) নিয়ে। আবার এই সালাতের বর্ণনার পরেও ইদ্দতের বিধিবিধান বর্ণনা করা হয়েছে। আগে ও পরে বর্ণনাকৃত বিধানের মাঝে সংশোধনীমূলক বিষয় (أمور مصلحة) সালাতের বর্ণনা করা হয়েছে।

কারণ, সালাত আদায় করলে, বিশেষ করে জামাতের সাথে আদায় করলে, পরস্পর মহব্বত ও সৌহার্দ্য তৈরি হবে। সালাত আদায় করলে আত্মিক পরিশুদ্ধি আসবে। তাহলে শৃঙ্খলামূলক বিষয় মান্য করাও আসান হয়ে যাবে।

সূরা বাকারায় তিনটি উমূরে মুসলিহার সবগুলোরই বর্ণনা আছে। সূরা নিসা ও মায়িদাতে উমূরে মুসলিহার শুধু একটি বিষয় উল্লেখ আছে। সালাতের। বাতি দুটি (সিয়াম ও হজ)-এর উল্লেখ এই দুই সূরায় নেই।

## ১০. ইনদিমাজ (اِنْدِماج) বা ইদমাজ। প্রবিষ্টকরণ

কুরআনে সাধারণত ঘটনা বা দৃষ্টান্তগুলো বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়নি। শুধু প্রয়োজনীয় অংশটুকু বর্ণনা করা হয়েছে। সেটুকুও মাপা মাপা শব্দ ব্যবহার করে বর্ণনা করা হয়েছে। যে শব্দ বা বাক্য উল্লেখ না করলেও অর্থ বুঝতে বিঘ্ন ঘটে না, সে শব্দ বা বাক্যও হযফ (অবলুপ্ত) করে দেয়া হয়েছে।

مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَّا يُبْصِرُونَ.

‘তাদের দৃষ্টান্ত সেই ব্যক্তির মত, যে আগুন জ্বালালো, তারপর যখন সেই আগুন তার আশপাশ আলোকিত করে তুলল, তখন আল্লাহ তাদের আলো কেড়ে নিলেন এবং তাদেরকে অন্ধকারের মধ্যে এ অবস্থায় ছেড়ে দিলেন যেন, তারা কিছুই দেখতে পায় না।’ (বাকারা : ১৭)

এই আয়াতে (اسْتَوْقَدَ نَارًا) অংশটুকুর পর, (فِيْهِ رِجالٌ قاعِدُونَ) বাক্যটা ঊহ্য আছে। বাক্যে এটার উল্লেখ থাকার প্রয়োজন ছিল না। কারণ (بِنُورِهِمْ) এর (هِمْ) অর্থাৎ ‘তারা’ অংশ থেকেই বোঝা যায়, একদল পুরুষের কথা আগে অনুচ্চারিত আছে।

ইনদিমাজ অর্থ অন্তর্ভুক্তকরণ, প্রবিষ্টকরণ। তরজমা বা তাফসির করার সময় ঊহ্য অংশটুকুও ভাবের অন্তর্ভুক্ত থাকবে। আরেকটা উদাহরণ দেখতে পারি,

فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَىٰ مِنْهُمُ الْكُفْرَ.

‘অতঃপর ঈসা যখন উপলব্ধি করলেন তাদের কুফর।’ (আলে ইমরান : ৫২)

আয়াতের শুরুতে (القِصَّة) ঊহ্য আছে। আয়াতের আগে, ঈসা আ.-এর ঘটনা ধরে না নিলে, অতঃপর বলা বেখাপ্পা ঠেকে।

আর বিসমিল্লাহ (بِسْمِ اللهِ)-এর মধ্যে ইদমাজ আছে। এখানে (أَسْتَعِيْنُ) বাক্যটি ঊহ্য রাখা হয়েছে। পুরো বাক্যটা হবে এমন,

بِسْمِ اللهِ أَسْتَعِيْنُ.

'আল্লাহর নামে আমি সাহায্য প্রার্থনা করছি।'

কুরআন কারীমের অসংখ্য আয়াতে ইদমাজ পরিভাষাটি পাওয়া যাবে।

## ১১. এদখালে ইলাহি (إِدْخَالِ إِلٰهِي)

কারো কথা বা কোনও ঘটনা চলছে, বর্ণনার ফাঁকে আল্লাহ তাআলার কথাও এসে পড়ে, যা উক্ত ঘটনার সংশ্লিষ্ট নয়। এটাই 'এদখালে ইলাহি' বা আল্লাহ কর্তৃক প্রবিষ্টকরণ।

وَقَالَ رَجُلٌ مُّؤْمِنٌ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَبِّيَ اللهُ وَقَدْ جَاءَكُم بِالْبَيِّنَاتِ مِن رَّبِّكُمْ وَإِن يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُم بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ

ফেরাউনের খান্দানের এক মুমিন ব্যক্তি, যে এ পর্যন্ত নিজ ঈমানের কথা গোপন রেখেছিল, বলে উঠল, তোমরা কি একজন লোককে কেবল এ কারণে হত্যা করবে যে, সে বলে, আমার প্রতিপালক আল্লাহ? অথচ সে তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে এসেছে। সে মিথ্যাবাদী হলে তো তার মিথ্যাবাদিতার জন্যে সেই দায়ী হবে। আর যদি সে সত্যবাদী হয়, তবে সে যে শাস্তি সম্পর্কে তোমাদেরকে সতর্ক করছে, তার কিছু তো তোমাদের ওপর অবশ্যই আপতিত হবে।

লোকটা তার সম্প্রদায়কে ওয়াজ করছিল। তার কথা শেষ হয়নি। পরের আয়াতগুলোতেও আলোচনার ধারাবাহিকতা অব্যাহত আছে। কিন্তু মধ্যখানে এই আয়াতের শেষে একটা বাক্য,

إِنَّ اللهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ.

'নিশ্চয়ই আল্লাহ কোনও সীমালঙ্ঘনকারী, মিথ্যুককে হেদায়াত দান করেন না।' (মুমিন : ২৮)

এটা আল্লাহ তাআলা নিজের পক্ষ থেকে বলেছেন। ঘটনার অংশ নয় কিন্তু প্রাসঙ্গিক। আল্লাহ তাআলা কথাটা বলে, একটা প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন। ফেরাউনকে দাওয়াত দিয়ে কোনও লাভ হলো? সীমালঙ্ঘনকারী মিথ্যুককে আল্লাহ হেদায়াত দান করেন না।

একটু খেয়াল করে তিলাওয়াত করলে, বিশেষ করে যেসব আয়াতে ঘটনা বা কোনও মানুষের উক্তি বর্ণনা করা হয়েছে, সেখানেই 'এদখালে ইলাহি' পাওয়া যাবে। এবং চিন্তা করলেই বের হয়ে যাবে, রাব্বে কারীম কেন মন্তব্যটা 'এদখাল' (প্রবিষ্ট) করলেন। এই এদখাল দ্বারা তিনি কী বোঝাতে চেয়েছেন বা কোন প্রশ্নের উত্তর দিতে চেয়েছেন!

## ১২. পুনরাবৃত্তি (إعادة برائي بُعدِ عَهْد)

ঠিক পুনরাবৃত্তি নয়, পূর্বের আলোচনা শেষ না করে, মধ্যখানে অন্য প্রসঙ্গ শুরু করলে, প্রথমে শুরু করা প্রসঙ্গের সাথে একটু দূরত্ব তৈরি হয়ে যায়। তাই নতুন করে আগের প্রসঙ্গে ফিরে আসার আগে, প্রথম প্রসঙ্গকে একটু ভিন্ন শব্দে ও নতুন অর্থে পুনরাবৃত্তি করা হয়।

একটা প্রসঙ্গে আলোচনা চলছে, প্রসঙ্গটা এখনো শেষ হয়নি, আলোচনার ফলাফল বর্ণনা করা হয়নি, এর মধ্যেই ভিন্ন প্রসঙ্গে আলোচনা এসে পড়েছে। পরে সাধারণত (إِذْ) বা (لَوْلَا)-এর সাহায্যে পূর্বের আলোচনায় ফিরে আসা হয়। 'ইয' বা 'লাওলা' ছাড়াও আলোচনা করা হয়।

লাওলা (لولا) শর্তবাচক অব্যয়। এটার পরে বাক্যের দুটি অংশ থাকে। প্রথম অংশকে বলা হয় 'শর্ত' (شَرْط), দ্বিতীয় অংশকে বলা হয় 'জাযা' (جَزاء)।

যেমন, তুমি যদি আসো তাহলে আমি যাবো!

তুমি যদি আসো (শর্ত)।

আমি যাবো যাবো (জাযা)।

নিয়ম হলো, শর্তের পরপর জাযা আসবে।

وَلَوْلَا رِجَالٌ مُّؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُّؤْمِنَاتٌ لَّمْ تَعْلَمُوهُمْ أَن تَطَئُوهُمْ فَتُصِيبَكُم مِّنْهُم مَّعَرَّةٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ لِّيُدْخِلَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ لَوْ تَزَيَّلُوا لَعَذَّبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا.

'যদি (মক্কায়) কিছু মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারী না থাকত, যাদের সম্পর্কে তোমরা জান না যে, তোমরা তাদেরকে পিষে ফেলতে, ফলে তাদের কারণে তোমরা অজ্ঞাতসারে ক্ষতিগ্রস্ত হতে (তবে আমি ওই কাফেরদের সাথে সন্ধির পরিবর্তে

তোমাদেরকে যুদ্ধে লিপ্ত করতাম। কিন্তু আমি যুদ্ধ রোধ করেছি) এজন্য যে, আল্লাহ যাকে চান নিজ রহমতের ভেতর দাখিল করেন। (অবশ্য) সেই মুসলিমগণ যদি সেখান থেকে সরে যেত তবে আমি তাদের (অর্থাৎ মক্কাবাসীদের) মধ্যে যারা কাফের, তাদেরকে যন্ত্রণাময় শাস্তি দিতাম।' (ফাত্হ : ২৫)

আলোচনা চলছে। লাওলা (لولا) দিয়ে শর্তবাচক আলোচনা শুরু হয়েছে। লাওলার পর শর্ত বর্ণিত হয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই তার পর জাযার বর্ণনা আসবে। কিন্তু তা হয়নি। বরং মধ্যখানে শর্তসংশ্লিষ্ট কিছু প্রাসঙ্গিক আলোচনা এসে গেছে। তারপর ফলাফল (জাযা) বর্ণনা করার আগে, লাও (لو) দিয়ে আগের প্রসঙ্গটা আবার নবায়ন করা হয়েছে, তারপর ফলাফল (جزاء) বর্ণনা করা হয়েছে। একটু ভেঙে দেখানো যাক,

লাওলা (لولا)।

শর্ত,

رِجَالٌ مُّؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُّؤْمِنَاتٌ.

শর্ত সংশ্লিষ্ট বিষয়,

مُّؤْمِنَاتٌ لَّمْ تَعْلَمُوهُمْ أَنْ تَطَئُوهُمْ فَتُصِيبَكُم مِّنْهُم مَّعَرَّةٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ لِّيُدْخِلَ اللهُ فِي رَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ.

পুনরাবৃত্তি বা আলোচনার নবায়ন,

لَوْ تَزَيَّلُوا

ফলাফল (جزاء),

لَعَذَّبْنَا

একটু খেয়াল করলে, অসংখ্য আয়াত, এই 'উসুল' বা মূলনীতির আওতায় পড়বে।

## ১৩. মাসআলায়ে জাব্বারিয়্যত (مُهر جَبَّارِيَّة)

এই মূলনীতি দ্বারা মূলত, কুরআন কারীমের কিছু আয়াতের ওপর উত্থাপিত আপত্তির জবাব দেয়া হয়। কয়েকটা আয়াত নমুনাস্বরূপ দেখতে পারি,

প্রথম আয়াত :

خَتَمَ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ وَعَلٰى سَمْعِهِمْ ؕ وَعَلٰۤى اَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ ؗ

'আল্লাহ তাদের অন্তরে ও তাদের কানে মোহর করে দিয়েছেন।' (বাকারা : ৭)

দ্বিতীয় আয়াত :

يُضِلُّ بِهٖ كَثِيْرًا وَّيَهْدِيْ بِهٖ كَثِيْرًا ؕ

(এভাবে) আল্লাহ এ উদাহরণ দ্বারা বহু মানুষকে গোমরাহিতে লিপ্ত করেন এবং বহুজনকে হেদায়াত দান করেন। (বাকারা : ২৬)

তৃতীয় আয়াত:

يُضِلُّ مَنْ يَّشَآءُ وَيَهْدِيْ مَنْ يَّشَآءُ ؕ

'তিনি যাকে ইচ্ছা (তার জেদি আচরণের কারণে) বিভ্রান্তিতে নিক্ষেপ করেন এবং যাকে ইচ্ছা হেদায়াত দান করেন।' (নাহল : ৯৩)

চতুর্থ আয়াত :

اِنَّكَ لَا تَهْدِيْ مَنْ اَحْبَبْتَ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَهْدِيْ مَنْ يَّشَآءُ ؕ

'(হে রাসূল!) সত্যি কথা হলো, আপনি নিজে যাকে ইচ্ছা করবেন তাকে হেদায়াতপ্রাপ্ত করতে পারবেন না; বরং আল্লাহ যাকে চান হেদায়াতপ্রাপ্ত করেন।' (কাসাস : ৫৬)

এ ধরনের আয়াতগুলো দেখলে মনে হয়, মানুষ বেকসুর ও অক্ষম (মজবুর)। হেদায়াত গ্রহণ ও গোমরাহি বর্জনের ক্ষেত্রে তার ইচ্ছার কোনও মূল নেই। সবকিছু আল্লাহর পক্ষ থেকে পূর্ব-নির্ধারিত হয়ে আছে। কিছু লোক এমনটা মনেও করে। এদেরকে 'জাবারিয়া' বলা হয়। এরা মানুষকে অক্ষম (মাজবুর) মনে করে। সবকিছু আল্লাহর পক্ষ থেকেই নির্ধারিত। নিজের কর্মে বান্দার কোনও হাত নেই।

কেউ কেউ এ ধরনের আয়াত দেখে, 'তাকদীর'কেই অস্বীকার করে বসে। আয়াতগুলো দেখে তারা বোঝে, মানুষ যদি 'মাজবুর' হতো, তাহলে শরীয়ত পালনের বাধ্যবাধকতা তার থাকত না। কারণ, সবকিছু যখন আল্লাহর পক্ষ থেকেই নির্ধারিত, তাহলে শরিয়তে বিধি-নিষেধের মূল্য কোনও মূল্যও নেই

আর বান্দার শরীয়ত মানতে বাধ্য (মুকাল্লাফও) নয়। যেহেতু মুকাল্লাফ (শরীয়ত মানতে বাধ্য) নয়, তাই তার আজাব-গযবও নেই। এই চিন্তা থেকে তারা মানুষকে পরিপূর্ণ স্বাধীন ইচ্ছার অধিকারী (মুখতারে কুল) এবং তার নিজের সমস্ত কর্মের কর্তা (খালেকে আফ'আল) আখ্যায়িত দেয়। এই দলকে বলা হয়, কদরিয়্যা।

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আকিদা উপরোক্ত দুই দলের মাঝামাঝি। তারা বিশ্বাস করে, আল্লাহ তাআলাই সমস্ত কর্মের স্রষ্টা। এতে কোনও সন্দেহ নেই। তবে মানুষকে ভালোকর্ম বা মন্দকর্ম বেছে নেয়ার ক্ষমতা দেয়া হয়েছে। এজন্য মানুষ মুখতারে কুলও নয়, খালেকে আফ'আলও নয়।

মূল আলোচনায় যাওয়ার আগে, তাকদীরের প্রকারগুলো একটু জেনে নেয়া যাক। তাকদীর চার প্রকার,

১. জ্ঞানগত তাকদীর (تقدير علمي)

কোনও কিছু ঘটার আগে, সেই শুরু থেকেই তার জ্ঞান বা অবগতিমূলক তথ্য আল্লাহ কাছে আছে।

২. লিখিত তাকদীর (تقدير كتابي)

সৃষ্টির সূচনারও আগে থেকে, প্রতিটি বস্তুর পরিণতি, লিখে রেখেছেন। যেমন অমুক জান্নাতি, অমুক জাহান্নামী।

৩. ইচ্ছামূলক তাকদীর (تقدير إرادي)

মানুষ যে কাজই করুক, তার কাজের সাথে আল্লাহ ইচ্ছা (ইরাদা)-ও যুক্ত থাকে। আল্লাহ 'ইরাদা' না থাকলে, বান্দা কাজটা করতেই পারত না।

৪. সৃষ্টিগত তাকদীর (تقدير خلقي)

আল্লাহ তাআলাই (ভালো বা মন্দ) প্রতিটি বস্তুর খালেক।

১. জাবারিয়া দলটি উপরোক্ত তাকদীরের প্রতিটি প্রকারকে মেনেই মানুষকে পরিপূর্ণ অক্ষম (مجبور محض) মনে করে।

২. কদরিয়্যারা শুধু তাকদীরের প্রথম প্রকার (تقدير علمي)-কে মেনে, বাকীগুলোকে অস্বীকার করে, মানুষকে মুখতারে কুল ও খালেকে আফ'আল মনে করে।

৩. আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত তাকদীরের সমস্ত প্রকারকে বিশ্বাস করে বলে, মানুষ তার সমস্ত কর্মের 'কাসেব' (সম্পাদনকারী)। তবে 'মাজবূরে মহ্দ' নয়। আবার মুখতারে কুলও নয়।

এবার শুরুতে উত্থাপন করা অভিযোগের জবাবের দিকে নজর দেয়া যাক।

আল্লাহ্ তাআলা আগে থেকেই কারো অন্তরে (কলবে) গোমরাহির (ভ্রষ্টতার) সীল (মোহর) মেরে দেন না। চারটা স্তর পার হওয়ার পর গোমরাহির সীল মারেন।

১. সন্দেহ (شك)। দাওয়ায়ে তাওহিদের সত্যতার ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করা।

২. ভ্রষ্টতা (ضلال/إضلال)। নিজেও ভ্রষ্ট হয় অন্যকেও ভ্রষ্ট করে।

৩. কূটতর্ক (مجادلة)। তাওহিদ গ্রহণ না করে, নবীর সাথে বা তাওহিদের দাওয়াত দানকারীর সাথে তর্কে লিপ্ত হওয়া।

৪. মোহরে জাব্বারিয়্যত (مهر جبارية)। উপরের তিনটা স্তর পার হয়ে গেলে, আল্লাহ্ তার অন্তরে সীল মেরে দেন যে, সে আর হেদায়াত পাবে না।

একলোক অসুস্থ। ডাক্তার তাকে বিণামূল্যে ওষুধ দিয়ে বলেছেন, ওষুধটা এখুনি সেবন করে নিন। নইলে রোগ আরো বেড়ে যাবে। লোকটার মনে সন্দেহের উদ্রেক হলো। ওষুধটা সেবন করলে সত্যি সত্যি আরোগ্য লাভ করব? এটা প্রথম ধাপ সন্দেহ (شك)।

ডাক্তার আবারও জোর দিয়ে তাকে ওষুধটা সেবন করে নিতে বললেন। রোগী ডাক্তারের পরামর্শ মানতে সরাসরি অস্বীকার করে বসল। এটা দ্বিতীয় স্তর (ضلال/إضلال)।

ডাক্তার তাকে বুঝিয়ে শুনিয়ে আবার জলদি ওষুধটা সেবন করে নিতে বললেন। রোগী এবার ডাক্তারের সাথে তর্ক শুরু করে দিল। এটা কূটতর্ক (مجادلة)।

ডাক্তার দেখলেন, ওষুধ খেতে বিলম্ব করার কারনে, বেচারার রোগ আরোগ্যাতীত পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। এ কারণে, ডাক্তার লিখে দিয়েছেন, চিকিৎসাতীত।

কোনও সুস্থ্য বিবেক-বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ এটা বলবে না, ডাক্তারের দোষেই রোগীর চিকিৎসাতীত হয়েছে। সবাই রোগীকেই দুষবে।

আম্বিয়ায়ে কেরামও যখন কুরআনের আয়াতের মাধ্যমে কাফেরদেরকে দাওয়াত দেন, কাফেররা প্রথমে সন্দেহ করে। তারপর গোমরাহ (ভ্রষ্ট) হয়। তারপর নবীগণের সাথে বিতর্কে লিপ্ত হয়। আল্লাহ তাআলা তার অবস্থা দেখে আরোগ্যাতীত লিখে দেন,

خَتَمَ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ وَعَلٰى سَمْعِهِمْ وَعَلٰٓى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ.

'আল্লাহ তাদের অন্তরে ও তাদের কানে মোহর করে দিয়েছেন।' (বাকারা : ৭)

রোগীর হঠকারিতায় ডাক্তারকে যেমন দোষা যাবে না, বান্দার হঠকারিতার কারণে গোমরাহির চরম সীমায় পৌঁছে, কলবে সীল পড়ে যাওয়ায়, আল্লাহকে কেন (নাউযুবিল্লাহ) দোষা হবে? একটি আয়াতে উপরোক্ত চারটি স্তর একসাথে আছে,

وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوْسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِيْ شَكٍّ مِّمَّا جَاءَكُمْ بِهٖ حَتّٰٓى إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَنْ يَّبْعَثَ اللّٰهُ مِنْ بَعْدِهٖ رَسُوْلًا كَذٰلِكَ يُضِلُّ اللّٰهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُّرْتَابٌ.

'বস্তুত এর আগে ইউসুফ তোমাদের কাছে এসেছিলেন উজ্জ্বল নিদর্শনাবলী নিয়ে। তখনও তোমরা তার নিয়ে আসা বিষয়ে সন্দেহে পতিত ছিলে। তারপর যখন তার ওফাত হয়ে গেল, তখন তোমরা বললে, তারপর আর আল্লাহ কোনও রাসূল পাঠাবেন না। এভাবেই আল্লাহ প্রত্যেক এমন ব্যক্তিকে পথভ্রষ্টতায় ফেলে রাখেন, যে হয় সীমালঙ্ঘনকারী সন্দিহান।' (মু'মিন : ৩৪)

একটি দৃষ্টান্ত :

এক ব্যক্তি চুরি করেছে। স্বাক্ষী-সাবুদের ভিত্তিতে কাজি সাহেব চোরের হাত কাটার রায় দিলেন। রায় কার্যকর করা হলো। কোনও বুদ্ধিমান মানুষ বলবে না,

ক. কাজির রায়ের কারণেই লোকটা চুরি করতে বাধ্য হয়েছে।

খ. কাজির দোষেই বেচারার হাত কাটা পড়ল।

আল্লাহ তাআলা পূর্বাপর সমস্ত বিষয়ে, স্বীয় 'আগাম ইলমের' সাহায্যে, মোহরে জাব্বারিয়্যত লিখে দিয়েছেন। আল্লাহ তাআলার এই লেখা বান্দাকে গোমরাহ হতে বাধ্য করেনি। বান্দা গোমরাহ হবে বলেই আল্লাহ তাআলা লিখেছেন।

আল্লাহ তাআলা আর কাজির লেখার মধ্যে পার্থক্য হলো, কাজি চুরি করার পরে রায় লিখেছেন, আল্লাহ তাআলা কুফরি করার আগেই 'মোহরে জাব্বারিয়্যত' লিখে রেখেছেন। কাজি পরে লেখার কারণ, কাজির কাছে পূর্বাপরের ইলম নেই। আগাম ইলম নেই। এজন্য চুরি সংঘটিত হওয়ার পরেই কাজি চুরির ঘটনা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হতে পেরেছেন। পক্ষান্তরে আল্লাহ তাআলা আগে থেকেই কাফের কী করবে সেটা জানতেন, সেই জানা অনুসারেই 'মোহরে জাব্বারিয়্যত' লিখে দিয়েছেন।

তাকদীরে ইরাদি (تقدير إرادي) আর তাকদীরে খালকি (تقدير خلقي) একটু অস্পষ্ট থেকে গেছে। একটা উদাহরণ পেশ করা যাক। উপরে গিয়ে দুই তাকদীরের পরিচয় আবার জেনে নিতে পারি।

বন কর্তৃপক্ষ থেকে ঘোষণা দেয়া হলো, বনের শেষ প্রান্তে নদী আছে। নদীর পাড়ে যাওয়া ভীষণ বিপজ্জনক। সেদিকে যেন কেউ না যায়। যাওয়ার চেষ্টাও না করা হয়। তবে সরকারের পক্ষ থেকে বলা আছে, নিষেধাজ্ঞা ঠেলে কেউ যেতে চাইলে, তাকে যেন যাওয়ার বন্দোবস্ত করে দেয়া হয়।

এমনি,

আল্লাহ তাআলা সবকিছুর স্রষ্টা। ভালো মন্দ কিছুর। সর্বময় কর্তা (ফায়েলে মুখতার)। তাই বান্দা যখন জেনেশুনেও মন্দ কাজের দিকে পা বাড়ায়, তখন আল্লাহ তাকে বাধা দেন না। কারণ বান্দাকে 'বাছাইয়ের' এখতিয়ার দিয়েছেন। বান্দা যেটাই বেছে নেয়, আল্লাহর ইচ্ছা (এরাদা)-ও তার সাথে যুক্ত হয়ে যায়।

## ১৪. রাবতুল কুলূব। (رَبْطُ الْقُلُوبِ)

কলবকে ঈমানের সাথে সুদৃঢ় রাখা। কলবের মধ্যে ঈমানকে বসিয়ে দেয়া। এই মূলনীতিটা 'মোহরে জাব্বারিয়্যতের' সম্পূর্ণ বিপরীত। আগেরটার সম্পর্ক কুফরের সাথে। এটার সম্পর্ক ঈমানের সাথে। আগেরটা কাফেরের অবস্থা বর্ণনা করেছে। এটা মুমিনের অবস্থা বর্ণনা করছে। বান্দা কুফরের পথ ধরলে যেমন চূড়ান্ত পর্যায়ে তাকে কুফরের ওপরই স্থিত করে দেন, তদ্রূপ বান্দা হেদায়াতের পথ গ্রহণ করলে, আল্লাহ তাআলা তাকে হেদায়াত দান করেন। তারপর তাকে অবিচলতা (اِسْتِقَامة) দান করেন। দীনের ক্ষেত্রে পক্কতা (رُسُوخٌ فِي الدين) দান করেন। এই মূলনীতির মাধ্যমেও কিছু প্রশ্নের উত্তর দেয়ার চেষ্টা করা হয়।

**প্রথম আপত্তি :**

বদর যুদ্ধে অংশ নেয়া সাহাবীদের সম্পর্কে আল্লাহ্ তাআলার ছাড়পত্র,

اعملوا ما شئتم، فقد وجبت لكم الجنة.

তোমরা যা ইচ্ছা করো, তোমাদের জন্যে জান্নাত ওয়াজিব হয়ে গেছে। (আলী বিন আবি তালেব রা। বুখারি : ৬২৫৯)

**দ্বিতীয় আপত্তি :**

তাবুক যুদ্ধের আগে, সবাইকে সাধ্যানুযায়ী দান করতে বলা হলো। সাহাবায়ে কেরাম যার যার সাধ্যানুযায়ী দান করেছেন। কিন্তু উসমান রা. সবাইকে ছাড়িয়ে গেলেন। তাঁর দানের পরিমাণ ছিল বিপুল। নবীজি সা. উসমান রা.-এর দান পেয়ে ভীষণ খুশি হলেন। বারবার বলতে লাগলেন,

ما ضَرَّ عثمانَ ما عَمِلَ بعدَ اليومِ.

'আজকের পর, উসমান যাই করবে, (আখেরাতে) তার কোনও ক্ষতি হবে না।' (আবদুর রহমান বিন সামুরাহ রা.। তিরমিযী : ৩৭০১)

**তৃতীয় আপত্তি :**

হাদীসের বাহ্যিক অর্থটা ধরলে আপত্তি জাগে।

وما يزالُ عبدي يتقرَّبُ إليَّ بالنَّوافلِ حتَّى أُحبَّه، فإذا أحببتُه: كنتُ سمعَه الَّذي يسمَعُ به، وبصرَه الَّذي يُبصِرُ به، ويدَه الَّتي يبطِشُ بها، ورِجلَه الَّتي يمشي بها.

'আল্লাহ তাআলা বলেছেন, বান্দা নফল আমলের মাধ্যমে আমার নৈকট্য অর্জন করতে করতে এমন স্তরে উন্নীত হয়, আমি তাকে ভালোবেসে ফেলি। যখন আমি তাকে ভালোবাসি, আমিই তার 'শ্রবণশক্তি' হয়ে যাই। সে তা দ্বারা শোনে। আমি তার দৃষ্টিশক্তি হয়ে যাই। সে তা দ্বারা দেখে। আমি তার হাতে পরিণত হই। সে তা দ্বারা অনিষ্ট প্রতিহত করে। আমি তার পদে পরিণত হই। সে তা দ্বারা হাঁটে।' (আবু হুরায়রা রা.। বুখারী : ৩৫০৬)

এসব হাদীস দেখলে মনে হয়, বদরী সাহাবী ও উসমান রা. শরীয়ত মানতে বাধ্য (মুকাল্লাফ) নন। তাদের জন্যে সব জায়েয। অথচ ব্যাপারটা এমন নয়। তারাও শরিয়তের আওতাভুক্ত। তারাও শরীয়ত মানতে বাধ্য।

মোহরে জাব্বারিয়্যাতের মতো রাবতুল কুলূবও চার প্রকার,

**১. আল্লাহঅভিমুখিতা** (إنابة إلى الله)

প্রথম আয়াত :

আল্লাহর দিকে অগ্রসর হলে, আল্লাহ হেদায়াত দান করেন।

وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَن يُنِيبُ.

‘উপদেশ তো সেই গ্রহণ করে, যে (হেদায়াতের জন্যে) আন্তরিকভাবে রুজু হয়।’ (মু'মিন : ১৩)

দ্বিতীয় আয়াত :

হেদায়াতের পূর্বশর্ত হলো, আল্লাহর অভিমুখী হওয়া।

وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ.

‘আর যে কেউ তাঁর অভিমুখী হয় তাকে নিজের কাছে পৌঁছে দেন।’ (শুরা : ১৩)

**২. হেদায়াত** (هداية)

আল্লাহর অভিমুখী হয়েছে, তাই হেদায়াত পেয়েছে।

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ.

‘(অপর দিকে) যারা বলেছে, আমাদের রব আল্লাহ!’ (ফুসসিলাত : ৩০)

**৩. অবিচলতা** (استقامة)

আল্লাহকে ‘রব’ বলে মেনে নিয়েছে। তারপর অবিচল থেকেছে।

ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ.

‘তারপর তারা তাতে থাকে অবিচলিত, নিশ্চয়ই তাদের কাছে ফেরেশতা অবতীর্ণ হবে।’ (ফুসসিলাত : ৩০)

**৪. রাবতুল কুলূব** (ربط القلوب)

কলবকে সুদৃঢ়করণ। আগের তিনটা স্তর পার হয়ে এলে, আল্লাহ তাআলা তার কলবকে হেদায়াতের সাথে সুস্থিত করে দেন।

نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِالْحَقِّ إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَن نَّدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَٰهًا لَّقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا.

'আমি আপনার কাছে তাদের ঘটনা যথাযথভাবে বর্ণনা করছি। তারা ছিল একদল যুবক, যারা নিজ প্রতিপালকের প্রতি ঈমান এনেছিল এবং আমি তাদেরকে হিদায়াতে প্রভূত উৎকর্ষ দান করেছিলাম। আমি তাদের অন্তর সুদৃঢ় করে দিয়েছিলাম। এটা সেই সময়ের কথা, যখন তারা (রাজার সামনেই) দাঁড়াল এবং বলল, আমাদের প্রতিপালক তিনিই, যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর মালিক। আমরা তাকে ছাড়া অন্য কাউকে মাবুদ বলে কখনই ডাকব না। তাহলে তো আমরা চরম অবাস্তব কথাই বলব।' (কাহফ : ১৩-১৪)

একজন মানুষের যখন 'ইনাবত' হাসিল হয়ে যায়, তারপর ইস্তেকামত থাকে, তারপর 'রাবতুল কুলুব' হাসিল হয়ে যায়, তার সমস্ত কাজ আল্লাহর মর্জি (চাহিদা) মোতাবেক হয়ে যায়। আল্লাহর মর্জির বিপরীত কোনও কাজই তার দ্বারা সংঘটিত হয় না। বদরী সাহাবী ও উসমান রা.-এর ব্যাপারটাও ঠিক এমনি ছিল। তারা তিনটি স্তর পার হয়ে, চতুর্থ স্তর রাবতুল কুলূব হাসিল করেছিলেন। মানে তাদের দ্বারা আল্লাহর মর্জির বিপরীত কোনও কাজ সংঘটিত হওয়ার সম্ভাবনা ছিল না।

হাদীসের অর্থও এটাই। তারা শরিয়তের 'মুকাল্লাফ' নন, এই অর্থ বুঝে নেয়াটা ভুল। তাদের দ্বারা কোনও গুনাহের কাজ সংঘটিত হবে না, এটাই ছিল হাদীসের অর্থ। আগাম সংবাদ দেয়ার মতো।

একটা উদাহরণ দেয়া যেতে পারে,

ছেলেবেলা থেকেই বাবার সাথে ব্যবসা করছে। বাবা দীর্ঘদিন ধরে হাতেকলমে সন্তানকে ব্যবসা শিখিয়েছেন। সন্তানকে বিভিন্নভাবে পরীক্ষা করে নিশ্চিত হয়ে তার হাতে ব্যবসা সঁপে দিয়েছেন। ঘোষণা দিয়েছেন,

● দোকান-পাট আজ থেকে তোমার হাতে ছেড়ে দিলাম। তোমার যেভাবে ইচ্ছা ব্যবসা চালিয়ে যাও। যা ইচ্ছা করো!

বাবার কথা শুনে কি কেউ বলবে, হায় হায়, বাবা যে ছেলেকে, এতদিনের ব্যবসা নষ্ট করার অনুমতি দিয়ে দিল? অথবা ছেলেওকি বাবার কথা শুনে

ব্যবসাকে লাটে তুলে দিবে? নাকি আরও বাড়তি গুরুত্ব দিয়ে ব্যবসা সাজানোর চেষ্টা করবে?

আল্লাহ তাআলাও বিশেষ বান্দাকে 'যা ইচ্ছা করার অনুমতি দিয়েছেন! তার মানে এই নয়, তাদেরকে গুনাহের ঢালাও অনুমতি দিয়ে দিয়েছেন। আল্লাহ জানেন, বদরী সাহাবাগণ বা উসমান রা. ভবিষ্যতে গুনাহের কাজ করবেন না, তাই তাদের ব্যাপারে এমন উদার কথা বলেছেন।

বুখারির হাদীসটা নিয়েও একই কথা। আল্লাহ তাআলা প্রিয় বান্দা হাত হয়ে যান, পা হয়ে যান। মানে ওই বান্দার দ্বারা পরে আর গুনাহ সংঘটিত হবে না। যতদিন আল্লাহর প্রিয় (ওলী) হয়ে থাকবে, অন্তত ততদিন আল্লাহর মর্জির বিপরীত কোনও কাজ করবে না। আল্লাহ তাআলা বান্দার হাত-পা কিভাবে হবেন?

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ۖ

'কোনও জিনিস নয় তাঁর অনুরূপ।' (শুরা : ১১)

তাই উপরোক্ত ব্যাখ্যাটাই গ্রহণ করাই নিরাপদ। নাহলে বক্তব্যের বাহ্যিক অর্থ ধরতে শুরু করলে, দুনিয়ার কেউই নিরাপদ থাকবে না। একবার এক সাহাবী একটা কাজের কথা বললেন। উমর রা. সেকথা শুনে বললেন,

● আমরা এটা করব না।

অথচ সাহাবীর প্রস্তাবিত কাজটি নবীজি করেছেন। বাহ্যিক দৃষ্টিতে দেখলে কেউ বলে বসতে পারে,

● উমর রা. নবীজি সা.-এর বিরোধিতা করল?

অথচ বাস্তবতা হলো, নবীজির কাজটা 'নবীসুলভ' ছিল। মুস্তাহাব পর্যায়ের। উম্মতের জন্যে তা বড়জোর 'জায়েয' ছিল। ওই জায়েয কাজটি উমর রা. বিশেষ কোনও পরিস্থিতিতে করা থেকে বিরত থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। হয়তো পরে কাজটা ঠিকই করেছেন।

এমন প্রশ্ন পেয়ারা নবীজি সা. সম্পর্কেও ওঠানো হয়েছিল। (নাউযুবিল্লাহ)

لِّيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ.

'(হে রাসূল!) যাতে আল্লাহ আপনার অতীত ও ভবিষ্যতের সমস্ত ত্রুটি ক্ষমা করেন।' (ফাতহ : ২)

এই আয়াতের বাহ্যিক অর্থ থেকে অল্পবুদ্ধির কেউ প্রশ্ন তুলতে পারে, নবীজির কি তাহলে গুনাহ ছিল? নইলে আল্লাহ তাআলা গুনাহ (ذنب) মাফ করার কথা বললেন যে?

এর উত্তর হলো,

প্রচলিত অর্থে আমরা যেটাকে গুনাহ মনে করি, নবীগণ এমন কোনও কাজ করেননি। তবে কখনো কখনো এমন হয়, দুই ভালোর মধ্যে একটা বেছে নিতে হয়। নবীগণ কখনো ইজতিহাদ করে, অপেক্ষাকৃত কম ভালোটা গ্রহণ করে ফেলেন। এমন ইজতিহাদকেই কুরআন কারীমে 'যানব' (ত্রুটি) বলা হয়েছে। বাস্তবে কোনও গুনাহ নয়। একটা কথা আছে,

حَسَناتُ الأَبْرَار سَيِّئاتُ المُقَرَّبِيْن.

'নেককারদের সবচেয়ে ছোট নেকআমলও অনেক সময় আল্লাহর নৈকট্যপ্রাপ্তদের কাছে 'গুনাহ' বলে বিবেচিত হয়।'

কথাটা শুধু বোঝানোর জন্যে বলা হয়। নাহলে নেকআমল কোনও অবস্থাতেই গুনাহ হতে পারে না।

## ১৫. আল্লাহঅভিমুখিতা (إنابة)

কুরআন কারীমের বিভিন্ন আয়াত দেখলে বোঝা যায়, হেদায়াতের পূর্বশর্ত হলো, ইনাবত। আল্লাহঅভিমুখিতা। অল্লাহর দিকে কায়মনোবাক্যে সমর্পিত হওয়া। অন্তরে বিন্দুমাত্র 'হঠকারিতা' একগুঁয়েমি, অন্ধ অহমিকা, জাহিলিয়্যাতপ্রীতি, কুফরপ্রীতি থাকলে বিশুদ্ধ ঈমান নসিবে জুটবে না।

প্রথম আয়াত :

কুরআনের উপদেশ কার জন্যে?

إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَذِكْرَىٰ لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ.

'নিশ্চয়ই এর ভেতর এমন ব্যক্তির জন্যে উপদেশ রয়েছে, যার আছে অন্তর কিংবা যে মনোযোগ দিয়ে কর্ণপাত করে।' (কাফ : ৩৭)

দ্বিতীয় আয়াত :

কুরআনি হেদায়াত কার জন্যে?

هَٰذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ مَّنْ خَشِيَ الرَّحْمَٰنَ بِالْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُّنِيبٍ .

'(এবং বলা হবে,) এটাই তা যার প্রতিশ্রুতি তোমাদেরকে দেয়া হত প্রত্যেক আল্লাহ অভিমুখী (গুনাহ থেকে) আত্মরক্ষাকারীর জন্যে। যে দয়াময় আল্লাহকে ভয় করে তাঁকে না দেখেই এবং আল্লাহর দিকে রুজুকারী অন্তঃকরণ নিয়ে উপস্থিত হয়।' (কাফ : ৩২-৩৩)

তৃতীয় আয়াত :

হেদায়েত বান্দার ইচ্ছায় নয়, আল্লাহর ইচ্ছায়।

قُلْ إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ.

'বলে দিন, আল্লাহ যাকে চান পথভ্রষ্ট করেন আর তিনি তাঁর পথে কেবল তাদেরকেই আনয়ন করেন, যারা তাঁর দিকে রুজু হয়।' (রা'দ : ২৭)

চতুর্থ আয়াত :

কুরআন বোঝার জন্যে, একটু জ্ঞানগম্যি, বুদ্ধিশুদ্ধি থাকাও জরুরি।

هَٰذَا بَلَاغٌ لِّلنَّاسِ وَلِيُنذَرُوا بِهِ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ.

'এটা সমস্ত মানুষের জন্যে এক বার্তা এবং এটা এই জন্যে দেয়া হচ্ছে, যাতে এর মাধ্যমে তাদেরকে সতর্ক করা হয় এবং যাতে তারা জানতে পারে সত্য মাবুদ কেবল একজনই এবং যাতে বোধসম্পন্ন ব্যক্তিগণ উপদেশ গ্রহণ করে।' (ইবরাহীম : ৫২)

পঞ্চম আয়াত :

আমি চাইলেই হবে না, আল্লাহর বাছাইয়ে টিকতে হবে।

اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ.

'আল্লাহ যাকে চান বেছে নিয়ে নিজের দিকে টানেন। আর যে কেউ তাঁর অভিমুখী হয় তাকে নিজের কাছে পৌঁছে দেন।' (শুরা : ১৩)

ষষ্ঠ আয়াত : কুরআন কি আমার জন্যে? আমি কি মুত্তাকি?

هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ.

'এটা হেদায়াত ভীতি অবলম্বনকারীদের জন্যে।' (বাকারা : ২)

সপ্তম আয়াত : ইনাবত ও তাকওয়া উভয়টাই জরুরি।

فِطْرَتَ اللهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللهِ ذٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ مُنِيبِيْنَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُوْنُوْا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ.

আল্লাহর সেই ফিতরত অনুযায়ী চলুন, যে ফিতরতের ওপর তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহর সৃষ্টিতে কোনও পরিবর্তন সাধন সম্ভব নয়। এটাই সম্পূর্ণ সরল দীন। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানে না। (ফিতরতের অনুসরণ কর) তাঁরই (অর্থাৎ আল্লাহরই) অভিমুখী হয়ে তাঁকে ভয় করুন, নামায কায়েম করুন এবং অন্তর্ভুক্ত হবেন না মুশরিকদের। (রূম : ৩০-৩১)

কলব তৈরি না থাকলে, হেদায়াত নসীব হবে না। কুরআন পড়েও হেদায়াত লাভ হবে না।

## ১৬. খবরের ভঙ্গিতে ইনশা (إِنْشَاءٌ بِصُوْرَةِ إِخْبَارٍ)

কুরআন কারীমে যত 'খবর' আছে, সবই খবরের ভঙ্গিতে মূলত ইনশা। উসূলে ফিকহের বিখ্যাত কায়েদা,

مَا مِنْ خَبَرٍ إِلَّا وَفِيْهِ إِنْشَاءٌ.

(কুরআন ও সুন্নাহর) প্রতিটি জুমলায়ে খবরিয়ার মাঝে মূলত ইনশা লুকিয়ে আছে।

উদাহরণ,

اَلْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُوْمَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيْهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوْقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ.

'হজের নির্দিষ্ট কয়েকটি মাস আছে। যে ব্যক্তি সেসব মাসে (ইহরাম বেঁধে) নিজের ওপর হজ অবধারিত করে নেয়, সে হজের সময়ে কোনও অশ্লীল কথা বলবে না, কোনও গুনাহ করবে না এবং ঝগড়াও নয়।' (বাকারা : ১৯৭)

বাক্যগুলো মূলত ছিল,

لا تَرْفُثُوْا وَلا تَفْسُقُوْا وَلا تُجَادِلُوْا فِي الحَجِّ.

'তোমরা অশ্লীল কথা বলো না। কোনও গুনাহ্ করো না। এবং তোমরা ঝগড়া করবে না।'

আল্লাহ্ তাআলা বিভিন্ন আয়াতকে খবর বা বর্ণনার ভঙ্গিতে উপস্থাপন করলেও, মূলত বক্তব্যটা হয় আদেশ হবে না হয় নিষেধ হবে। আল্লাহ্ তাআলা যেন বলেছেন, হে লোকসকল, এটা করো। ওটা করো না!

খবর মানে সংবাদ। জুমলায়ে খবরিয়্যা মানে সংবাদবাচক বাক্য। যেসব বাক্য আদেশসূচক নয়, নিষেধবাচক নয়, প্রশ্নবাচক নয়, বিস্ময়বাচক নয়, আকাঙ্ক্ষাবাচক নয়, সেগুলোকেই জুমলায়ে খবরিয়্যা বলা হয়। এর বিপরীত বাক্যকে জুমলায়ে ইনশাইয়্যাহ বলা হয়।



# ফাওয়াইদুল কুরআন

কুরআন কারীম বোঝার জন্য নাযিল হয়েছে। তাদাব্বুর করার জন্য নাযিল হয়েছে। চিন্তা করার জন্য নাযিল হয়েছে। উপদেশ গ্রহণের জন্য নাযিল হয়েছে। সবার হেদায়াতের জন্য নাযিল হয়েছে। সবার দুনিয়া-আখেরাতকে সফল করার জন্য নাযিল হয়েছে।

কুরআন কারীম বুঝতে গেলে কিছু বিষয় মাথায় রাখলে, বোঝাটা সহজ হয়। ওলামায়ে কেরাম কুরআন বোঝার অসংখ্য মূলনীতি বলে গেছেন। আমরা এখানে জাওয়াহেরুল কুরআন বর্ণিত 'ফাওয়ায়েদ বা উসুলগুলো' বলার চেষ্টা করব। ইনশাআল্লাহ। এখানে ৩৪টি ফাওয়ায়েদের কথা বলা হয়েছে।

مضامين قرآن – بيان توحيد – شرك اعتقادي و فعلي – ترتيب مضامين قرآن – توحيد علم معاني وبيان – خطاب عام – بيان قسم – ثلاث كلمات لدفع عذاب – ثلاث كلمات لإصلاح المنكرين – شان نزول – تعارض – قانون حصر – تحقيق معنى الحمد لله – تحقيق "سبحان الله" – مقصد ذكر الله – تحقيق "دون" – مراد "الكتاب" – الفرق بين الكتاب والقرآن – الفرق بين حكيم ومبين – مراد روح – تحقيق بعض صيغ الماضي – تحقيق بعض صيغ أمر – مراد ما – استعمال ثم – تحقيق إنما – بيان إذْ - تحقيق وليَعلمَ الله – تحقيق كذالك – تحقيق ألم تر – تحقيق أوكلما – بحث أرأيت – إلا بمعنى مستثنى منقطع مأخوذ من ماضي – من قبيل علّفتها تِبْنًا وماءً باردًا – تفسير بالرأي.

## ১. কুরআনের আলোচ্য বিষয় (مضامين قرآن)

সংক্ষিপ্তভাবে বলতে গেলে, কুরআন কারীমের মৌলিক আলোচ্য বিষয় ছয়টি

১. তাওহিদ (توحيد)। আল্লাহ এক, এই আকিদা।

২. রিসালত (رسالة)। নবী-রাসূল ও তাদের দায়িত্ব।

৩. আখেরাত (آخرة)। দুনিয়াই শেষ কথা নয়, পরকালে সবাইকে বিচারের সম্মুখীন হতে হবে।

৪. আহকাম (أحكام)। জীবন চালানোর জন্যে বিধি-বিধান।

৫. তাখভীফ (تخويف)। তাওহিদের দাওয়াত প্রত্যাখ্যানকারীদের জন্য ভীতিপ্রদর্শন।

৬. তাবশীর (تبشير)। তাওহিদের দাওয়াত মান্যকারীদের জন্য সুসংবাদ প্রদান।

এ-ছয়টি বিষয়ের বাইরে আছে, কাসাস (ঘটনাবলি) ও দৃষ্টান্তমূলক (أمثال) আয়াত। এগুলো উপরোক্ত ছয়টি বিষয়েরই অনুগামী বা সহযোগী বিষয় হিশেবে বর্ণিত হয়েছে।

প্রথমোক্ত ছয়টি বিষয়ের মধ্যে তাওহিদই মূল। বাকি পাঁচটি বিষয় তাওহিদের অনুগামী। রেসালত দ্বারাও তাওহিদ উদ্দেশ্য। কারণ নবীগণ আল্লাহর তাওহিদ প্রচার করার জন্যেই আগমন করে থাকেন। এছাড়া আখেরাতসহ অন্য বিষয়গুলোও ঘুরেফিরে আল্লাহর তাওহিদের সাথেই সম্পৃক্ত।

তাই মানুষের কর্তব্য, প্রতিটি কাজ এমনভাবে করবে, যাতে ফুটে উঠবে: একমাত্র আল্লাহই সবকিছুর নিয়ন্তা। আল্লাহই একমাত্র শাসক। মানুষ আল্লাহর অধীনে শাসিত।

## ২. তাওহিদের বর্ণনা (بيان توحيد)!

কুরআন কারীমে বারবার তাওহিদের বর্ণনা এসেছে। কুরআন কারীমের অন্যতম পরিচয় হলো, এটা তাওহিদের কিতাব। কিতাবুত তাওহিদ।

হজের সময়, জিলহজের সাত, নয় ও এগারো তারিখে, হজের বিধি-বিধান বর্ণনা করার জন্যে, হাজীদের উদ্দেশ্যে তিনটি খুতবা দেয়া হয়। তিন খুতবার আলোচ্য বিষয় প্রায় একই থাকে। আগের খুতবার চেয়ে পরের খুতবা একটু বিস্তারিত আর বিশদ থাকে। আঙ্গিকগত তারতম্য থাকে।

তদ্রূপ প্রতিটি সূরাতেই তাওহিদের স্বপক্ষে দাওয়া (দাবি) ও দলিল পেশ করা হয়েছে। একেক সূরার বর্ণনার রং একেক রকম। কুরআন তিলাওয়াত ও তাদাব্বুরকারী উপর কর্তব্য হল, তিলাওয়াত ও তাদাব্বুরের সময়,

তাওহিদের দাওয়া ও দলিলগুলো গভীর মনোযোগে লক্ষ্য করা। বোঝার চেষ্টা করা, আল্লাহ্ তাআলা এই সূরায় কোন আঙ্গিকে দাওয়া পেশ করেছেন। দলিলটা কীভাবে দিয়েছেন। অন্য সূরার সাথে এই সূরার দাওয়ায়ে তাওহিদ ও দলিলের আঙ্গিকগত পার্থক্যটা কী?।

### ৩. শিরকের প্রকার। (شرك اعتقادي وفعلي)

কুরআন কারীমে বারবার যেমন তাওহিদ শিক্ষা দেয়া হয়েছে, তেমনি শিরক সম্পর্কে বারবার সতর্ক করা হয়েছে। শিরক দুই প্রকার :

১. আকিদাগত শিরক (شرك إعتقادي)

আল্লাহ্ তাআলার ক্ষমতা ও কুদরতের ক্ষেত্রে অন্য কাউকে তার সমকক্ষ বা শরিক মনে করা।

২. কর্মগত শিরক (شرك فعلي)

উপরোক্ত আকিদার ভিত্তিতে গাইরুল্লাহর জন্যে নযর-মানত করা।

কুরআন কারীমে বেশি বেশি আকিদাগত শিরকের আলোচনা করা হয়েছে। কর্মগত শিরকের আলোচনা তুলনামূলক কম। অথচ বাস্তবে দেখা যায়, সমাজে কর্মগত শিরকের প্রচলনই বেশি। এর উত্তর হলো,

কর্মগত শিরকের বিপুল প্রচলন ও অবাধ বিস্তার হলেও, এর মূলে রয়েছে, আকিদাগত শিরকের পোক্ত উপস্থিতি। আকিদাগত শিরক হলো শেকড়ের মতো। দেখা যায় না। শিরকি আকিদা থেকেই আমলি শিরক উদ্ভূত হয়। শেকড় উপড়ে ফেললে, গাছ এমনিতেই ভূপাতিত হয়ে যাবে।

### ৪. আলোচ্য বিষয়ের বিন্যাস। (ترتيب مضامين قرآن)

কুরআন কারীমের সূরাগুলোর আলোচ্য বিষয়সমূহের বিন্যাস অনেকটা এমন থাকে, প্রথমে ভূমিকা, তারপর তাওহিদের দাওয়াত সম্পর্কিত আলোচনা। তারপর আসে 'দাওয়াহ্'-এর সংশ্লিষ্ট আলোচনা।

একবার উপরের ধারাবাহিকতায় আলোচনা শেষ হলে, আবার নতুন করে আলোচনা শুরু হয়। তবে এবার কিছুটা ব্যতিক্রম থাকে। কখনো সূরার শুরুর 'বিন্যাস' ঠিক রেখে আলোচনা করা হয়, কখনো বিন্যাস ঠিক রাখা হয় না। বিন্যাস ঠিক রাখার অর্থ,

প্রথমে ভূমিকা, তারপর তাওহিদের দাওয়াত সম্পর্কিত আলোচনা। তারপর 'দাওয়াহ'-এর সংশ্লিষ্ট আলোচনা।

ফাঁকে ফাঁকে যেসব ঘটনা বর্ণনা করা হয়, সেগুলো আনা হয় দাওয়ায়ে তাওহিদের স্বপক্ষেদলিল হিসেবে। ঘটনা বর্ণনার পর আসে, ঘটনার ফলাফল ও পরিণতি সম্পর্কিত আলোচনা।

ঘটনাবলি, তাওহিদের স্বপক্ষে দলিল ও তাওহিদ সংশ্লিষ্ট আলোচনার ফাঁকে ফাঁকে, সুসংবাদ (তাবশীর) দেয়া হয়। কখনো ভীতি প্রদর্শন (তাখভীফ) করা হয়।

এরপর কখনো কখনো বিধানাবলি (আহকাম)-ও আলোচনা করা হয়ে থাকে। যাতে করে, মানুষ বিধানগুলো মেনে চলে, জীবনকে সুবিন্যস্ত ও সুশৃঙ্খল করতে পারে।

একটু খেয়াল করে তিলাওয়াত করলে, বিষয়গুলো স্পষ্ট হয়ে উঠবে। সব সূরাতে হুবহু একই বিন্যাস থাকবে, এমনটা হয়তো নয়। তবে বেশির ভাগ সূরাতেই এমন পাওয়া যাবে।

## ৫. তাওহিদ ও অলঙ্কারশাস্ত্র! (توحيد وعلم معاني وبيان)

আরবী ভাষার অলঙ্কারশাস্ত্রকে ইলমুল বালাগাহ (علم البلاغة) বলা হয়। এই শাস্ত্র তিন ভাগে বিভক্ত। লক্ষ্য করলে দেখা যায়, কুরআন কারীমে উল্লিখিত তাওহিদের বর্ণনাগুলো, এই তিন শাস্ত্রের মূলনীতির অনুযায়ী উপস্থাপন করা হয়েছে।

১. ইলমুল মা'আনি (علم المعاني)

এই শাস্ত্রে, শ্রোতার অবস্থা ও যোগ্যতা, স্থানকালপাত্র বুঝে কথা বলার যোগ্যতা শিক্ষা দেয়া হয়।

আল্লাহ তাআলা শ্রোতাদের অবস্থা বুঝে, তাদের মন-মানসিকতা ও জ্ঞানগত যোগ্যতার দিকে লক্ষ্য রেখেই তাওহিদের বর্ণনা করেছেন।

২. ইলমুল বায়ান (علم البيان)

এই শাস্ত্রে, মনের ভাবকে, সুস্পষ্টভাবে নানা আঙ্গিক ও বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করে ব্যক্ত করার যোগ্যতা শিক্ষা দেয়া হয়।

আল্লাহ তাআলা একেক সূরায়, একেক ভঙ্গিতে তাওহিদের আলোচনা করেছেন। যে সূরার যেমন চাহিদা, তাওহিদের বর্ণনাও সেভাবে করা হয়েছে।

৩. ইলমুল বদী (علم البديع)

এই শাস্ত্রে, বক্তব্যটা অবস্থার চাহিদা অনুযায়ী হওয়ার পর, বক্তব্যটার গ্রহযোগ্যতা ও সৌন্দর্য বৃদ্ধির পদ্ধতি শিক্ষা দেয়া হয়।

আল্লাহ্ তাআলা তাওহিদের কথা বর্ণনা করার সময়, বাক্যের সৌন্দর্য, শব্দের উপযোগিতার দিকে পূর্ণ খেয়াল রেখেছেন।

## ৬. সম্বোধনের ব্যাপকতা (خِطاب عام)।

কুরআন কারীম নাযিল হয়েছে জিন মানবের হেদায়াতের জন্য। কুরআনের সম্বোধনের পাত্রও জিন ও ইনসান। তবে কিছু কিছু আয়াতে, কুরআনের খেতাব (সম্বোধন) জিন-ইনসানের সাথে সাথে ফেরেশতাকেও শামিল করেছে।

এক : উন্মুক্ত সম্বোধন

وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ.

‘এবং আমি পাঠিয়েছি সেই বায়ু, যা মেঘমালাকে করে পানিপূর্ণ, তারপর আমি আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেছি, তারপর আমি তা দ্বারা তোমাদের তৃষ্ণা নিবারণ করি। তোমাদের সাধ্য নেই যে, তা সঞ্চয় করে রাখবে।’ (হিজর : ২২)

এই আয়াতে, তোমরা (أَنتُمْ) মানে, জিন-ইনসান-ফেরেশতা সবাই।

দুই : উন্মুক্ত সম্বোধন

قُل لَّوْ أَنتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذًا لَّأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنفَاقِ ۚ وَكَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا.

'(হে নবী! কাফেরদেরকে) বলে দিন, আমার প্রতিপালকের রহমতের ভান্ডার যদি তোমাদের এখতিয়ারাধীন থাকত, তবে খরচ হয়ে যাওয়ার ভয়ে তোমরা অবশ্যই হাত বন্ধ রাখতে।' (ইসরা : ১০০)

এই আয়াতেও তোমরা (أَنْتُمْ) দ্বারা জিন-ইনসান-ফেরেশতা সবাই উদ্দেশ্য।

**তিন : উন্মুক্ত সম্বোধন**

وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ ۗ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ.

'আপনার প্রতিপালক যা চান সৃষ্টি করেন এবং (যা চান) বেছে নেন। তাদের কোনও এখতিয়ার নেই।' (কাসাস : ৬৮)

এই আয়াতেও তাদের (لَهُمْ) মানে সবাই। পুরো সৃষ্টিকুল। জিন-ইনসান-ফেরেশতা।

**চার : উন্মুক্ত সম্বোধন**

لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ.

'যাতে করে তার ফল খেতে পারে। তাতো তাদের হাত তৈরি করেনি।' (ইয়াসীন : ৩৫)

এই আয়াতে তাদের (هِمْ) মানে, সবার হাত। জিনের-ইনসানের-ফেরেশতাদের।

**পাঁচ : উন্মুক্ত সম্বোধন**

مَّا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُوا شَجَرَهَا.

'তার (বাগানের) বৃক্ষরাজি উদ্গাত করা তোমাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না।' (নামল : ৬০)

এখানেও তোমাদের পক্ষে (لَكُمْ) বলে সবাইকে সম্বোধন করা হয়েছে।

## ৭. কসমের প্রকার (بيان قسم)

কুরআন কারীমে প্রায় ৯৪ বার কসমের ব্যবহার এসেছে। আল্লাহ তাআলা বিভিন্ন বস্তুর কসম খেয়েছেন।

কসম (শপথ) চার প্রকার :

১. কাউকে আলিমুল গাইব (অদৃশ্যের জ্ঞানী) বিশ্বাস করে, আমার সম্পর্কে তিনি সবকিছু জানেন, এই আকিদা পোষণ করে, তার নামে কসম করা। এমন কসম শুধু আল্লাহর নামেই করা যায়।

وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ.

'তারা আল্লাহর নামে জোরালো কসম খায়।' (আনআম : ১০৯)

**সিদ্ধান্ত :** গাইরুল্লাহর নামে এমন কসম করা 'শিরক'। হাদীসে আছে,

من حلفَ بغيرِ اللهِ فقد أشركَ.

'যে ব্যক্তি গাইরুল্লাহর নামে শপথ করল, সে শিরক করল।' (সা'দ ইবনে উবাইদাহ। মুসনাদে আহমাদ : ১৯৯)।

২. কোনও কিছু প্রমাণ করার জন্যে, মুকসাম বিহি (مُقْسَمْ بِه) মানে যার নামে শপথ করা হচ্ছে, সেটাকে সাক্ষী বা দলিলস্বরূপ উপস্থাপন করা।

(১) : কালের শপথ (وَالْعَصْرِ)

(২) : শপথ চড়তি দিনের আলোর (وَالضُّحَىٰ)

৩. কসম অর্থ দোয়া। কখনো কখনো কসমের শব্দকে দোয়ার স্থানে ব্যবহার করা হয়।

لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ.

'(হে নবী!) আপনার জীবনের শপথ! প্রকৃতপক্ষে ওই সব লোক নিজেদের মত্ততায় বুঁদ হয়ে গিয়েছিল।' (হিজর : ৭২)

**সিদ্ধান্ত :** এই আয়াতে আপনার জীবনের শপথ মানে আপনার জীবন দীর্ঘায়িত হোক। এমন কামনা।

৪. বদদোয়া। কসমের শব্দকে বদদোয়ার স্থানে ব্যবহার করা। হাসসান বিন সাবিত রা.-এর কবিতা,

ثَكِلَتْ بِنْتِي إِنْ لَمْ تَرَوْهَا * تُثِيْرُ النَّقعَ من طَرْفَي كَداء

ক. প্রথম পঙ্ক্তির শেষের যমীরটি (ها)-র দ্বারা ঘোড়া উদ্দেশ্য।

খ. (لم تَرَوْها) ফেয়েলটি দ্বারা মক্কাবাসী উদ্দেশ্য।
গ. (كَداء) মক্কার এক পাহাড়ের নাম।

হে মক্কাবাসী, তোমরা যদি ঘোড়ার পালকে, কাদা পাহাড়ের দুই প্রান্ত থেকে ধূলি উড়িয়ে আসতে না দেখ, তাহলে আমার কন্যা সন্তানহারা হোক!

অর্থাৎ, মুসলমানরা যদি অশ্বারোহী বাহিনী নিয়ে মক্কা আক্রমণ না করে, আমি যদি এ ব্যাপারে মিথ্যা বলে থাকি, তাহলে আল্লাহ্ তাআলা আমার থেকে নেয়ামত ছিনিয়ে নিন।

এই কবিতায় হাসসান রা. শপথের মাধ্যমে, নেয়ামত চলে যাওয়ার কথা ব্যক্ত করেছেন। নবীজি সা. ঠিকই মক্কা বিজয়ের দিন, কাদা পাহাড়ের দুই প্রান্ত দিয়ে মক্কায় প্রবেশ করেছিলেন। এক বর্ণনা মতে, নবীজি সা. তখন বলেছিলেন, আজ আমি হাসসানের কসম পুরা করলাম।

কুরআন কারীম তিলাওয়াতের সময়, সামনে কসম পড়লে, খেয়াল করে দেখব, উপরোক্ত চার প্রকারের কোনও প্রকারের মধ্যে পড়ল কি না।

## ৮. আযাবরোধের তিন উপায়!

(ثلاث كلمات لدفع عذاب)

কুরআন কারীমে অসংখ্যবার আযাবের ধমকি দেয়া হয়েছে। একটা বিষয় লক্ষণীয়, কুরআন কারীমের যত জায়গায় আযাবের ধমকি দেয়া হয়েছে সেখানে আযাব থেকে বাঁচার তিনটি উপায় বাতলানো হয়েছে,

১. শিরক থেকে বেঁচে থাকা।
২. জুলুম না করা।
৩. ইহসান (অনুগ্রহ, সদাচার) করা।

এই তিনটি বিষয় সবসময় সুস্পষ্ট ভাষায় বলা হয় না।

তিনটি বিষয় একসাথেই বর্ণিত হতে পারে, আবার একটি বা দুটিও বর্ণিত হতে পারে।

**ক.** তিনটি বিষয় একসাথেই বর্ণিত হয়েছে, সূরা মুমিনুনে। সূরা নাহলের শুরুতে। সূরা হামীম (শুরা)-এর শেষে।

খ. বিক্ষিপ্তভাবে। সূরা নিসার শুরু থেকে পঞ্চম পারার প্রথম চতুর্থাংশ পর্যন্ত দ্বিতীয় বিষয় (জুলুম না করা)-এর বর্ণনা। তারপর ৩৬-তম আয়াতে (وَاعْبُدُوا اللّٰهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهٖ شَيْئًا) গিয়ে, আগে প্রথম বিষয় (শিরক না করা) তারপর তৃতীয় বিষয় বর্ণনা করা হয়েছে।

## ৯. অস্বীকারকারীদের সংশোধনের তিন পদ্ধতি!

(ثلاث كلمات لإصلاح المنكرين)

তাওহিদের দাওয়াতকে প্রত্যাখ্যানকারীকে সংশোধন ও তাওহিদ গ্রহণকারীর প্রশান্তির জন্যে, কুরআন কারীমে তিনটি পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছে।

১. তাওহিদের দাওয়াত সামনে এলে, সাধারণত ধন-সম্পদ, পদমদের ভারে দর্পিত লোকেরা দাওয়াত গ্রহণে অস্বীকৃতি জানায়। সামাজিক প্রতিষ্ঠা, জন-লোক-অর্থবলের ভারে মত্ত হয়ে, তাওহিদের আহ্বানের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়। তাওহিদকে মিটিয়ে দেয়ার জন্যে উঠেপড়ে লাগে। কুরআন কারীমে তাদের গর্ব ও ক্ষমতার মূল ভিতকে তুচ্ছ, নগণ্য আর অপাংক্তেয় আখ্যা দিয়ে মুমিনগণকে আশ্বস্ত করেন।

مَا يُجَادِلُ فِيْ آيَاتِ اللّٰهِ إِلَّا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَلَا يَغْرُرْكَ تَقَلُّبُهُمْ فِي الْبِلَادِ.

'যারা কুফর অবলম্বন করেছে, তারাই আল্লাহর আয়াতে বিতর্ক সৃষ্টি করে। সুতরাং নগরে-নগরে তাদের (আয়েশী) পরিভ্রমণ যেন আপনাকে ধোঁকায় না ফেলে।' (মুমিন : ৪)

আরেক আয়াতে আছে,

لَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فِي الْبِلَادِ مَتَاعٌ قَلِيْلٌ ثُمَّ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِهَادُ.

যারা কুফর অবলম্বন করেছে, দেশে দেশে তাদের (স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ) বিচরণ যেন আপনাকে কিছুতেই ধোঁকায় না ফেলে। (আলে ইমরান : ১৯৬)

উভয় আয়াতে কাফেরদের ভোগবিলাসকে তুচ্ছ করে দেখানো হয়েছে। মুমিনকে এসব দেখে ধোঁকা খেতে নিষেধ করা হয়েছে।

২. তাওহিদের দাওয়াত অস্বীকারকারীকে ধমক দিয়ে বলা হয়, তোমরা ধন, জন ও পদ-প্রতিষ্ঠা নিয়ে ফুলে আছ, হকের শত্রুতায় লিপ্ত আছ। এগুলোর কারণে দুনিয়াতেই তোমাদের উপর আযাব চাপিয়ে দেয়া হবে। পূর্ববর্তী বিভিন্ন কওমকেও এসবের কারণে আযাব দিয়ে ধ্বংস করে দেয়া হয়েছিল।

كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَالْأَحْزَابُ مِنْ بَعْدِهِمْ ۖ وَهَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ لِيَأْخُذُوهُ ۖ وَجَادَلُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ فَأَخَذْتُهُمْ ۖ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ.

'তাদের পূর্বে নূহের সম্প্রদায় এবং তাদের পর বহু দল (নবীগণকে) অস্বীকার করেছিল। প্রত্যেক জাতি নিজ নিজ রাসূলকে গ্রেফতার করার অভিসন্ধি করেছিল এবং তারা মিথ্যাকে আশ্রয় করে বিতর্কে লিপ্ত হয়েছিল তার মাধ্যমে সত্যকে মিটিয়ে দেয়ার জন্যে। পরিণামে আমি তাদেরকে ধৃত করি। সুতরাং (দেখুন) আমার শাস্তি কেমন (কঠোর) ছিল।' (মুমিন : ৫)

এই আয়াতে ধমক দেয়া হয়েছে কাফেরদেরকে। তোমরাও যদি এমন করো, তাহলে পূর্ববর্তী কওমের মতো তোমাদেরকেও ধ্বংস করে দেয়া হবে।

৩. এই দম্ভ-দাপট ও সম্পদ নিয়ে বড়াইয়ের কারণে, আখেরাতেও তোমাদেরকে আযাব ভোগ করতে হবে।

وَكَذَٰلِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ.

'এভাবেই যারা কুফর অবলম্বন করেছে, তাদের সম্পর্কে আপনার প্রতিপালকের এই কথা অবধারিত হয়ে গেছে যে, তারা জাহান্নামী হবে।' (মুমিন : ৬)

এই আয়াতে (كَذٰلِكَ) ব্যবহৃত হয়েছে (لِذٰلِكَ) অর্থে। কাফ (كَ) কারণবাচক (تَعْلِيلِيَّة)। অর্থাৎ, দুনিয়ার ধন-দৌলতের মোহে পড়ে, অহংকারবশত 'হক' প্রত্যাখ্যান করার কারণে, আল্লাহর 'কালিমা' (কথা) তাদের ব্যাপারে অবধারিত হয়ে গেছে। তারা জাহান্নামী। (রূহুল মা'আনি)

এই তিন পদ্ধতি, কুরআন কারীমের কোথাও কোথাও উপরোক্ত ধারাক্রমে একসাথে আসে। আবার কোথাও উল্টো হয়েও আসে। আবার পৃথক পৃথকভাবেও আসে।

قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ مَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا.

'(কেউ যদি তাদের গুহাবস্থান নিয়ে বিতর্কে লিপ্ত হয়, তবে) বলে দিন, আল্লাহই ভালো জানেন, তারা কতকাল (ঘুমিয়ে) ছিল। আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর যাবতীয় গুপ্ত জ্ঞান তাঁরই আছে। তিনি কত উত্তম দ্রষ্টা! কত উত্তম শ্রোতা! তিনি ব্যতীত তাদের আর কোনও অভিভাবক নেই। তিনি নিজ কর্তৃত্বে কাউকে শরিক করেন না।' (কাহফ : ২৬)

আগে আসহাবে কাহফের ঘটনা বলা হয়েছিল। এই আয়াতে উক্ত ঘটনার ফলাফল বর্ণনা করা হচ্ছে। আসমান ও যমীনের গাইবের জ্ঞানী একমাত্র আল্লাহ। হাজির-নাযিরও একমাত্র আল্লাহ। সবার কথা শ্রবণকারীও একমাত্র আল্লাহই। আসহাবে কাহফ বা অন্য কেউ এমন নয়। আল্লাহর হুকুমে ও কর্তৃত্বে অন্য কোনও শরিক নেই। এর এক আয়াত পর নবীজি সা.-কে হুকুম দিয়েছেন, যারা আল্লাহ সম্পর্কে উপরোক্ত আকিদা পোষণ করবে, আপনি তাদের সাথে থাকুন।

وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ. وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيْدُ زِيْنَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا.

'ধৈর্য-স্থৈর্যের সাথে নিজেকে সেই সকল লোকের সংসর্গে রাখুন, যারা তাদের প্রতিপালককে ডাকে। কষ্ট করে হলেও তাদের সাথে থাকুন। আর, পার্থিব জীবনের সৌন্দর্য কামনায় আপনার দৃষ্টি যেন তাদের থেকে সরে না যায়।' (কাহফ : ২৮)

আগে ও পরের আয়াতগুলো খেয়াল করে মিলিয়ে পড়লে, তিনটি বিষয় স্পষ্ট হয়ে উঠবে। ইনশাআল্লাহ। আযাবের আয়াত দেখলেই আশেপাশে খুঁজে দেখব, তিনটি বিষয়ের কোনওটা আশেপাশে আছে কি না।

## ১০. শানে নুযুল (شان نزول)

১. শানে নুযুল মানে, আয়াত নাযিল হওয়ার প্রেক্ষাপট। কুরআন নাযিল হওয়ার সময় বেশিরভাগ সময় এমন হয়েছে, কোনও ঘটনা ঘটার পর, সে ঘটনার বিধান জানার প্রয়োজন দেখা দিলে, বিধান সংবলিত আয়াত নাযিল হয়েছে।

২. কোনও আয়াতের তাফসির ও বিধান শানে নুযুলের উপর নির্ভরশীল নয়। কুরআনের আয়াতগুলো নির্দিষ্ট ঘটনার প্রেক্ষিতে নাযিল হলেও, কুরআনি বিধান কেয়ামত পর্যন্ত অনাগত মানুষের জন্য প্রযোজ্য।

৩. কুরআন বোঝা ও বিধান নির্ণয়ের জন্য শানে নুযুলকেই একমাত্র মানদণ্ড নির্ধারণ করে নিলে, কুরআন বোঝা অনেকাংশে অসম্ভব হয়ে পড়বে। বিখ্যাত মূলনীতি হচ্ছে,

اَلْعِبْرَةُ لِعُمُوْمِ اللَّفْظِ لَا لِخُصُوْصِ الْمَوْرِدِ.

সুনির্দিষ্ট প্রেক্ষিত নয়, শব্দের অর্থগত ব্যাপকতাই বিবেচ্য।

৪. কিছু মানুষ আয়াত থেকে আহরিত বিধানকে শানে নুযুলের সাথে 'খাস' করে ফেলেছে। এজন্য অনেক আয়াত বোঝা কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলবী রহ. বলেছেন,

أَضَرُّ الْأَشْيَاءِ فِيْ فَهْمِ الْقُرْاٰنِ شَانُ النُّزُوْلِ.

কুরআন বোঝার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধক হলো শানে নুযুল।

৫. আয়াত বোঝার ক্ষেত্রে শানে নুযুলকে একমাত্র মানদণ্ড নির্ধারণ করার সমস্যা আমরা নিম্নোক্ত আয়াতে দেখতে পারি,

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِنْ جَآءَكُمْ فَاسِقٌۢ بِنَبَاٍ فَتَبَيَّنُوْۤا اَنْ تُصِيْبُوْا قَوْمًۢا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوْا عَلٰى مَا فَعَلْتُمْ نٰدِمِيْنَ.

'হে মুমিনগণ! কোনো ফাসেক যদি তোমাদের কাছে কোনও সংবাদ নিয়ে আসে, তবে ভালোভাবে যাচাই করে দেখবে,যাতে তোমরা অজ্ঞতাবশত কোনও সম্প্রদায়ের ক্ষতি করে না বস। ফলে নিজেদের কৃতকর্মের কারণে তোমাদেরকে অনুতপ্ত হতে হয়।' (হুজুরাত : ৬)

## ৬. এই আয়াতের শানে নুযুল

আল্লাহর রাসূল সা. ওয়ালিদ ইবনে উকবা রা.-কে বনু মুস্তালিকের কাছে 'আমিল' বানিয়ে পাঠিয়েছিলেন। আমিল মানে নবীজির নির্দেশ বাস্তবায়নকারী। যাকাত সংগ্রহকারী। জাহেলি যুগে, এই সম্প্রদায়ের সাথে ওয়ালিদের বৈরিতা ছিল। বনু মুস্তালিকের রীতি ছিল, সম্মানিত মেহমান এলে তারা সশস্ত্র সজ্জিত হয়ে এগিয়ে এসে মেহমানের অভ্যর্থনা জানাত। নবীজির প্রতিনিধি সাহাবির আগমন উপলক্ষ্যে লোকজন নিজস্ব রীতিতে অভ্যর্থনার জন্য বের হয়ে এলো। সাহাবি দূর থেকে লোকজনের রণসজ্জা দেখে

ভাবলেন, তারা বুঝি পুরোনো শত্রুতার প্রতিশোধ নেয়ার জন্য আমাকে হত্যা করার প্রস্তুতি নিয়ে বের হয়েছে।

সাহাবি তাদের কাছে না গিয়ে মদীনায় ফিরে এলেন। নবীজিকে বললেন, তারা আমাকে হত্যা করতে উদ্যত হয়েছে। নবীজি ঘটনা তদন্তের জন্য খালেদ ইবনে ওয়ালিদ রা.-কে পাঠালেন। তদন্ত করে দেখা গেল, বনু মুস্তালিক সাহাবিকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্যই বের হয়ে এসেছিল। তারা আদৌ যাকাত দিতে অস্বীকার করেনি। তখন এই আয়াত নাযিল হয়েছিল।

৭. আয়াতের বিধান যদি শানে নুযুলের সাথে খাস হতো, তাহলে উক্ত সাহাবিকে ফাসেক (নাউযুবিল্লাহ) বলাটা আবশ্যক হতো। যারা এই আয়াত দেখিয়ে সাহাবায়ে কেরামকে ফাসেক বলার বৈধতা দেখান, তাদেরকে বলতে হবে, এখানে 'ফাসেক' কয়েদ বা বিশেষণটি ইত্তেফাকি (اِتِّفَاقِي); ইহতিরাযি (اِحْتِرَازِي) নয়। অর্থাৎ কোনও ব্যক্তি সংবাদ নিয়ে এলে, সে সংবাদের তাহকিক অনুসন্ধান করো, আর সংবাদদাতা যদি ফাসেক হয়, আরো ভালো করে অনুসন্ধান করো। আরো যাচাই করে দেখো।

ক. ইত্তেফাকি, মানে আলোচনার সুবিধার্থে তাৎক্ষণিকভাবে বলা হয়েছে। বাস্তবে বিষয়টা এমন নাও হতে পারে।

খ. ইহতেরাযি মানে, সুনির্দিষ্ট বিশেষণ বা বিধান যুক্ত করা। অর্থাৎ অন্য সম্ভাবনার দ্বার রুদ্ধ করে, নির্দিষ্ট করে দেয়া।

৮. মুফাসসিরীনে কেরাম ইফহাম (বোঝা) ও তাফহিমের (বোঝানোর) জন্য কুরআনি আয়াত বা শব্দের নির্দিষ্ট 'মিসদাক' (অর্থ) বর্ণনা করে থাকেন। মিসদাক মানে নিহিতার্থ। শব্দের উদ্দিষ্ট অর্থ। বাস্তবে শব্দটির অথ নির্দিষ্ট বা খাস নয়; আম। ব্যাপক। মুফাসসিরগণ সেই আম থেকে একটি খাস অর্থ বেছে নেন। ব্যাপক অর্থপূর্ণ আম শব্দের নির্দিষ্ট একটি খাস অর্থ বর্ণনা করার দ্বারা আম শব্দটি খাস হয়ে পড়ে না।

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَٱسْتَمِعُوا۟ لَهُۥٓ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَن يَخْلُقُوا۟ ذُبَابًا وَلَوِ ٱجْتَمَعُوا۟ لَهُۥ ۖ وَإِن يَسْلُبْهُمُ ٱلذُّبَابُ شَيْـًٔا لَّا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ ۚ ضَعُفَ ٱلطَّالِبُ وَٱلْمَطْلُوبُ.

'হে মানুষ! একটি উপমা দেওয়া হচ্ছে। মনোযোগ দিয়ে শোন। তোমরা দোয়ার জন্য আল্লাহকে ছেড়ে যাদেরকে ডাক, তারা একটি মাছিও সৃষ্টি

করতে পারে না, যদিও এ কাজের জন্য তারা সকলে একত্র হয়ে যায়। এমনকি মাছি যদি তাদের থেকে কোন জিনিস ছিনিয়ে নিয়ে যায়, তাও তারা তার থেকে উদ্ধার করতে পারে না। এরূপ দোয়াকারীও বড় দুর্বল এবং যার কাছে দোয়া করা হয় সেও।' (হজ : ৭৩)

৯. অধিকাংশ মুফাসসির এই আয়াতে প্রথম যুগের মানুষের অবস্থা বিবেচনা করে (مِنْ دُوْنِ اللهِ)-এর অর্থ করেছেন আসনাম (أَصْنَام)। এখন এ কথা বলার অবকাশ নেই (مِنْ دُوْنِ اللهِ) অর্থ শুধুই 'দেবদেবী'।

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيْرِ وَمَآ أُهِلَّ بِهٖ لِغَيْرِ اللهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَّلَا عَادٍ فَلَآ إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ.

'তিনি তো তোমাদের জন্য কেবল মৃত জন্তু, রক্ত ও শূকর হারাম করেছেন এবং সেই জন্তুও যার প্রতি আল্লাহ ছাড়া অন্যের নাম উচ্চারণ করা হয়। হ্যাঁ, কোনও ব্যক্তি যদি চরম অনন্যোপায় অবস্থায় থাকে (ফলে এসব বস্তু হতে কিছু খেয়ে নেয়) আর তার উদ্দেশ্য মজা ভোগ করা না হয় এবং সে (প্রয়োজনের) সীমা অতিক্রমও না করে, তার কোনও গুনাহ নেই। নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।' (বাকারা : ১৭৩)

১০. এই আয়াতে (وَمَآ أُهِلَّ بِهٖ لِغَيْرِ اللهِ) এর তাফসির (وماذبح على اسم غير الله) করা হয়েছে। অর্থাৎ যা কিছু গাইরুল্লাহর নামে জবেহ করা হয়েছে। এজন্য কেউ কেউ দাবি করেঃ আমরাও বলি, সাহায্যের জন্য দেবদেবীকে ডাকা শিরক। আমরা তো সাহায্যের জন্য দেবদেবীকে নয়; পীর-বুযুর্গদের ডাকি। আমরা গাইরুল্লাহর নামে জবেহ করি না, বরং বাবার জন্য জবেহ করলেও আল্লাহর নাম নিয়েই জবেহ করি।

১১. আমাদের জবাব হলো, দুনাল্লাহ (دُوْنَ اللهِ) মানে শুধু আসনাম (দেবদেবী) নয়। আল্লাহ ছাড়া (دُوْنَ الله) যা কিছু আছে, সবই 'দুনাল্লাহ'-এর অন্তর্ভুক্ত। আসনাম 'দুনাল্লাহ'-র একটি প্রকার মাত্র। এমনিভাবে (لِغَيْرِ اللهِ) মানে শুধু (على اسم غير الله) নয়।

## ১১. বৈপরীত্ব (تَعارض)

১. বাহ্যিক দৃষ্টিতে দেখলে কুরআন কারীমের কিছু আয়াতকে পরস্পর বিরোধী মনে হয়। যেমন,

هُوَ الَّذِيْ خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيْعًا، ثُمَّ اسْتَوٰى إِلَى السَّمَآءِ فَسَوّٰىهُنَّ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ.

'তিনি সেই সত্তা, যিনি পৃথিবীতে যা কিছু আছে তা তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন। তারপর তিনি আকাশের প্রতি লক্ষ্য করেন এবং তাকে সাত আকাশরূপে সুষ্ঠুভাবে নির্মাণ করেন।' (বাকারা : ২৯)

২. এই আয়াত দ্বারা বোঝা যায়, আল্লাহ প্রথমে জমিন তারপর আসমান সৃষ্টি করেছেন।

ءَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَآءُ بَنٰهَا رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوّٰهَا وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحٰهَا وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذٰلِكَ دَحٰهَا.

'(হে মানুষ!) তোমাদেরকে সৃষ্টি করা বেশি কঠিন, না আকাশকে? আল্লাহ তা নির্মাণ করেছেন। তিনি তার উচ্চতা উত্তোলন করেছেন, তারপর তার সুবিন্যস্ত করেছেন। তিনি তার রাতকে অন্ধকারাচ্ছন্ন করেছেন এবং তার দিনের আলো প্রকাশ করেছেন। এবং তারপর পৃথিবীকে বিস্তৃত করেছেন।' (নাযিআত : ২৭-৩০)

৩. এই আয়াতে বোঝা যায়, আগে আকাশ তারপর জমিন সৃষ্টি ও প্রসারণ করা হয়েছে।

নিরসন : কেউ কেউ উত্তর দিয়েছেন, আসমানের আগে জমিন সৃষ্টি হয়েছে। আসমান সৃষ্টির পর জমিনের প্রসারণ হয়েছে।

৪. এরচেয়েও সুন্দর উত্তর আছে। বাদ (بعد)-'পরে' দুই প্রকার,

ক. যমানি (زماني)। কালগত হিসেবে পরে হবে।

খ. যিকরি (ذكري)। আলোচনায় পরে হবে।

এই আয়াতে (بعدِ ذكري) হয়েছে। অর্থাৎ বাদ-শব্দটি (ثُمَّ لتعقيب ذكري) অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। তখন আয়াতের তরজমা হবে,

'আসমানকে তো আমিই সৃষ্টি করেছি। তারপর একথাও শুনে রাখো, এমনিভাবে আমি জমিনও সৃষ্টি করেছি'।

## ১২. কানুনে হাসর (قانون حصر)

হাসর মানে সীমাবদ্ধকরণ। সীমাবদ্ধকৃত অংশকে মাহসুর (محصور) বলা

হয়। দলিলের কিছু অংশে হাসর আর কিছু অংশে হাসর না হলে, গাইরে মাহসুর অংশকে মাহসুর অংশের ওপর হামল করা হবে।

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱعْبُدُوا۟ رَبَّكُمُ.

'হে মানুষ! তোমরা নিজেদের সেই প্রতিপালকের ইবাদত কর।'

এটা দাওয়া। তারপর দাওয়ার সপক্ষে দলিল পেশ করা হয়েছে,

ٱلَّذِى خَلَقَكُمْ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ فِرَٰشًا وَٱلسَّمَآءَ بِنَآءً وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَخْرَجَ بِهِۦ مِنَ ٱلثَّمَرَٰتِ رِزْقًا لَّكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا۟ لِلَّهِ أَندَادًا وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ.

'যিনি সৃষ্টি করেছেন তোমাদেরকে এবং তোমাদের পূর্বে যারা গত হয়েছে তাদেরকে, যাতে তোমরা মুত্তাকি হয়ে যাও। (সেই প্রতিপালকের) যিনি তোমাদের জন্য ভূমিকে বিছানা বানিয়েছেন এবং আকাশকে ছাদ। আর আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করেছেন। তারপর তার মাধ্যমে তোমাদের জীবিকারূপে ফলফলাদি উদগত করেছেন। সুতরাং তোমরা আল্লাহর কোনও শরিক স্থির করো না যখন তোমরা (এসব বিষয়) জান।' (বাকারা : ২১-২২)

এখানে দলিল পেশ করা হয়েছে। এখানে কোনও হাসর নেই। একটু পর বলা হয়েছে।

هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَ لَكُم مَّا فِى ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ ٱسْتَوَىٰٓ إِلَى ٱلسَّمَآءِ فَسَوَّىٰهُنَّ سَبْعَ سَمَٰوَٰتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌ.

'তিনি সেই সত্তা, যিনি পৃথিবীতে যা কিছু আছে তা তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন। তারপর তিনি আকাশের প্রতি লক্ষ্য করেন এবং তাকে সাত আকাশরূপে সুষ্ঠুভাবে নির্মাণ করেন। আর তিনি প্রত্যেক জিনিসের পরিপূর্ণ জ্ঞান রাখেন।' (বাকারা : ২৯)

এটাও পূর্বে বর্ণিত দলিলে আকলির বর্ধিতাংশ। এখানে হাসর আছে। সুতরাং আগের দলিলেও হাসর হবে। অর্থ হবে তিনি আল্লাহই সৃষ্টিকারী। তিনিই তোমাদের জন্য জমিনকে বিছানা বানিয়েছেন।

## ১৩. আলহামদুলিল্লাহ (الحمد لله)-র তাহকিক

১. 'আলহামদুলিল্লাহ' বাক্যটি পুরো কুরআনে একাধিকবার বর্ণিত হয়েছে। এই বাক্যের অর্থ অত্যন্ত সুস্পষ্ট,

وَلِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ.

'আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর রাজত্ব আল্লাহরই।' (জাসিয়া : ২৭)

জগতের সকল ক্ষমতার উৎস একমাত্র আল্লাহ তাআলা। কোনও নবী, ওলি, পীর, ফেরেশতার নিজস্ব কোনও ক্ষমতাই নেই। তারপর 'তাখবিফে উখরবি (تخويف أخروي) বর্ণনা করা হয়েছে,

يَوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَّخْسَرُ الْمُبْطِلُوْنَ.

'যে দিন কিয়ামত সংঘটিত হবে, সে দিন বাতিলপন্থীগণ কঠিনভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে।' (জাসিয়া : ২৭)

তারপর সূরার শেষে গিয়ে সম্পূরক আলোচনা হিসেবে বলা হয়েছে,

فَلِلّٰهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمٰوٰتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَلَهُ الْكِبْرِيَآءُ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ.

'মোদ্দাকথা সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি আকাশমণ্ডলীর মালিক, পৃথিবীর মালিক, জগতসমূহেরও মালিক। এবং সমস্ত গৌরব তাঁরই, আকাশমণ্ডলীতেও এবং পৃথিবীতেও। তাঁরই ক্ষমতা পরিপূর্ণ, হেকমতও পরিপূর্ণ।' (জাসিয়া : ৩৬-৩৭)

যেহেতু আসমান ও জমিনের কর্তৃত্ব আল্লাহর কবজায়, তাই সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহরই প্রাপ্য। কারণ আল্লাহ তাআলাই আসমান জমিনের একমাত্র রব। তিনিই সবকিছুর নিয়ন্তা।

২. মুশরিকরা আল্লাহ ছাড়া আরো উপাস্য মানে। নবীগন তাদেরকে শিরক থেকে বিরত রাখার মেহনত করেন। মুশরিকরা নবীগণের কথা না শুনে শিরকে লিপ্ত থাকে। আল্লাহ তখন আযাব পাঠিয়ে মুশরিকদের ধ্বংস করেন। রাসূলগণকে আযাব থেকে বাঁচিয়ে দেন।

سُبْحٰنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ ﴿١٨٠﴾ وَسَلٰمٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ ﴿١٨١﴾ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿١٨٢﴾

'তোমার প্রতিপালক, যিনি ক্ষমতার মালিক, তারা যা বলছে, তা হতে পবিত্র। আর সালাম হোক রাসূলদের প্রতি। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি জগতসমূহের প্রতিপালক।' (সফফাত : ১৮০-১৮২)

قُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَسَلٰمٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى ۚ آٰللّٰهُ خَيْرٌ اَمَّا يُشْرِكُوْنَ ﴿٥٩﴾

'(হে নবী!) বল, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই এবং সালাম তাঁর সেই বান্দাদের প্রতি যাদেরকে তিনি মনোনীত করেছেন। বল তো, আল্লাহ শ্রেষ্ঠ, নাকি যাদেরকে তারা আল্লাহর প্রভুত্বে অংশীদার বানিয়েছে তারা?'

৩. নবী-রাসূলের আযাব দেয়ার ক্ষমতা নেই। তাদের বিশেষত্ব এটাই যে, আল্লাহ তাদেরকে আযাব থেকে বাঁচিয়ে দেন। সুতরাং ইবাদতের উপযুক্ত, গায়েবানা হাজত পুরো করা, মুশরিকদের হালাক করা, নবী-রাসূলকে আযাব থেকে বাঁচিয়ে আনা একমাত্র আল্লাহরই কাজ। অন্য কারো এই ক্ষমতা নেই। এসব কারণে আল্লাহই একমাত্র প্রশংসার উপযুক্ত।

فَلَمَّا نَسُوْا مَا ذُكِّرُوْا بِهٖ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ اَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ ؕ حَتّٰۤى اِذَا فَرِحُوْا بِمَاۤ اُوْتُوْۤا اَخَذْنٰهُمْ بَغْتَةً فَاِذَا هُمْ مُّبْلِسُوْنَ ﴿٤٤﴾ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا ؕ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٤٥﴾

'তাদেরকে যে উপদেশ দেয়া হয়েছিল, তারা যখন তা ভুলে গেল, তখন আমি তাদের জন্য সমস্ত নেয়ামতের দুয়ার খুলে দিলাম। অবশেষে তাদেরকে যে নেয়ামত দেওয়া হয়েছিল যখন তাতে আমি অকস্মাৎ তাদেরকে ধরলাম। ফলে তারা সম্পূর্ণ নিরাশ হয়ে গেল। এভাবে যারা জুলুম করেছিল তাদের মূলোচ্ছেদ করা হলো এবং সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি জগতসমূহের প্রতিপালক।' (আনআম : ৪৪-৪৫)

৪. এই আয়াতে বলা হয়েছে, মুশরিকরা যখন শিরক থেকে বিরত হয় না, আল্লাহ তাদেরকে হালাক করে দেন। আল্লাহর আযাব নেমে এলে, মুশরিকদের ভ্রান্ত উপাস্যগুলো তাদের বাঁচাতে পারে না। এই প্রসঙ্গের ইতি

টানা হয়েছে 'আলহামদুলিল্লাহ' বলে। এখানে আলহামদুলিল্লাহর অর্থ হচ্ছে, মুশরিকদের হালাক করা, গায়েবানা হাজত পুরো করার উপযুক্ত সত্তা একমাত্র আল্লাহই।

৫. ফাতিহা, আনআম, কাহফ, সাবা, ফাতির-এই পাঁচটি সূরা শুরু হয়েছে 'আলহামদুলিল্লাহ' দিয়ে। এসব সূরায় একটি সাধারণ (কমন) বিষয় লক্ষ্য করবো: প্রতিটি সূরাতেই আলহামদুলিল্লাহর পর আল্লাহ তাআলার মা ফাওকাল আসবাব (ما فَوْقَ الأسْبَاب) সিফাত বর্ণনা করা হয়েছে। মানে, কোনও উপায়-উপকরণ ছাড়া আল্লাহর যেসব কাজ করেন, সেগুলোর কথা বলা হয়েছে। যেমন, কোনও মাধ্যম ছাড়াই আল্লাহর সবকিছু জানা, সবকিছুর ওপর কর্তৃত্বের অধিকারী হওয়া, মানুষের হেদায়াতের জন্য কিতাব নাযিল করা, সৃষ্টি করা, প্রতিপালন করা ইত্যাদি।

৬. একমাত্র আল্লাহই এসব সিফাতের অধিকারী। জগতের আর কারো পক্ষে এসব সিফাত অর্জন করা সম্ভব নয়। শোভনীয়ও নয়। এসব সিফাতের বর্ণনা সূরা নাজমের ৪৩-৫১ আয়াতে দেয়া হয়েছে,

وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ ﴿٤٣﴾ وَثَمُودَا فَمَا أَبْقَىٰ ﴿٥١﴾

'এবং এই যে, তিনিই হাসান ও কাঁদান... এবং ছামুদ (জাতি)-কেও। কাউকে বাকি রাখেননি।' (নাজম : ৪৩, ৫১)

৭. আলহামদুলিল্লাহ (الحمد لله)-এর মধ্যে তিন উমূম (عموم) ও এক খুসূস (خصوص) আছে।

১. তিন উমূম

ক. উমূমে হামদ (عموم حمد)। কারণ এতে আলিফ লামে ইস্তেগরাকি (استغراقي) আছে। এই আলিফ লাম তার মাদখুলের অর্থে উমূমিয়ত সৃষ্টি করে।

খ. উমূমে হামেদ (عموم حمد)। কারণ এখানে ফায়েল উহ্য। ফায়েল উহ্য থাকাটাও উমূমিয়ত সৃষ্টি করে।

গ. উমূমে ওয়াকতে হামদ (عموم وقت حمد)। এটা জুমলা ইসমিয়া। এই জুমলাও অর্থে উমুমিয়ত ধারণ করে।

২. এক খুসুস

এখানে মাহমুদ মানে প্রশংসিত সত্তা 'খুসুস'-নির্দিষ্ট। লিল্লাহ্ এর লাম টা তাখসীসের জন্য। মানে হামদ আল্লাহ্‌র জন্য খাস। মামদুহ হওয়া আল্লাহ্‌র জন্য খাস।

এই হিসেবে 'আলহামদুলিল্লাহ' অর্থ- প্রতিটি হামেদের, প্রতিটি হামদ, সবসময় আল্লাহ্‌র জন্য খাস।

৮. আপত্তি : ধরা যাক যায়েদ আমরের প্রশংসা করল। এটা আমরের প্রশংসা হল। আল্লাহর প্রশংসা কীভাবে হতে পারে? আগে যে বলা হলো, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য খাস?

উত্তর : আমরের এই প্রশংসা মূলত আল্লাহর ই প্রশংসা। কেননা আমরকে আল্লাহই প্রশংসাযোগ্য বানিয়েছেন। খাবারের প্রশংসা মূলত বাবুর্চিরই প্রশংসা। কারণ, বাবুর্চিই খাবারকে সুস্বাদু আর সুখাদ্য করে রান্না করেছেন।

দ্বিতীয় আপত্তি : নিম্নোক্ত আয়াতে আযাবের কথা বলার পর আল্লাহ তাআলা নিজের প্রশংসা করেছেন। অথচ প্রশংসা তো সাধারণত নেয়ামতের পরই করা হয়ে থাকে।

فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ.

'এভাবে যারা জুলুম করেছিল তাদের মূলোচ্ছেদ করা হল এবং সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি জগতসমূহের প্রতিপালক।' (আনআম : ৪৫)

জবাব : আল্লাহর পক্ষ থেকে আসা আযাবও একপ্রকার নেয়ামত। জালিমকে ধ্বংস করলে, মাজলুম বেঁচে যাবে। মাজলুমের চেয়ে জালিমের সংখ্যা কম। অল্প কজন জালিমকে আযাব দিয়ে ধ্বংস করলে, অসংখ্য মাজলুম বেঁচে যাবে না? এই আযাব কি মাজলুমের জন্য নেয়ামত নয়? তাছাড়া, যারা শিরকে লিপ্ত, তাদের তো বেঁচে থাকারই অধিকার নেই। আল্লাহ আযাব নাযিল করে জমিনকে শিরকমুক্ত করার উদ্যোগ নিয়েছেন, এ তো প্রশংসারই কথা।

## ১৪. সুবহানাল্লাহ (سبحان الله)

সাধারণত 'সুবহানাল্লাহ'-এর অর্থ করা হয়, আল্লাহ তাআলা যাবতীয় দোষত্রুটি ও অসম্পূর্ণতা থেকে পবিত্র। এই বহুল প্রচলিত অর্থটা শুদ্ধ হলেও

সর্বাঙ্গীণ সুন্দর নয়। কারণ, আল্লাহ তাআলা যাবতীয় দোষত্রুটি ও অসম্পূর্ণতা থেকে পবিত্র—কেউ এ কথা অস্বীকার করে না।

প্রতিটি বস্তুর পবিত্রতা আর সম্মান তার শান, মান ও অবস্থা অনুযায়ী হয়ে থাকে। মসজিদের পাক হওয়া, কাপড়ের পাক হওয়া, মানুষের পাক হওয়া নিজ নিজ অবস্থা অনুযায়ী হয়ে থাকে। আল্লাহ তাআলা পাক হওয়ার অর্থ হবে, সবকিছু জানা, সবকিছু শোনা, কোনও আসবাব-উপায় ছাড়া গায়েবানা হাজত পুরো করার ক্ষমতার ক্ষেত্রে আল্লাহর সাথে কোনও নবী, ওলী, ফেরেশতা শরিক নেই।

সুবহানাল্লাহর যথার্থ অর্থ হতে পারে : আল্লাহ তাআলা সেসব ভ্রান্ত উপাস্য থেকে পবিত্র, কিছু লোক যাদেরকে আল্লাহর সাথে শরিক মনে করে থাকে। আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

﴿سُبْحٰنَهٗ وَتَعٰلٰى عَمَّا يَصِفُوْنَ ﴿١٠٠﴾﴾

‘অথচ তারা আল্লাহর সম্পর্কে যা কিছু বলে, তিনি তা থেকে পবিত্র ও বহু ঊর্ধ্বে।’ (আনআম : ১০০)

سُبْحٰنَ اللّٰهِ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ.

‘তারা যে শিরক করে, তা হতে আল্লাহ পবিত্র!’ (তূর : ৪৩)

ফয়সালা : আলহামদুলিল্লাহ ও সুবহানাল্লাহর নির্যাসার্থ (হাসেল মানা) প্রায় একই।

## ১৫. যিকরুল্লাহ (ذکر الله)-এর মাকসাদ উদ্দেশ্য

১. জনমনে একথা প্রচলিত, যিকরুল্লাহ মানে রাতে উঠে আল্লাহ আল্লাহ করা, তাসবিহের দানা টিপে বা আঙুলের কড়ে গুনে কিছু পড়ার নামই যিকির। কেউ কেউ দৈনিক, সাপ্তাহিক ও মাসিক যিকির-ওযিফার জন্য সময়ও নির্ধারণ করে রাখে। এর সপক্ষে একটি আয়াত ও হাদীসে পেশ করা হয়,

﴿فَاذْكُرُوْنِيْٓ اَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوْا لِيْ وَلَا تَكْفُرُوْنِ ﴿١٥٢﴾﴾

‘সুতরাং তোমরা আমাকে স্মরণ কর, আমি তোমাদেরকে স্মরণ করব আর আমার শোকর আদায় কর, আমার অকৃতজ্ঞতা করো না।’ (বাকারা : ১৫২)

يقولُ اللهُ تَعالى: أنا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي، وأنا معهُ إذا ذَكَرَنِي، فإنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي، وإنْ ذَكَرَنِي فِي مَلَإٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَإٍ خَيْرٍ منهمْ.

'আল্লাহ তাআলা বলেন, আমার সম্পর্কে আমার বান্দার ধারণা মোতাবেক আমি। আমি তার সাথে থাকি যখন সে আমাকে স্মরণ করে। যদি সে আমাকে তার অন্তরে স্মরণ করে আমি তাকে আমার অন্তরে স্মরণ করি। যদি সে আমাকে মজলিসে স্মরণ করে আমি তাকে তাদের চেয়ে উত্তম মজলিসে স্মরণ করি।' (আবু হুরায়রা রা। বুখারি : ৭৪০৫)

২. এ ধরনের আয়াত ও হাদীস থেকে কেউ কেউ ধরে নিয়েছে, দলবদ্ধ হয়ে, উঁচু আওয়াজে, সুরেলা কণ্ঠে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বা অন্য কোনও বাক্য বলাই যিকির। কিন্তু কুরআন কারীমের অসংখ্য আয়াত থেকে বোঝা যায়: মৌখিকভাবে 'আল্লাহ আল্লাহ' করার মাঝেই যিকরুল্লাহ সীমাবদ্ধ নয়। হাঁ, 'আল্লাহ আল্লাহ' করা যিকিরের একটি প্রকার।

ক. সুখে-দুঃখে ও অন্যান্য প্রয়োজনে গায়েবানা হাজতের জন্য কোনও শরিক না করে শুধু আল্লাহকে ডাকাও যিকির।

খ. খোলা ময়দানে গলা উঁচিয়ে তাওহিদের কথা বলাও যিকির।

এই ভাবগুলো নিম্নোক্ত আয়াত ফুটে উঠেছে,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱذْكُرُوا۟ ٱللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا ﴿٤١﴾ وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ﴿٤٢﴾

'হে মুমিনগণ! আল্লাহকে স্মরণ কর অধিক পরিমাণে। এবং সকাল ও সন্ধ্যায় তার তাসবীহ পাঠ কর।' (আহযাব : ৪১-৪২)

**বসিরাহ :** আয়াতের শেষাংশ থেকে পরিষ্কার বোঝা যায়, সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহ তাআলাকে সব ধরনের শরিক থেকে পবিত্র ঘোষণা করাও যিকির। গাইবের ইলমের অধিকারী হওয়া, হাজের-নাজের হওয়া, গায়েবানা হাজত পুরো করার ক্ষেত্রে আল্লাহকে সমস্ত শরিক থেকে মুক্ত ঘোষণা করাও যিকির।

وَٱذْكُرِ ٱسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا ﴿٨﴾ رَّبُّ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَٱتَّخِذْهُ وَكِيلًا ﴿٩﴾

'এবং প্রতিপালকের নামে যিকির কর এবং সকলের থেকে পৃথক হয়ে সম্পূর্ণরূপে তাঁরই হয়ে থাক। তিনি উদায়চল ও অস্তাচলের মালিক। তিনি ছাড়া কোন মাবুদ নেই। সুতরাং তাকেই কর্মবিধায়করূপে গ্রহণ কর।' (মুযযাম্মিল : ৮-৯)

**বসিরাহ :** একমাত্র আল্লাহকেই উকিল-কর্মবিধায়ক হিসেবে গ্রহণ করা, একমাত্র আল্লাহকেই পূর্ব-পশ্চিমের প্রতিপালক হিসেবে গ্রহণ করা, গাইরুল্লাহকে কর্মবিধায়ক মনে না করাও যিকির।

وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَّاَصِيْلًا ﴿۲۵﴾ وَمِنَ الَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهٗ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيْلًا ﴿۲۶﴾

'এবং নিজ প্রতিপালকের যিকির কর সকাল ও সন্ধ্যায়। এবং রাতের কিছু অংশেও তাঁর সম্মুখে সেজদা কর এবং রাতের দীর্ঘক্ষণ তাঁর তাসবীহে রত থাক।' (দাহর : ২৫-২৬)

**বসিরাহ :** এই আয়াত দুটিকে উপরে বর্ণিত সূরা আহযাবের আয়াতের সাথে মিলিয়ে পড়লে অর্থ দাঁড়ায়, গায়েবানা হাজত পূরণের জন্য সবসময় আল্লাহকেই ডাকা, একমাত্র আল্লাহকেই সেজদা করাও 'যিকির'।

وَاِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَحْدَهُ اشْمَاَزَّتْ قُلُوْبُ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ ۚ وَاِذَا ذُكِرَ الَّذِيْنَ مِنْ دُوْنِهٖۤ اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُوْنَ ﴿۴۵﴾

'যখন এক আল্লাহকে স্মরণ করা হয়, তখন যারা আখেরাতে ঈমান রাখে না তাদের অন্তর বিরক্ত হয় আর যখন তাকে ছাড়া অন্যের কথা বলা হয়, অমনি তারা আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে ওঠে।' (যুমার : ৪৫)

**বসিরাহ :** এই আয়াতে অর্থ দাঁড়ায়, গায়েবানা হাজতের জন্য যখন শুধু আল্লাহকেই ডাকা হয়, তখন মুশরিকদের মন সংকুচিত হয়ে যায়। তারা এ বিষয়ক আলোচনার প্রতি বিরূপ মনোভাবাপন্ন হয়ে পড়ে। একথা আরো পরিষ্কার হয়ে যায় এই আয়াতে,

ذٰلِكُمْ بِاَنَّهٗۤ اِذَا دُعِيَ اللّٰهُ وَحْدَهٗ كَفَرْتُمْ ۚ وَاِنْ يُّشْرَكْ بِهٖ تُؤْمِنُوْا .

'(উত্তর দেওয়া হবে,) তোমাদের এ অবস্থার কারণ হলো, যখন এক আল্লাহকে

ডাকা হত, তখন তোমরা তাকে অস্বীকার করতে। আর যদি তার সাথে অন্য কাউকে শরিক করা হত, তোমরা তাতে বিশ্বাস করতে।' (মুমিন : ১২)

**বসিরাহ :** আল্লাহর কথাতেই তাদের যত ব্যারাম। কুফর-শিরকে তাদের যত আরাম।

اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوْبُهُمْ بِذِكْرِ اللّٰهِ ۗ اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوْبُ ﴿٢٨﴾

'এরা সেই সব লোক, যারা ঈমান এনেছে এবং যাদের অন্তর আল্লাহর যিকিরে প্রশান্তি লাভ করে। স্মরণ রেখ, কেবল আল্লাহর যিকিরই সেই জিনিস, যা দ্বারা অন্তরে প্রশান্তি লাভ হয়।' (রাদ : ২৮)

**বসিরাহ :** মুমিনের হালত মুশরিকদের সম্পূর্ণ বিপরীত। তারা শুধু আল্লাহর যিকিরেই শান্তি পায়। স্বস্তি লাভ করে।

هٰذَا ذِكْرُ مَنْ مَّعِيَ وَذِكْرُ مَنْ قَبْلِيْ.

'এটা যারা আমার সঙ্গে আছে তাদের জন্য উপদেশ এবং তাও (অর্থাৎ পূর্ববর্তী কিতাবসমূহ)-ও সামনে রয়েছে। যার ভেতর আমার পূর্ববর্তী লোকদের জন্য উপদেশ ছিল।' (আম্বিয়া : ২৪)

**বসিরাহ :** তার মানে সমস্ত নবী-রাসূলের যিকির একই ছিল। যিকির মানে মাসয়ালায়ে তাওহিদ। তাওহিদের বাণী।

فِيْ بُيُوْتٍ اَذِنَ اللّٰهُ اَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيْهَا اسْمُهٗ ۙ يُسَبِّحُ لَهٗ فِيْهَا بِالْغُدُوِّ وَالْاٰصَالِ ﴿٣٦﴾

'আল্লাহ ঘরগুলিকে উচ্চমর্যাদা দিতে এবং তাতে তাঁর নাম উচ্চারণ করতে আদেশ করেছেন, তাতে সকাল ও সন্ধ্যায় তাসবীহ পাঠ করে।' (নূর : ৩৬)

**বসিরাহ :** অর্থাৎ কিছু জায়গায় সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহকে ডাকা হয়। এসব জায়গা ও আল্লাহকে ডাকা ব্যক্তিগণ আল্লাহর খুবই প্রিয়।

৩. কিছু আয়াতে 'যিকির' মানে কুরআন কারীম।

وَاَنْزَلْنَاۤ اِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ اِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ ﴿٤٤﴾

'(হে নবী!) আমি তোমার প্রতিও এই কিতাব নাযিল করেছি, যাতে তুমি মানুষের সামনে সেই সব বিষয়ের ব্যাখ্যা করে দাও, যা তাদের প্রতি নাযিল করা হয়েছে এবং যাতে তারা চিন্তা করে।' (নাহল : ৪৪)

নিম্নোক্ত আয়াতে বিষয়টি আরো স্পষ্ট হয়ে উঠেছে,

لَقَدْ اَنْزَلْنَآ اِلَيْكُمْ كِتٰبًا فِيْهِ ذِكْرُكُمْ.

'(পরিশেষে) আমি তোমাদের প্রতি নাযিল করেছি এমন এক কিতাব, যার ভেতর তোমাদের জন্য উপদেশ রয়েছে।' (আম্বিয়া : ১০)

৪. এসব আয়াত থেকে বোঝা যায়, তালিম, তাআল্লুম, তাবলিগ, দীনের প্রচার প্রসার সবই যিকিরের অন্তর্ভুক্ত। কুরআন কারীমে 'যিকরুল্লাহ'র জন্য কখনো 'ফি সাবিলিল্লাহ' শব্দও ব্যবহৃত হয়েছে। মুনাফিক ও আহলে কিতাবকে হুমকিধমকি দেয়া হয়েছে। কারণ তারা 'সাবিলিল্লাহ'-তে বাধা সৃষ্টি করে। জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ করা হয় 'তাওহিদ' প্রতিষ্ঠার জন্য।

৫. আলহামদুলিল্লাহ ও যিকরুল্লাহ-এর খোলাসা অর্থ এক। অর্থাৎ শুধু আল্লাহকেই উপায়-উপকরণের সাহায্য ছাড়া হাজত পূরণকারী বিশ্বাস করা।

## ১৬. দূনা (دون)-এর তাহকিক

১. এই মূলনীতির উদ্দেশ্য কিছু বিদআতি, কবরপূজারির ভ্রান্ত বিশ্বাস ও বিভ্রান্তিকর কথাবার্তা রদ করা। কুরআন কারীমের তরজমাগুলোতে (مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ) এর অর্থ করা হয়েছে 'আল্লাহ ছাড়া'। এই তরজমার সুযোগে শিরক-বেদাতে লিপ্ত কিছু সুযোগসন্ধানি ব্যক্তি অন্যায় ফায়েদা লোটার বন্দোবস্ত করে নিয়েছে। তারা সাধারণ মানুষকে ধোঁকায় ফেলে দিয়েছে।

তারা বলে থাকে, কুরআন বলছে, প্রয়োজন পূরণের জন্য আল্লাহ ছাড়া (مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ) অন্য কাউকে ডাকলে, আল্লাহ ছাড়া (বাদ দিয়ে) অন্য কারো ইবাদত করলে শিরক হয়। আমরা তো আল্লাহর সাথেই অন্যদের ডাকি। সুতরাং আমাদের এই ডাকাডাকি শিরক হবে না। তার এও বলে, মুক্কার মুশরিকরা আল্লাহর ইবাদত না করে শুধু গাইরুল্লাহর ইবাদত করত, এজন্যই তাদেরকে মুশরিক বলা হয়েছে। আমরা আল্লাহর ইবাদত করি, পাশাপাশি অন্যদেরকে ডাকি। এটা শিরক নয়।

জবাব : ডাহা মিথ্যা কথা। মক্কার মুশরিকরাও আল্লাহর সাথেই অন্যদের ডাকে। কুরআনে আছে,

مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى.

'আমরা তাদের উপাসনা করি কেবল এজন্য যে, তারা আমাদেরকে আল্লাহর নিকটবর্তী করে দেবে।' (যুমার : ৩)

২. হাদীস শরীফে আছে, জাহেলি যুগে মুশরিকরা বাইতুল্লাহ তাওয়াফের সময় বলত,

لبيك لا شريك لك الا شريكا لك تملكه وما ملك.

'লাব্বাইক, আপনার কোনও শরিক নেই। কিন্তু হে আল্লাহ! আপনার আরও একজন শরিক আছে আপনিই যার মালিক এবং সে কিছুরই মালিক নয়।' (ইবনে আব্বাস রা। মুসলিম : ১১৮৫)

৩. মক্কার মুশরিকরাও আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে ডাকত না। এরপরও তাদেরকে আল্লাহ কাফের বলে আখ্যা দিয়েছেন। সুতরাং বোঝা গেল, বিশেষ বিশ্বাস নিয়ে 'মা সিওয়াল্লাহ (ما سوى الله)-কে ডাকাই শিরক। গাইরুল্লাহকে আল্লাহর সাথে ডাকুক বা আল্লাহ ছাড়া ডাকুক।

৪. ভ্রষ্টরা আরো বলে, দুনাল্লাহ মানে গাইরুল্লাহ। অর্থাৎ, গাইরুল্লাহ মানে আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে ডাকতে নিষেধ করা হয়েছে। আমরা ওলামা ও বুযুর্গদের ডেকে থাকি। তারা আল্লাহর জাত (সত্তার) গাইর নন। সুতরাং আমাদের এই ডাক শিরক হবে না।

জবাব : অভিধান হিসেবে 'দূনা' 'গাইর'-এর অর্থে ব্যবহৃত হয়। গাইরের অর্থ মুগায়েরত। অর্থাৎ, এক যাতের ওপর আরেক জাত সাদেক না আসা। আর জাতে বারি, আম্বিয়া ও আউলিয়ার জাতের গাইর; আইন নয়। সুতরাং এই ডাকাডাকি শিরক হবে। এই কারণেই আল্লাহ তাআলা নাসারাদের কাফের বলেছেন,

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ.

'যারা বলে, মারইয়াম তনয় মাসীহই আল্লাহ, তারা নিশ্চিত কাফের হয়ে গিয়েছে।' (মায়েদা : ১৭)

## ১৭. 'কিতাব' (الكتاب) শব্দটির অর্থ

১. কিতাব শব্দটি যদি সূরার শুরুতে এলে কখনো তার অর্থ হয় 'কুরআন কারীম',

ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ فِيْهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ.

'এটি এমন কিতাব, যার মধ্যে কোনও সন্দেহ নেই। এটা হেদায়াত এমন ভীতি অবলম্বনকারীদের জন্য।' (বাকারা : ২)

২. আবার কখনো খোদ সেই সূরাই উদ্দেশ্য হয়। সূরা ইউনুস, ইউসুফ ও শুআরার শুরুতে আছে।

الٓرٰ تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ الْحَكِيْمِ.

'আলিফ-লাম-রা। এসব হিকমতপূর্ণ কিতাবের আয়াত।' (ইউনুস : ১)

৩. কখনো সেই সূরার দাওয়া উদ্দেশ্য হয়।

تَنْزِيْلُ الْكِتٰبِ مِنَ اللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ.

'এ কিতাব নাযিল করা হচ্ছে আল্লাহর পক্ষ হতে, যিনি মহা ক্ষমতাবান, সর্বজ্ঞানের অধিকারী।' (মুমিন : ১)

এই আয়াতে কিতাব থেকে উদ্দেশ্য সূরার দাওয়া অর্থাৎ,

فَادْعُوا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ.

'সুতরাং (হে মানুষ!) তোমরা আল্লাহকে এভাবে ডাক যে, আনুগত্য কেবল তাঁরই জন্য খালেস থাকবে।' (গাফের : ১৩)

৪. আর কিতাব শব্দটি যদি সূরার মাঝে আসে, আগে পরে আহলে কিতাবের আলোচনা হলে, পূর্ববর্তী কিতাব উদ্দেশ্য হবে

أَنْ تَقُوْلُوْٓا إِنَّمَآ أُنْزِلَ الْكِتٰبُ عَلٰى طَآئِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا وَإِنْ كُنَّا عَنْ دِرَاسَتِهِمْ لَغٰفِلِيْنَ.

'(আমি এ কিতাব নাযিল করেছি এজন্য) পাছে তোমরা কখনও বল, কিতাব তো নাযিল করা হয়েছিল আমাদের পূর্বের দুটি সম্প্রদায় (ইহুদি ও খ্রিস্টান)-এর প্রতি। তারা যা কিছু পড়ত ও পড়াত আমরা সে সম্পর্কে বিলকুল অজ্ঞাত ছিলাম।' (আনআম : ১৫৬)

এখানে 'আলকিতাব' মানে তাওরাত ও ইঞ্জিল। আর কিতাবের সিফাত যদি 'মুবারক' বা 'মুসাদ্দিক' আসে, তাহলে 'আলকিতাব' মানে কুরআন কারীম।

## ১৮. কিতাব ও কুরআনের মাঝে পার্থক্য

কোথাও কিতাব ও কুরআন উভয় শব্দ উল্লেখ হলে, কিতাব থেকে উদ্দেশ্য পূর্ববর্তী আসমানি কিতাব। কুরআন থেকে এই কুরআন উদ্দেশ্য হবে,

الٓرۚ تِلْكَ ءَايَٰتُ ٱلْكِتَٰبِ وَقُرْءَانٍ مُّبِينٍ.

'আলিফ-লাম-রা। এগুলো (আল্লাহর) কিতাব ও সুস্পষ্ট কুরআনের আয়াত।' (হিজর : ১)

## ১৯. হাকীম (حكيم) ও মুবিন (مبين) এর মাঝে পার্থক্য

সূরার শুরুতে কখনো হাকিম শব্দ কখনো মুবিন শব্দ উল্লিখিত হয়। সূরার শুরুতে হাকিম শব্দ থাকলে ধরে নেয়া যেতে পারে, এই সূরায় তাওহিদের পক্ষে দালায়েলে আকলি বা বুদ্ধিবৃত্তিক বর্ণিত হবে,

الٓرۚ تِلْكَ ءَايَٰتُ ٱلْكِتَٰبِ ٱلْحَكِيمِ.

'আলিফ-লাম-রা। এসব হিকমতপূর্ণ কিতাবের আয়াত।' (ইউনুস : ১)

মুবিন শব্দ থাকলে ধরে নেয়া যেতে পারে দালায়েলে নকলি বর্ণিত হবে। দালায়েলে নকলি মানে কোনও ব্যক্তি বা বস্তুর ঘটনা বর্ণনার মাধ্যমে তাওহিদের পক্ষে যুক্তি তুলে ধরা হবে।

الٓرۚ تِلْكَ ءَايَٰتُ ٱلْكِتَٰبِ ٱلْمُبِينِ.

'আলিফ-লাম-রা। এসব ওই কিতাবের আয়াত, যা সত্যকে পরিস্ফুটকারী।' (ইউসুফ : ১)

## ২০. রূহ থেকে উদ্দেশ্য

কুরআন কারীমে রূহ শব্দটি কয়েকটি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

১. প্রাণ, যা প্রতিটি প্রাণীর মাঝে বিদ্যমান

وَيَسْئَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ. قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي.

'(হে নবী!) তারা তোমাকে রূহ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। বলে দাও, রূহ আমার প্রতিপালকের হুকুমঘটিত। তোমাদেরকে যে জ্ঞান দেওয়া হয়েছে, তা সামান্য মাত্র।' (ইসরা : ৮৫)

২. জিবরীল

تَنَزَّلُ الْمَلَٰٓئِكَةُ وَالرُّوحُ.

'সে রাতে ফেরেশতাগণ ও রূহ (জিবরীল) অবতীর্ণ হয়।' (কদর : ৪)

আর রূহের সাথে আলকুদুস সিফাত যুক্ত থাকে, তাহলে রূহ মানে নিশ্চিতভাবেই জিবরীল হবে।

وَأَيَّدْنَٰهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ.

'এবং রুহুল কুদুসের মাধ্যমে তাকে শক্তিশালী করেছি।' (বাকারা : ৮৭)

৩. মাসয়ালায়ে তাওহিদ

يُنَزِّلُ الْمَلَٰٓئِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِۦ عَلَىٰ مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِۦ.

'তিনি নিজ বান্দাদের মধ্যে যার প্রতি ইচ্ছা নিজ হুকুমে প্রাণ সঞ্চারক ওহীসহ ফেরেশতা অবতীর্ণ করেন।' (নাহল : ২)

## ২১. মাযি (مَاضِي)-এর কিছু সীগার তাহকিক

স্বাভাবিকভাবে মাযির সীগা অতীতকালের ওপর দালালত করে। তবে, কখনো করিনার ভিত্তিতে দাওয়াম ও ইসতেমরারের ওপরও দালালত করে।

سُورَةٌ أَنزَلْنَٰهَا وَفَرَضْنَٰهَا وَأَنزَلْنَا فِيهَآ ءَايَٰتٍۭ بَيِّنَٰتٍ لَّعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ.

'এটি একটি সূরা, যা আমি নাযিল করেছি এবং যা (অর্থাৎ যার বিধানাবলি) আমি ফরয করেছি এবং এতে আমি নাযিল করেছি সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ যাতে তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর।' (নূর : ১)

এখানে (أَنزَلْنَٰهَا) অর্থ আমি নাযিল করেছি নয়, বরং অর্থ হবে আমি নাযিল

করছি। কেননা, এই শব্দটি সূরার শুরুতে। এখনো পর্যন্ত সূরাটি নাযিল হয়নি। সামনে নাযিল করা হবে।

وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ.

'অথচ তিনি তোমাদের জন্য (সাধারণ অবস্থায়) যা কিছু হারাম করেছেন তা তিনি তোমাদেরকে বিশদভাবে জানিয়ে দিয়েছেন, তবে তোমরা যা খেতে বাধ্য হয়ে যাও (তার কথা ভিন্ন। হারাম হওয়া সত্ত্বেও তখন তা খাওয়ার অনুমতি থাকে)।' (আনআম : ১১৯)

এখানে (وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم) অর্থ হবে আমি বিস্তারিত বর্ণনা করছি। কেননা যদি অর্থ করা হয়, আমি বিস্তারিত বর্ণনা করেছি, সেটা ভুল হবে। কারণ এখনো বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়নি।

## ২২. আমর (أَمْر)-র কিছু সিগার তাহকিক

আমর মানে আদেশ। আমরের সীগা দ্বারা শুধু আদেশই বোঝায় না। আমরের সীগা আদেশ ছাড়া আরও কয়েকটি অর্থে ব্যবহৃত হয়। সাধারণত আমরের সীগা দ্বারা কোনও কাজ একবার করার আদেশ বা অনুরোধ করা হয়। কখনো কখনো কাজটি বারবার, একটানা করার কথাও বলা হয়। এই হিসেবে আমরের সীগা দ্বারা দুটি উদ্দেশ্য হয়,

**ক. কাজটি অস্তিত্বে আনা (إِيْجَاد)**

খ. কাজটিকে স্থায়িত্ব দেয়া (إِبْقَاء،اسْتِمْرَار)। নবীজি সা. বলেছেন,

اقْرَأ ابْنَ حُضَيْرٍ.

'হুযাইরপুত্র, তুমি যদি পড়তে থাকতে!' (আবু সাইদ খুদরি রা। মুসলিম : ৭৯৬)

اتْلُ مَا أُوْحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتٰبِ.

এই আয়াতে (اتْلُ) অর্থ আপনি তিলাওয়াত করুন বা আপনি একবার তিলাওয়াত করুন নয়। সঠিক অর্থ হলো আপনি তিলাওয়াত করতে থাকুন। (আনকাবূত : ৪৫)

সূরা কাহফের ২৮ নাম্বার আয়াতের অর্থও একই।

**২৩.** কুরআনি বর্ণনা 'মা' (ما) কয়েকটি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। কিছু জায়গায় 'মা' দ্বারা মাসয়ালায়ে তাওহিদ বর্ণনা করা হয়েছে। এসব স্থানে তরজমা করার সময় 'মা'-র স্পষ্ট করে দেয়া জরুরি।

১. মাসয়ালায়ে তাওহিদ

الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِالْكِتٰبِ وَبِمَآ اَرْسَلْنَا بِهٖ رُسُلَنَا فَسَوْفَ يَعْلَمُوْنَ.

'যারা মিথ্যা সাব্যস্ত করেছে কিতাবকে ও সেসব বস্তুকে (মাসয়ালায়ে তাওহিদ) যেগুলোসহ আমি আমার রাসূলগণকে পাঠিয়েছি। তারা অচিরেই জানতে পারবে।' (গাফের : ৭০)

وَقَالُوْا قُلُوْبُنَا فِيْٓ اَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُوْنَآ اِلَيْهِ وَفِيْٓ اٰذَانِنَا وَقْرٌ وَّمِنْۢ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ فَاعْمَلْ اِنَّنَا عٰمِلُوْنَ.

'তারা (মক্কাবাসীরা) বলেছেন, তুমি যে বিষয়ের (মাসয়ালায়ে তাওহিদ) দিকে আমাদের ডাকছ, আমাদের অন্তর সেসব বিষয়ে পর্দাবৃত আছে।' (ফুসসিলাত : ৫)

اِذْ جَآءَتْهُمُ الرُّسُلُ مِنْۢ بَيْنِ اَيْدِيْهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ اَلَّا تَعْبُدُوْٓا اِلَّا اللّٰهَ قَالُوْا لَوْ شَآءَ رَبُّنَا لَاَنْزَلَ مَلٰٓئِكَةً فَاِنَّا بِمَآ اُرْسِلْتُمْ بِهٖ كٰفِرُوْنَ.

'এটা সেই সময়ের কথা, যখন তাদের কাছে রাসূলগণ এসেছি (কখনও) তাদের সম্মুখ দিক থেকে এবং (কখনও) তাদের পেছন দিক থেকে, এই বার্তা নিয়ে যে, তোমরা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও ইবাদত করো না। তারা বলেছিল, আমাদের প্রতিপালক চাইলে ফেরেশতাদেরকে পাঠাতেন। সুতরাং তোমাদেরকে যে বিষয়সমূহ (মাসয়ালায়ে তাওহিদ) পাঠানো হয়েছে আমরা তা মানতে অস্বীকার করছি।' (ফুসসিলাত : ১৪)

২. শিরকি কাজকর্ম

اَفَلَمْ يَسِيْرُوْا فِي الْاَرْضِ فَيَنْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوْٓا اَكْثَرَ مِنْهُمْ وَاَشَدَّ قُوَّةً وَّاٰثَارًا فِي الْاَرْضِ فَمَآ اَغْنٰى عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ.

'তবে কি তারা ভূমিতে বিচরণ করে দেখেনি, তাদের পূর্বে যারা ছিল তাদের পরিণাম কী হয়েছে? তারা সংখ্যায় তাদের চেয়ে বেশি ছিল এবং শক্তিকে ও

পৃথিবীতে রেখে যাওয়া কীর্তিতেও তাদের উপরে ছিল। তা সত্ত্বেও তারা যা অর্জন করত (শিরকি ক্রিয়াকর্ম) তা তাদের কোনও কাজে আসেনি।' (গাফের : ৮২)

**বসিরাহ :** এখানে 'মা' অর্থ শিরকি কর্মকাণ্ড। তারা পীর-ফকির, বাবা ভাণ্ডারির নামে নযর-মানত করত। তাদের ভ্রান্তবিশ্বাস ছিল, বিপদে মুসিবতে বাবা তাদের বাঁচাবে।

وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَٰهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ فَأَخَذَتْهُمْ صَٰعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ.

'থাকল সামূদের কথা। আমি তাদেরকে সরল পথ দেখিয়েছিলাম, কিন্তু তারা সরল পথ অবলম্বনের চেয়ে বিভ্রান্ত থাকাকেই বেশি পছন্দ করল। সুতরাং তারা যা অর্জন করেছিল (শিরকি কর্মকাণ্ড) তার ফলে তাদেরকে আঘাত হানল লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তির বজ্র।' (ফুসসিলাত : ১৭)

৩. মিথ্যা কিসসা-কাহিনী

فَلَمَّا جَآءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَٰتِ فَرِحُوا بِمَا عِندَهُم مِّنَ الْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِۦ يَسْتَهْزِءُونَ.

'সুতরাং তাদের রাসূলগণ যখন তাদের কাছে সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী নিয়ে আসল, তখনও তারা তাদের কাছে যে জ্ঞান ছিল তারই বড়াই করতে লাগল। ফলে তারা যা নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করত তাই তাদেরকে পরিবেষ্টন করে ফেলল।' (গাফের : ৮৩)

**বসিরাহ :** এখানে 'মা' থেকে উদ্দেশ্য শিরকি কথাবার্তা। ভ্রষ্ট পীর, ভণ্ড ধর্মপ্রচারকদের বানানো মিথ্যা, মনগড়া কিসসা কাহিনী।

৪. ভ্রান্ত উপাস্য

تَدْعُونَنِى لِأَكْفُرَ بِاللَّهِ وَأُشْرِكَ بِهِۦ مَا لَيْسَ لِى بِهِۦ عِلْمٌ.

'তোমরা আমাকে এই দাওয়াত দিচ্ছ যে, আমি যেন আল্লাহকে অস্বীকার করি এবং তাঁর সঙ্গে এমন বস্তুকে শরিক করি, যাদের সম্পর্কে আমার কোনও জ্ঞান নেই।' (গাফের : ৪২)

**বসিরাহ্ :** এখানে 'মা' অর্থ মাবুদে বাতেলা। ভ্রান্ত উপাস্য। আর বিহি (بِهٖ) যমিরের মুযাফ উহ্য আছে, (بِمَعْبُوْدِيَّتِهٖ)।

وَكَيْفَ أَخَافُ مَآ أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُم بِاللّٰهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهٖ عَلَيْكُمْ سُلْطٰنًا.

'তোমরা যে সকল জিনিসকে আল্লাহর শরিক বানিয়ে নিয়েছ আমি কিভাবেই বা তাদেরকে ভয় করতে পারি, যখন তোমরা ওই সকল জিনিসকে আল্লাহর শরিক বানাতে ভয় করছ না, যাদের বিষয়ে তিনি তোমাদের প্রতি কোনও প্রমাণ অবতীর্ণ করেননি?' (আনআম : ৮১)

**বসিরাহ্ :** এখানে 'মা' অর্থ ভ্রান্ত উপাস্য। আর বিহি (بِهٖ) যমিরের মুযাফ উহ্য আছে- (بِمَعْبُوْدِيَّتِهٖ)।

## ২৪. সুম্মা (ثُمَّ)-এর ব্যবহার

কুরআন কারীম সুম্মা কয়েকটি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

১. তারাখি বা তাকিব (التَّرَاخِيْ فِي الزمان أو تعقيبِ زَمَانِيْ)। এটাই সুম্মার আসল অর্থ। সুম্মার পরের অংশ সুম্মার আগের অংশের পরে ঘটা। পরে অস্তিত্ব লাভ করা।

২. (تَعْقِيْبِ ذِكْرِيْ)। সুম্মার পরের অংশ শুধু উল্লেখ বা আলোচনাতেই পরে আসে। বাস্তবে সুম্মার পরবর্তী বিষয় সুম্মার পূর্ববর্তী বিষয়ের চেয়ে আগেও ঘটতে পারে পরেও ঘটতে পারে। এক্ষেত্রে তরজমা এভাবে হবে, প্রথম বিষয়ের পর এবার দ্বিতীয় বিষয়টি জেনে নাও।

وَلَقَدْ خَلَقْنٰكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنٰكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ فَسَجَدُوْٓا إِلَّآ إِبْلِيْسَ لَمْ يَكُنْ مِّنَ السّٰجِدِيْنَ.

'এবং আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি, তারপর তোমাদের আকৃতি গঠন করেছি, তারপর (একথা শুনে রাখো, আমি) ফেরেশতাদেরকে বলেছি, আদমকে সেজদা কর। সুতরাং সকলে সেজদা করল, ইবলিস ছাড়া। সে সেজদাকারীদের অন্তর্ভুক্ত হলো না।' (আরাফ : ১১)

فَقَالُوٓا۟ أَرِنَا ٱللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْهُمُ ٱلصَّٰعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ ثُمَّ ٱتَّخَذُوا۟ ٱلْعِجْلَ مِنۢ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ ٱلْبَيِّنَٰتُ.

'তারা (তাকে) বলেছিল, 'আমাদেরকে প্রকাশ্যে আল্লাহ দেখাও'। সুতরাং তাদের অবাধ্যতার কারণে তাদের উপর বজ্র আঘাত হেনেছিল। অতঃপর (একথা শুনে নাও) তাদের কাছে যে সুস্পষ্ট নিদর্শনসমূহ এসেছিল, তারপরও তারা বাছুরকে মাবুদ বানিয়ে নিয়েছিল।' (নিসা : ১৫৩)

**বসিরাহ :** এখানেও সুম্মাটি তাকিবে যিকরির অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। কারণ গোবৎসের পূজার পরেই তাদের ওপর আযাব নেমে এসেছিল।

৩. (للاستِبْعَاد)। সুম্মার আগের বস্তুটির অস্তিত্ব থাকাবস্থায়, সুম্মার পরের বস্তুতির অস্তিত্ব মেনে নেয়া সুস্থ মস্তিস্কের পক্ষে অসম্ভব হওয়া।

ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ وَجَعَلَ ٱلظُّلُمَٰتِ وَٱلنُّورَ ثُمَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ.

'সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি আকাশমণ্ডল ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন এবং অন্ধকার ও আলো বানিয়েছেন। তথাপি যারা কুফর অবলম্বন করেছে তারা অন্যকে নিজ প্রতিপালকের সমকক্ষ সাব্যস্ত করে।' (আনআম : ১)

**বসিরাহ :** আল্লাহ তাআলা সীমাহীন যোগ্যতা ও কর্মকুশলতার অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও মুশরিকরা 'উপাস্য' হওয়ার ব্যাপারে তাদের ভ্রান্ত উপাস্যদের আল্লাহর সমান উপাস্য মনে করে। তাদের এহেন বিশ্বাস সুস্থ চিন্তাধারী কারো পক্ষে মেনে নেয়া অসম্ভব। পরের আয়াতে আল্লাহ বলেছেন,

هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن طِينٍ ثُمَّ قَضَىٰٓ أَجَلًا ۖ وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُۥ ۖ ثُمَّ أَنتُمْ تَمْتَرُونَ.

'তিনিই সেই সত্তা, যিনি তোমাদেরকে নরম মাটি দ্বারা সৃষ্টি করেছেন, তারপর (তোমাদের জীবনের) একটি মেয়াদ স্থির করেছেন এবং (পুনরায় জীবিত হওয়ার) একটি নির্দিষ্ট কাল রয়েছে তারই নিকট। তারপরও তোমরা সন্দেহে পড়ে রয়েছ।' (আনআম : ২)

**বসিরাহ :** অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা এতসব গুণাবলির অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও 'তাওহিদের' ব্যাপারে সন্দেহ করা সুস্থ চিন্তার বিপরীত।

## ২৫. ইন্নামা (إِنَّمَا)-র তাহকীক

ইলমে মাআনি শাস্ত্রকারদের মতে 'ইন্নামা'-র অর্থ (مَا إِلَّا)। যাকে আমরা প্রচলিত অর্থে হাসর (حصر) বলে থাকি। হাসর মানে 'সীমাবদ্ধকরণ'। অর্থাৎ, ইন্নামা-র পরে বর্ণিত বিষয়গুলোর মাঝেই বিধান সীমাবদ্ধ। তবে, কুরআনের কিছু জায়গায় 'ইন্নামা' হাসরের জন্য ব্যবহৃত হয়নি; তাহকিক (تَحْقِيق)-র জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। তাহকিক মানে সুনিশ্চিতকরণ। অর্থাৎ ইন্নামার পরবর্তী বিষয়গুলোর অস্তিত্ব সুনিশ্চিত।

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ.

'তিনি তো তোমাদের জন্য কেবল মৃত জন্তু, রক্ত ও শূকর হারাম করেছেন এবং সেই জন্তুও যার প্রতি আল্লাহ ছাড়া অন্যের নাম উচ্চারণ করা হয়। হ্যাঁ, কোনও ব্যক্তি যদি চরম অনন্যোপায় অবস্থায় থাকে (ফলে এসব বস্তু হতে কিছু খেয়ে নেয়) আর তার উদ্দেশ্য মজা ভোগ করা না হয় এবং সে (প্রয়োজনের) সীমা অতিক্রমও না করে, তার কোনও গুনাহ নেই। নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।' (বাকারা : ১৭৩)

**বসিরাহ :** এখানে 'ইন্নামা' তাহকীকের অর্থে ববহৃত হয়েছে। হাসরের অর্থে ধরলে অর্থ হতো, আয়াতে বর্ণিত বিষয়গুলোই শুধু শরীয়তে হারাম, এর বাইরে আর কোনও হারাম নেই। অথচ এর বাইরে আরো হারাম বস্তু আছে। তাই এখানে ইন্নামা অর্থ হবে: ইন্নামা পরবর্তী বিষয়গুলো নিশ্চিতরূপে হারাম।

لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَّسْحُورُونَ.

'তবুও তারা একথাই বলবে যে, আমাদের দৃষ্টি সম্মোহিত করা হয়েছে, বরং আমরা এক যাদুগ্রস্ত সম্প্রদায়।' (হিজর : ১৫)

**বসিরাহ :** এই আয়াতেও ইন্নামা তাহকিকের অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

## ২৬. ইয (إِذْ)-এর বর্ণনা

ইয সম্পর্কে আলোচনা করা হয় মূলত একটি প্রশ্নের উত্তর দেয়ার জন্য।

প্রশ্নঃ কিছু মুফাসসির (وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَٰئِكَةِ) বা (إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ)-এর মাঝে বিদ্যমান ইযের মুতাআল্লিক বলা হয় উযকুর উহ্য ফেয়েলকে। এর অর্থ দাঁড়ায়, এসব ঘটনাবলি নবীজির আগে থেকেই জানা ছিল। অথচ অন্য আয়াতে এর বিপরীত বক্তব্য আছে।

উত্তরঃ শায়খুল কুরআন আল্লামা গোলামুল্লাহ খান রহ. বলেন, প্রয়োজন হলে উহ্য আমেল মানা যাবে। এখানে আমেল উহ্য মানার কোনও প্রয়োজন নেই। কারণ ইযের তাআল্লুক পরে আসা কালুর সাথে হতে পারে। যরফ তার আমেলের আগে আসতে পারে।

## ২৭. (وَلِيَعْلَمَ اللهُ)-এর তাহকিক

এ সম্পর্কে তিনটি বক্তব্য পাওয়া যায়,

ক. ওয়াও আতেফা। স্থান উপযোগী মাতুফ আলাইহি মাহযুফ মানা হবে।

وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ (لِيَبْتَلِيَكُم) وَلِيَعْلَمَ اللهُ.

‘এ তো দিন পরিক্রমা, যা আমি মানুষের মধ্যে পালাক্রমে বদরাতে থাকি। এর উদ্দেশ্য ছিল মুমিনদেরকে পরীক্ষা করা।’ (আলে ইমরান : ১৪০)

খ. ওয়াও আতেফা। আগের জুমলার মাযমুন হবে মাতুফ আলাইহি। এটা শাহ আবদুল কাদের রহ.-এর মাযহাব।

গ. ওয়াও যায়েদা। আহলে আরবের কথাবার্তায় এর ব্যাপক উপস্থিতি পাওয়া যায়। তখন (لِيَعْلَمَ) আগের ইল্লত হবে। এটা শাহ ওয়ালি উল্লাহ রহ.-এর মাযহাব।

## ২৮. (كذلك) এর তাহকিক

এটি তিনটি অর্থে ব্যবহৃত হয়।

ক. তাশবিহ (تشبيه)। উপমার অর্থে। এর উদাহরণ সুবিদিত।

খ. তালিল (تعليل)। কারণ দর্শানোর অর্থে।

وَكَذٰلِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِيْنَ كَفَرُوْا أَنَّهُمْ أَصْحٰبُ النَّارِ.

'এভাবেই যারা কুফর অবলম্বন করেছে তাদের সম্পর্কে তোমার প্রতিপালকের এই কথা অবধারিত হয়ে গেছে যে, তারা জাহান্নামী হবে।' (গাফের : ৬)

আল্লামা আলুসি রহ. (كذالك) এর অর্থ লিখেছেন (لذالك)।

গ. বয়ানে কামাল (بيان كمال)। পূর্ণতা বর্ণনার জন্য।

سَيَقُوْلُ السُّفَهَآءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلّٰهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِىْ كَانُوْا عَلَيْهَا.

অচিরেই এ সকল নির্বোধ লোক বলবে, সেটা কী জিনিস, যা এদেরকে (মুসলিমদেরকে) তাদের সেই কেবলা থেকে অন্য দিকে মুখ ফিরাতে উদ্বুদ্ধ করল, যে দিকে তারা এ যাবৎ মুখ করছিল?' (সূরা বাকারা : ১৪২)

**বসিরাহ :** এই আয়াতে প্রজ্ঞাপূর্ণ জবাব দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ কেবলা পরিবর্তন সম্পর্কে কারো কোনও আপত্তি করার বিন্দুমাত্র অধিকার নেই। তারপরই বলেছেন,

وَكَذٰلِكَ جَعَلْنٰكُمْ أُمَّةً وَّسَطًا لِّتَكُوْنُوْا شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ.

'(হে মুসলিমগণ!) এভাবেই আমি তোমাদেরকে এক মধ্যপন্থী উম্মত বানিয়েছি, যাতে তোমরা অন্যান্য লোক সম্পর্কে সাক্ষী হও।' (সূরা বাকারা : ১৪৩)

**বসিরাহ :** এখানে 'কাফ' বয়ানে কামালের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ, আমি যেহেতু তোমাদের শ্রেষ্ঠতম উম্মত বানিয়েছি, তাই তোমাদের উমদা কেবলার প্রয়োজন। আর তোমাদের শ্রেষ্ঠতম উম্মত বানিয়েছি। এটা তোমাদের কামাল নয়, আমার কামাল (যোগ্যতা, পূর্ণতা)।

## ২৯. (ألم تر)-এর তাহকিক

আলাম তারা কখনো ইবতিদায়ে কালামে আসে, কখনো মাঝে আসে। মাঝে এলে, তাম্বীহের জন্য আসে। অর্থাৎ, কুরআন কারীমে একটি বিষয়ে আলোচনা করার পর, আরো কয়েকটি বিষয়ে আলোচনা করার পর, আবার

আগের আলোচ্য বিষয়ে ফিরে যেতে চাইলে 'আলাম তারা' দিয়ে তাম্বীহ-সতর্ক করা হয়, এখন যে আলোচনা শুরু হচ্ছে, তার সম্পর্ক আগের বিষয়ের সাথে,

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ.

'তুমি কি তাদের অবস্থা জান না, যারা মৃত্যু হতে বাঁচার জন্য নিজেদের ঘরবাড়ি থেকে বের হয়ে এসেছিল এবং তারা সংখ্যায় ছিল হাজার হাজার? অতঃপর আল্লাহ্ তাদের বললেন, মরে যাও। তারপর তিনি তাদের জীবিত করলেন। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্ মানুষের প্রতি অনুগ্রহশীল, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না।' (সূরা বাকারা : ২৪৩)

**বসিরাহ্ :** এর আগে তালাক, ইদ্দত, দুগ্ধপান ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। তারো আগে জিহাদ, কিতাল সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। সেই কিতালের সাথে এখনকার আলোচ্য বিষয়ের সম্পর্ক। মাঝে ফাসেলা বেশি হয়ে যাওয়াতে 'আলাম তারা' এনে ইশারা করা হয়েছে যে, এখনকার আলোচনার সম্পর্ক পূর্বের আয়াতের সাথে।

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ.

'যারা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করে তোমরা আল্লাহর পথে তাদের সাথে যুদ্ধ কর, তবে সীমালঙ্ঘন করো না। নিশ্চিত জেন, আল্লাহ্ সীমালঙ্ঘনকারীদের ভালোবাসেন না।' (সূরা বাকারা : ১৯০)

**বসিরাহ্ :** সূরা বাকারার প্রধানতম চারটি আলোচ্য বিষয়ের একটি হলো 'জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ্'।

'আলাম তারা' বাক্যের শুরুতে তাআজ্জুব (تَعَجُّب)-র জন্যও আসে,

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ.

'তুমি কি দেখনি তোমার প্রতিপালক হাতিওয়ালাদের সাথে কী ব্যবহার করেছেন।' (সূরা ফীল : ১)

## ৩০. (أَوَ كُلَّمَا)-এর তাহকিক

হামযা ইস্তেফহাম যখন (و، ف، ثم) এর ওপর দাখিল হয় যেমন ( أَوَكُلَّمَا، أَفَكُلَّمَا. أَثُمَّ إِذَا مَا وَقَعَ. أَفَلَا تَتَّقُوْنَ) তখন এ ব্যাপারে দুটি মতামত পাওয়া যায়,

ক. হামযার পর মাতুফ আলাইহি উহ্য আছে। যেমন (أَوَ كُلَّمَا) এর মধ্যে (أَكَفَرُوْا وَكُلَّمَا عَاهَدُوْا) ছিল। অর্থ হবে, কুফরিও করো এবং যখনই কেউ তাদের সাথে চুক্তি করে, তারা সেটা ভঙ্গ করে।-আল্লামা যামাখশারী রহ.

খ. মাতুফ আলাই উহ্য মানার কোনও দরকার নেই। কারণ এই (أَوَ كُلَّمَا) শব্দবন্ধটি সাধারণত পূর্বের কোনও আলোচনা প্রসঙ্গেই উল্লিখিত হয়। সুতরাং পূর্ববর্তী কালামের মাযমুনই তার মাতুফ আলাই হওয়া উচিত।

অথবা এটাও বলা যেতে পারে, ওয়াওটি যায়েদা। এতেকরে মাতুফ আলাহেইর কোনও প্রয়োজনই পড়ে না।-আল্লামা রযি রহ.

## ৩১. (أَرَأَيْتَ)-এর তাহকিক

হামযায়ে ইস্তেফহাম কখনো আফআলে কুলুবের ওপর দাখিল হয়। তখন আফআলে কুলুব দুই নয়; এক মাফউল তলব করে।

ক. এই মাফউল কখনো উল্লিখিত থাকে (أَرَءَيْتَ الَّذِي يَنْهَىٰ عَبْدًا إِذَا صَلَّىٰ)

তুমি কি দেখেছ সেই ব্যক্তিকে, যে বাধা দেয় এক বান্দাকে– যখন সে নামায পড়ে? (আলাক : ৯-১০)

খ. কখনো উহ্য থাকে (أَرَءَيْتَ إِن كَانَ عَلَى الْهُدَىٰ)।

আচ্ছা বল তো, সে (অর্থাৎ নামায আদায়কারী) যদি হেদায়তের ওপর থাকে। (আলাক : ১১)

হামযা ইস্তেফহাম কখনো আফআলে কুলুবের মাফউলের ওপরও দাখিল হয়। তখন আফআলে কুলুবকে আমল করতে বাধা দেয়।

قُلْ أَرَءَيْتَكُمْ إِنْ أَتَىٰكُمْ عَذَابُ اللَّهِ أَوْ أَتَتْكُمُ السَّاعَةُ أَغَيْرَ اللَّهِ تَدْعُونَ إِن كُنتُمْ صَٰدِقِينَ.

'তাদেরকে (কাফেরদেরকে) বল, যদি তোমরা সত্যবাদী হও, তবে বল দেখি, তোমাদের ওপর আল্লাহর শাস্তি আপতিত হলে অথবা তোমাদের নিকট কেয়ামত উপস্থিত হলে তোমরা কি আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে ডাকবে?' (আনআম : ৪০)

**বসিরাহ :** এখানে (أَرَءَيْتَكُمْ) এর (كُمْ) মাফউল নয়; বরং এটা ( كاف خطابِ حرفي)। শুধু মুখাত্বদের সংখ্যাধিক্য বোঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। ঠিক এমনি হয়েছে (فَذٰلِكُنَّ الَّذِى لُمْتُنَّنِى)-এর মধ্যে। এখানে (كُنَّ) সংখ্যাধিক্য বোঝানোর জন্য।

## ৩২. (إلا) অর্থ (مستثنى منقطع)

কুরআন কারীমের কিছু আয়াত থেকে কিছু লোক একথা প্রমাণের অপচেষ্টা চালায় যে, আল্লাহর রাসূল গায়েব জানতেন। তাদের দফা করার জন্যই মূলত এই ফায়েদা।

عٰلِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلٰى غَيْبِهٖٓ أَحَدًا إِلَّا مَنِ ارْتَضٰى مِن رَّسُوْلٍ فَإِنَّهٗ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهٖ رَصَدًا.

'তিনিই সকল গুপ্ত বিষয় জানেন। তিনি তাঁর গুপ্ত জ্ঞান সম্পর্কে কাউকে অবহিত করেন না– তিনি যাকে (এ কাজের জন্য) মনোনীত করেছেন সেই রাসূল ছাড়া। এরূপ ক্ষেত্রে তিনি সেই রাসূলের সামনে ও পেছনে কিছু প্রহরী নিযুক্ত করেন।' (জিন : ২৬-২৭)

وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَجْتَبِى مِن رُّسُلِهٖ مَن يَّشَآءُ.

'এবং (অপর দিকে) তিনি এরূপরও করতে পারেন না যে, তোমাদেরকে (সরাসরি) গায়বের বিষয় জানিয়ে দেবেন। হ্যাঁ, তিনি (যতটুকু জানানো দরকার মনে করেন, তার জন্য) নিজ নবীগণের মধ্য হতে যাকে চান বেছে নেন।' (আলে ইমরান : ১৭৯)

প্রশ্ন : এই দুই আয়াতের বাহ্যিক অর্থ থেকে বোঝা যায়, আল্লাহর রাসূল আলিমুল গাইব।

উত্তরঃ কুরআন কারীমে (إلا) কখনো (مستثنى منقطع)-এর জন্য ব্যবহৃত

হয়। তখন (إلا) অর্থ (لكن)। তার ইসম (মুবতাদা) ও খবর মিলে স্বতন্ত্র জুমলা হবে। আগের সাথে কোনও সম্পর্ক থাকবে না।

فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّيٓ إِلَّا رَبَّ الْعٰلَمِينَ.

এরা সব আমার শত্রু– এক রাব্বুল আলামীন ছাড়া। (শুআরা : ৭৭)

**বসিরাহ :** এই আয়াতে সর্বসম্মতিক্রমে (إلا) টা (لكن) অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এবং এটা (مستثنى منقطع) হয়েছে। ইল্লার পরবর্তী জুমলাটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র জুমলা। তার করিনা হচ্ছে পরবর্তী আয়াত—

الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ.

'যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন। তারপর তিনিই আমার পথপ্রদর্শন করেন।'

এখানে (فَهُوَ) এর 'ফা' তার প্রমাণ। এছাড়া সূরা জিনে (فَإِنَّهُ يَسْلُكُ)-এর 'ফা' তার করিনা।

**৩৩. (عَلَفْتُها تِبْنًا وماءً بارِدًا)-ধর্মী বাক্য**

(আমি গবাদি পশুকে ঘাসতৃণ ও ঠান্ডা পানির আধার দিয়েছি)

মুতাযিলাদের মতে, আমল ছাড়া ঈমান গ্রহণযোগ্য নয়।

هَلْ يَنْظُرُوْنَ اِلَّآ اَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ اَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ اَوْ يَأْتِيَ بَعْضُ اٰيٰتِ رَبِّكَ ۗ يَوْمَ يَأْتِيْ بَعْضُ اٰيٰتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا اِيْمَانُهَا لَمْ تَكُنْ اٰمَنَتْ مِنْ قَبْلُ اَوْ كَسَبَتْ فِيْٓ اِيْمَانِهَا خَيْرًا.

'তারা (ঈমান আনার জন্য) এ ছাড়া আর কোনও জিনিসের অপেক্ষা করে যে, তাদের কাছে ফেরেশতা আসবে বা তোমার প্রতিপালক নিজে আসবেন অথবা তোমার প্রতিপালকের কিছু নিদর্শন আসবে? (অথচ) যে দিন তোমার প্রতিপালকের কোনও নিদর্শন এসে যাবে, সে দিন এমন ব্যক্তির ঈমান তার কোনও কাজে আসবে না, যে ব্যক্তি পূর্বে ঈমান আনেনি কিংবা নিজ ঈমানের সাথে কোনও সৎকর্ম অর্জন করেনি।' (আনআম : ১৫৮)

**বসিরাহ্ :** মুতাযিলারা এই আয়াত থেকে তাদের মাযহাব প্রমাণের অপচেষ্টা চালিয়েছিল। তাদের বক্তব্য ছিল, আল্লাহ্ তাআলা এখানে আদমে ঈমান (ঈমানহীনতা) এবং ঈমান বেলা-আমল (আমলহীন ঈমান)-কে এক বরাবর বলেছেন। এ থেকে বোঝা যায়, আমলবিহীন ঈমান মুতাবার নয়।

**জবাব :** আহলে আরব কখনো কখনো মাতুফের আমেলকে মুনাসাবাতের কারণে হযফ করে দেয়। যেমন (عَلَّفْتُها تِبْنًا وماءً بارِدًا) বাক্যে (ماءً بارِدًا) মাতুফের আমেল (سَقَيْتُها) হযফ করা হয়েছে। মূল এবারতটি এমন ছিল,

عَلَّفْتُها تِبْنًا وسَقَيْتُها ماءً بارِدًا.

ঠিক এমনি আয়াতে মাতুফের আমেল (كَسَبَتْ) উহ্য আছে। উহ্য আমেলসহ আয়াতের মূল এবারতটি হবে,

أَوْ عَمَلُهَا لَمْ تَكُنْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا.

কুরআনে এর অসংখ্য নজির আছে,

وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي الَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. (أي: وما نشر في النهار).

'রাত ও দিনে যত সৃষ্টি শান্তি লাভ করে, সবই তারই অধিকারভুক্ত। তিনি সব কিছু শোনেন ও সব কিছু জানেন।' (আনআম : ১৩)

إِذِ الْأَغْلَٰلُ فِىٓ أَعْنَٰقِهِمْ وَالسَّلَٰسِلُ (أي: في أرجُلِهِم) يُسْحَبُونَ فِى الْحَمِيمِ ثُمَّ فِى النَّارِ يُسْجَرُونَ.

'যখন তাদের গলায় থাকবে বেড়ি ও শিকল, তাদেরকে গরম পানিতে হেঁচড়ানো হবে, তারপর আগুনে দগ্ধ করা হবে।' (গাফের : ৭১-৭২)

وَنَادَىٰٓ أَصْحَٰبُ النَّارِ أَصْحَٰبَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَآءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللهُ. (أي: أَلْقُوا مما رزقكم الله)

'আর জাহান্নামবাসীগণ জান্নাতবাসীদেরকে বলবে, আমাদের ওপর সামান্য কিছু পানিই ঢেলে দাও অথবা আল্লাহ তোমাদেরকে যে নেয়ামত দিয়েছেন তার কিছু অংশ (আমাদের কাছে পৌঁছতে দাও)।' (আরাফ : ৫০)

يُثَبِّتُ اللهُ الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِي الْاٰخِرَةِ. (أي: يجزي فيها).

'যারা ঈমান এনেছে আল্লাহ তাদেরকে এ সুদৃঢ় কথার ওপর স্থিতি দান করেন দুনিয়ার জীবনেও এবং আখেরাতেও। আর আল্লাহ জালেমদেরকে করেন বিভ্রান্ত। আল্লাহ (নিজ হিকমত অনুযায়ী) যা চান, তাই করেন।' (ইবরাহীম : ২৭)

## ৩৪. তাফসির বির-রায় (تفسير بالرأي)-এর তাহকিক

مَن قال في القرآنِ برأيِه فأصاب فقد أَخْطَأَ.

'যে ব্যক্তি কুরআন সম্পর্কে নিজের মনগড়া কোনও কথা বললো এবং সে সত্যেও উপনীত হলো, এরপরও সে ভুল করল (কেননা, সে মনগড়া কথা বলে ভুল পন্থা অবলম্বন করেছে)।' (জুনদুব বিন আবদিল্লাহ রা.। তিরমিযি : ২৯৫২)

مَن قالَ في القُرآنِ بغَيرِ علمٍ، فَليَتبوَّأْ مَقعدَهُ منَ النّارِ.

'যে ব্যক্তি সঠিক ইলম ব্যতীত কুরআন প্রসঙ্গে কোনও কথা বলে, সে যেন জাহান্নামকে নিজের জন্য বাসস্থান বানিয়ে নিল।' (ইবনে আব্বাস রা। তিরমিযি : ২৯৫০)

**বসিরাহ :** এই হাদীসগুলো দ্বারা স্পষ্ট বোঝা যায়, কুরআন কারীমের মনগড়া কিছু বলা, নিজের চিন্তা থেকে কিছু বলা মারাত্মক অপরাধ। কবিরা গুনাহ। তাফসির খুললেই দেখি, প্রায় সব মুফাসসিরই তাফসির করতে গিয়ে কিছু না কিছু নিজের চিন্তাপ্রসূত বক্তব্য পেশ করেছেন। তারা কি অপরাধ করেছেন?

জবাবঃ প্রথমে আমাদের তাফসির, তাবিল, তাহরিফ সম্পর্কে জানতে হবে।

তাফসির (تفسير) : শব্দটি (فسر) শব্দমূল থেকে উদ্ভূত হয়েছে। (فسر) শব্দটি (سفر) শব্দের মাকলুব (مقلوب)। এর অর্থ (كشف) মানে খোলা। উন্মোচন করা। সফরকারীর জন্য যেভাবে অজানা দেশ ও অজানা বিষয় খুলে যায়, উন্মোচিত হয়ে যায় তদ্রূপ তাফসির অধ্যয়নকারীর সামনেও কুরআনের

সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অর্থ আর ব্যাখ্যা খুলে যায়। উন্মোচিত হয়ে যায়।

পরিভাষায় তাফসির বলা হয়, একটি আয়াতের মাধ্যমে আরেকটি আয়াতের অর্থ বর্ণনা করা। হাদীস বা সাহাবায়ে কেরামের উক্তি দ্বারা কুরআনের অর্থ বর্ণনা করা। যেমন,

صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ.

'সেই সকল লোকের পথে, যাদের প্রতি আপনি অনুগ্রহ করেছেন।' (ফাতেহা : ৬)

এই আয়াতের তাফসির আমরা জানতে পারি নিম্নোক্ত আয়াতের মাধ্যমে,

وَمَنْ يُطِعِ اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ فَأُولٰٓئِكَ مَعَ الَّذِيْنَ أَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيّٖنَ وَالصِّدِّيقِيْنَ وَالشُّهَدَآءِ وَالصّٰلِحِيْنَ ۚ وَحَسُنَ أُولٰٓئِكَ رَفِيْقًا.

'যারা আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য করবে, তারা সেই সকল লোকের সঙ্গে থাকবে, যাদের প্রতি আল্লাহ অনুগ্রহ করেছেন, অর্থাৎ নবীগণ, সিদ্দীকগণ, শহীদগণ ও সালিহগণের সঙ্গে। কতই না উত্তম সঙ্গী তারা!' (নিসা : ৬৯)

**তাবিল (تاويل)** : আরবি ভাষায় দক্ষতা ও পারদর্শিতার মাধ্যমে কুরআনের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম রহস্য ও নিগূঢ় তথ্য এমন ভাবে বর্ণনা করা, যাতে কুরআন ও সুন্নাহর ভাষ্যের বিপরীত না হয়। যেমন আল্লামা ইকবাল মরহুম বলেছেন,

আল্লাহ তাআলা কুরআনের সূচনা (المص، حم) ইত্যাদি হুরুফে মুকাত্তাআত দ্বারা না করে (الم) দ্বারা করেছেন। ইশারায় একথা বোঝা যায়, যে ব্যক্তি কুরআনকে আঁকড়ে ধরবে, তাকে (الم) মানে ব্যথা ও পেরেশানি তার পিছু নিবে।

**তাহরিফ (تحريف)** : নিজের প্রবৃত্তির লিপ্সা পূরণ করতে গিয়ে, নস (কুরআন-সুন্নাহ)-এর সুস্পষ্ট বক্তব্যের বিপরীত ব্যাখ্যা দেয়া। যেমন,

اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ.

'আপনার লাঠি দ্বারা পাথরে আঘাত করুন।' (বাকারা : ৬০)

একজন এই আয়াতের তরজমায় লিখেছেন: আপনি নিজের জামাতকে নিয়ে সমুদ্রের মাঝ দিয়ে চলুন।

এমন অর্থ করার কারণ, (ضرب)-এর একটি অর্থ 'চলা' আর (عصا)-একটি অর্থ জামাত। তার এহেন তরজমা কুরআন বিকৃতির শামিল। এটাকে কিছুতেই তাবিল বলা যায় না। কারণ তরজমাটি সুস্পষ্ট আয়াতের সাথে সাংঘর্ষিক,

فَانفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ.

'ফলে সাগর বিদীর্ণ হলো এবং প্রত্যেক ভাগ বড় পাহাড়ের মতো উঁচু হয়ে গেল।' (শুয়ারা : ৬৩)

**বসিরাহ :** যিনি উপরোক্ত তরজমাটি করেছেন, তিনি নবীগণের মুজিযা অস্বীকার করেন। নিজের ভ্রান্ত চিন্তার সমর্থনেই এমন তরজমার আশ্রয় নিয়েছেন।

**জবাব :** হক্কানি মুফাসসিরগণ নিজের চিন্তা-গবেষণা থেকে কুরআনের যে অর্থ ও ব্যাখ্যা পেশ করেছেন, তাতে সুস্পষ্ট কোনও নসের বিপরীত কথা নেই। তারা নিজের দলমত প্রতিষ্ঠার জন্য জোড়াতালি দিয়ে মনগড়া ব্যাখ্যাও পেশ করেননি। তাদের ব্যাখ্যাকে তাবিল বলা যেতে পারে। তারা তাহরিফ করেননি। হাদীসে তাহরিফ সম্পর্কে সতর্ক করা হয়েছে।

রাব্বে কারীম মেহনতকে কবুল করে নিন। আমীন।

